চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 74 Monday, 13 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৭৪ সংখ্যা ❋ ২৯ মাঘ, ১৪২৯, সোমবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দরিদ্র ও প্রান্তিকদের উন্নীত করাই শীর্ষ অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছেঃ প্রধানমন্ত্রী

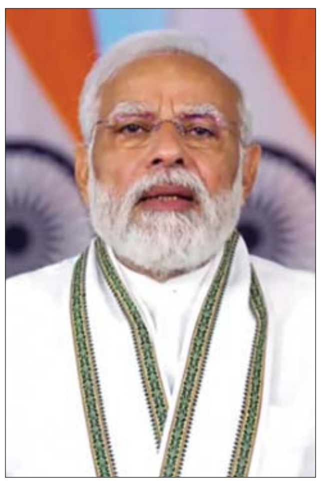

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষজনের উন্নীত করাই শীর্ষ অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী উদযাপন সমারোহের সূচনা করেন। এই উপলক্ষ্যে ভাষণও দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, বর্তমানে দেশের মেয়েরাও রাফাল যুদ্ধবিমান উড়াচ্ছে। দরিদ্র ও প্রান্তিকদের উন্নীত করা শীর্ষ অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতের নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন এবং সামাজিক বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা এবং এই ধরনের অনেক বিকৃতির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রচার শুরু করেছিলেন। মহর্ষি দয়ানন্দজি বিশ্বাস করতেন আমাদেরই বিশ্বকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর দেখানো পথ কোটি কোটি মানুষের মনে আশা জাগায়। মহর্ষী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর সময়ের তুলনায় চিন্তাভাবনায় অনেক আধুনিকমনস্ক ছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। মহর্ষীর ২০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী উদযাপন সমারোহের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, যখন পশ্চিমী দুনিয়া নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে দোলাচলে ভুগছিল, সেই সময় দয়ানন্দ সরস্বতী মেয়েদের পড়াশোনার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। রবিবার রাজস্থানের দৌসায় দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের দিল্লি-দৌসা-লালসোট সেকশনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কয়েক দশক ধরে কিছু মানুষ রাজস্থানকে একটি বিমারু রাজ্য বলে উত্যক্ত করেছে। কিন্তু রাজস্থানকে উন্নত ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি করে তুলছে বিজেপি। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আজ রাজস্থান ও দেশের উন্নয়নের উৎসব। দেশের সবচেয়ে দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে, দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন করা হযেছে। দৌসা ছাড়াও, এই এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনের ফলে আলওয়ার, ভরতপুর, সওয়াই মাধোপুর, বুন্দি এবং কোটা জেলাগুলি উপকৃত হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, রাজস্থানের এই ভূমি সাহসীদের। এখানকার প্রতিটি শিশুর স্বপ্ন ছিল ভারত যেন বিশ্বের কারও থেকে কম না হয়। আপনাদের এই স্বপ্ন পূরণ করতে, ভারত এখন উন্নত হওয়ার সংকল্প নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিজেপি সরকার এখানে মেহন্দিপুর বালাজি এবং ধৌলপুরে মুচুকুন্দ ধামও গড়ে তুলেছে। আমাদের ধর্মস্থানগুলির উন্নয়ন বিজেপি সরকারের অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটি। আমরা দরিদ্র পরিবারগুলিকে শিক্ষা এবং সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ দিয়েছি। আমাদের সরকার ওবিসি কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়েছে যাতে ওবিসি শ্রেণি সাংবিধানিক সুরক্ষা পায়। অল ইন্ডিয়া মেডিকেল কোটায় ওবিসিদের জন্য কোনও সংরক্ষণ ছিল না, আমরা এটাও নিশ্চিত করেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তরঙ্গা পাহাড় থেকে আমবাজি হয়ে আবু রোড পর্যন্ত একটি নতুন রেললাইন নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। এই রেললাইনের চাহিদা শত বছরেরও বেশি পুরনো। যা এখন বিজেপি সরকার নিজেই সম্পন্ন করেছে।

অযোধ্যা মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিলেন, রাজ্যপালের পদ পেলেন সেই বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার সাত রাজ্যের নতুন রাজ্যপালের নাম ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রপতি ভবন। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিতর্কের কারণ নয়া রাজ্যপালদের মধ্যে পাঁচজনই বিজেপি নেতা। বাকি দু'জনের মধ্যে একজন প্রাক্তন সেনাকর্তা। অন্যজন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস আবদুল নজির। যিনি অযোধ্যার ঐতিহাসিক রাম মন্দির মামলার অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। ফলে নজিরও নজরে বিরোধীদের। তাদের বক্তব্য, আনুগত্যের পুরস্কার বিতরণ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ৪ তারিখ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেন নজির। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ঘোষণা অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজ্যপাল হচ্ছেন তিনি। এর ফলে বিশ্ব ভূষণ হরিচন্দনকে অন্ধ্র থেকে সরিয়ে ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল করা হচ্ছে। এসবই কেজো কথা। দ্রৌপদী মুর্মুর ঘোষণার পর চর্চায় উঠে আসছে সেই মামলাগুলি। তাদের মধ্যে অবশ্যই অন্যতম রামমন্দির-বাবরি মসজিদ মামলা। ওই মামলায় ঐতিহাসিক রায়ের পরে রামজন্মভূমিতে বিরাটাকার নতুন মন্দির তৈরি হচ্ছে। যার উদ্বোধন হবে আগামী লোকসভা ভোটের ঠিক আগে। এছাড়াও তিন তালাক মামলা, নোটবাতিলের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মামলায় রায় দিয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি নজির। কাকতালীয়ভাবে সবকটি মামলার রায় বিজেপি তথা কেন্দ্রের মোদি সরকারের নীতি, আদর্শের পক্ষে গিয়েছে। সেই ব্যক্তিকে রাজ্যপাল ঘোষণা করায় প্রশ্ন উঠছে। প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী মুর্মুর ঘোষণার অনুযায়ী মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল হচ্ছেন বিজেপি নেতা রমেশ ব্যাশ। ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হচ্ছেন বিজেপি নেতা সিপি রাধাকৃষ্ণণ। বিজেপি নেতা লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য হতে চলেছেন সিকিমের রাজ্যপাল। শিবপ্রতাপ শুক্লা এবং গুলাবচাঁদ কাটারিয়া হবেন যথাক্রমে হিমাচলপ্রদেশ ও অসমের রাজ্যপাল।

পাখির চোখ মেঘালয়! ফের প্রচারে মমতা-অভিষেক, নজর ত্রিপুরাতেও

উত্তর-পূর্বের দুই রাজ্যে শেষবেলায় প্রচারে ঝড় তুলতে চাইছে তৃণমূল। ফের মেঘালয়ে ভোটপ্রচারে যাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও মেঘালয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন বলে খবর। তার আগে ত্রিপুরাতেও সভা করার কথা অভিষেকের। তৃণমূল সূত্রের জানতে পারা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ থেকেই মেঘালয়ে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, সেখানে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। নির্বাচনী জনসভার পাশাপাশি দলীয় নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক আলোচনাও সেরে নিতে চান মমতা। তার আগে টানা পাঁচদিন মেঘালয়ে থাকার কথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সম্ভবত ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেঘালয়ে থাকতে পারেন অভিষেক। সেখানে একাধিক জনসভা, রোড শো এবং সাংগঠনিক বৈঠক করতে পারেন তিনি।

মেঘালয়ে ভোট আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি। এই মুহূর্তে সেরাজ্যে

তৃণমূলই প্রধান বিরোধী দল। বিজেপির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর শাসক এনপিপি বেশ চাপে। সীমান্ত সমস্যা থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যুতে কোণঠাসা মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। স্বাভাবিকভাবেই সেরাজ্যে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা দেখছে তৃণমূল। তাই প্রচারে নিজেদের সর্বস্ব ঢেলে দিতে চাইছে ঘাসফুল শিবির।

মেঘালয়ের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও নজর রয়েছে তৃণমূলের। মেঘালয়ের আগে সোমবারই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যাচ্ছেন ত্রিপুরায়। রবিবার সন্ধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন অভিষেক। আজ সোমবার সেখান থেকে আগরতলায় যাবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সোমবার ত্রিপুরায় সভা করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও। অভিষেক তারই পালটা সভা করবেন। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ প্রচারের শেষদিন ত্রিপুরায় বাংলা থেকে যাবেন এরাজ্যের দুই মন্ত্রী এবং একাধিক সেলিব্রিটি। তারাও একটি রোড শো করতে পারেন বলে খবর মিলছে।

রিপোর্ট কার্ড নিয়ে এসে কথা বলুন, নাড্ডাকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধে ইতিমধ্যেই আগুন জ্বলেছে বাংলার মাটিতে। এদিকে রবিবারই জোড়া সভা করে তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করে গিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তার কয়েকঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তাঁকে পালটা চ্যালেঞ্জ জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পরিস্কার ভাবে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের রিপোর্ট কার্ডের সঙ্গে তুলনা হোক রাজ্যের কাজকর্মের। তারপরই কে কতটা কাজ করেছে, তা নিয়ে সমালোচনা হোক। পাশাপাশি পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিটি আসনে বিজেপি প্রার্থী দিতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে খোঁচা দিলেন অভিষেক। রবিবার সন্ধেবেলা দিল্লি গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে সোমবার যাবেন ত্রিপুরা। তার মাঝেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। এদিন দুপুরেই পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুরের জোড়া সভা থেকে তৃণমূল সরকারকে 'তোলাবাজ', 'দুর্নীতিবাজ' বলে চোখা চোখা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এমনকী বাংলা ভাষাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। তাঁর এই সমালোচনার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন অভিষেক। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে হারানোর বার্তা দেওয়া নাড্ডাকে তাঁর খোলা চ্যালেঞ্জ, লড়াই করুন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এক লক্ষ প্রার্থী আগে দিন। তারপর অভিযোগ করবেন যে তৃণমূল প্রার্থীদের বাধা দিচ্ছে। আপনাদের প্রার্থীদের কোথাও মনোনয়ন দিতে বাধা দেওয়া হলে, আমি আছি। আমি নিজে গিয়ে মনোনয়ন করিয়ে দেব। তৃণমূলের প্রার্থীরা তো আর পদ্ম, হাতে গিয়ে ভোট দিয়ে আসবে না। প্রার্থী আপনাদেরই দিতে হবে। এদিন জে পি নাড্ডা দাবি করেছেন, নারী সুরক্ষা নেই বাংলায়, অপরাধ প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী। তাকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক তুলে ধরলেন এনসিআরবি'র রিপোর্ট। আক্রমণের সুরে পালটা অভিষেক বলেন, ইডি, সিবিআই সবাইকে পকেটে পুরেও বাংলা দখল করতে পারেননি। মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। ২০২১এও আপনারা কিছু করতে পারেননি, এবারও কিছু করতে পারবেন না।

ত্রিপুরায় 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারই হবে, নয়া ব্যাখ্যা কুণাল ঘোষের

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ আর পাঁচটা রাজ্যের মতো ত্রিপুরাতেও ভোট বৈতরণী পার হতে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের তত্ত্ব নিয়ে হাজির বিজেপি দল। দিন দুই আগে খোদ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখানে প্রচারে গিয়ে বলে এসেছেন, ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকলে, রাজ্যে উন্নয়ন হবে দ্বিগুণ গতিতে। বিজেপির সেই 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের পালটা ডবল ইঞ্জিন সরকারেরই তত্ত্ব দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। রবিবার ত্রিপুরায় ভোটপ্রচারে গিয়ে কুণাল গোষ বলেন, ত্রিপুরাতে ডবল ইঞ্জিন সরকারই হবে। তবে 'ডাবল ইঞ্জিন' বলতে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা সরকারের একসঙ্গে চলাকে বুঝিয়েছেন। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে কুণাল বলেন, ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের নেতৃত্ব দেবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিপুরার ভূমিপুত্রই হবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এভাবেই চলবে দুই রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের কাজ। তৃণমূলের অন্যতম প্রধান মুখপাত্রের দাবি, দিল্লি এবং ত্রিপুরার ডাবল ইঞ্জিন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতি মাসে ত্রিপুরায় যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপদেশ দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সব প্রকল্প চালু হবে ত্রিপুরাতেও। তিনি বলেন, উন্নয়নের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশের মধ্যে শীর্ষে। বাংলার উন্নয়নের মডেলেই চলবে ত্রিপুরা। তিনি এও দাবি করেন, বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বদলে ত্রিপুরায় নিজেরাই নিজেদের ব্যর্থতা মেনে নিয়েছে বিজেপি। ত্রিপুরা নিয়ে চিন্তিত বলেই প্রধানমন্ত্রীকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে হচ্ছে। বিজেপির পাশাপাশি বাম এবং কংগ্রেসের 'অনৈতিক' জোটকেও তুলোধোনা করেছেন কুণাল। তাঁর বক্তব্য, বাম এবং কংগ্রেসের জোট মাণিক সরকারের মতো বর্ষীয়ান সিপিএম নেতারাই মেনে নিতে পারেনি। বাংলায় যে মডেল ব্যর্থ হয়েছে, সেটা ত্রিপুরাতেও সফল হবে কি করে। মোটেই হবে না। ত্রিপুরাবাসীর কাছে কুণালের আহ্বান, ত্রিপুরায় তৃণমূলের সরকার প্রতিষ্ঠা করুন। সেটা হলে, ত্রিপুরাও বাংলার মতো উন্নয়নের নিরিখে গোটা দেশের মধ্যে নজির গড়বে। গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি বলে তিনি জানিয়ে দেন।

সংসদে ধনকড়ের দিকে আঙুল তুললেন জয়া বচ্চন

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদে মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলেন জয়া বচ্চন। তিনি তাই আজ শিরোনামে। রাগের মাথায় রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়ের দিকে আঙুল তুলে কথা বলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী তথা সাংসদ। যে ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই নিন্দার ঝড় উঠেছে নেটদুনিয়ায়। ঘটনাটা ঘটেছিল গত ৯ ফেব্রুয়ারির। বাজেট অধিবেশনে আদানি-হিন্ডেনবার্গ ইস্যুতে উত্তর হয়ে ওঠে সাংসদ। ভাইরাল হওয়া ভিডিও ক্লিপিংয়ে দেখা যাচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান খনকড়ের দিকে তাকিয়ে আঙুল উঁচিয়ে কার্যত তেড়ে যাচ্ছেন তিনি। তা সত্ত্বেও মেজাজ হারাননি ধনকড়। বরং সকলকে নিজেদের স্থানে বসার অনুরোধ জানান। তবে সেই ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছেন অমিতাভজায়া। রাজ্যসভার সমাজবাদী পার্টির সাংসদকে তুলোধোনা করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতা অজয় শেরায়ত ভিডিওটি শেয়ার করে লিখেছেন, রাজ্যসভায় জয়া বচ্চনের আচরণকে ধিক্কার জানাই। বিজেপি মুখপাত্র অনুজা কাপুর সমালোচনা করে বলেন, পার্টির ভাবমূর্তি যেমনই হোক না কেন, আপনি অন্তত নিজের পদের মর্যাদাটা রাখতে পারতেন। কিন্তু কেন এভাবে মেজাজ হারালেন জয়া বচ্চন। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বাজেট অধিবেশনে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের নির্দেশ অমান্য করার জন্য কংগ্রেস সাংসদ রজনী পাতিলকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল।

'নিজের প্যান্ট সামলাতে পারে না, বিরোধীদের শিক কাবাব বানাবে!', মদনকে তোপ সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে বাক্যবাণের মাধ্যমে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে শাসক-বিরোধী উভয় দলই। সেই তালিকায় মদন মিত্র নাম জুড়েছে আগেই। নির্বাচনের দিন কাঁচা মাংস ঝলসে শিক কাবাব তৈরি করা হবে বলে বিরোধীদের হুঙ্কার দিয়েছিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। এবার পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের সভা থেকে তারই পালটা জবাব দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বাকবিতণ্ডার সূত্রপাত হয়েছিল কামারহাটি খাদ্য উৎসবে। মদন মিত্র কাবাব চেখে দেখার ফাঁকে বিরোধীদের হুঙ্কার দিয়েছিলেন। বলেন, শিক কাবাব তৈরি করা শিখে রাখছি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে শিক আর কাবাব দু'টোই কাজে লাগবে। ভোটের দিন ছেলেমেয়েরা সারাদিন খালি কাজ করবে? কাবাবটা খাবে। শিকটা খুব কাজে লাগবে। কাঁচা মাংস ঝলসানো হবে। মাখন, ঘি, মধু পড়বে। দেওয়ার আগে লেবু টিপে বিটনুন আর লঙ্কা দিয়ে তৈরি হবে কাবার। ও লাভলি। রবিবার তারই পালটা জবাব দিলেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি হুঁশিয়ারির সুরে মদন মিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, পঞ্চায়েতে বিরোধীদের শিক কাবাব বানাবে বলেছেন। যিনি সুইমিং পুলে নিজের প্যান্ট সামলাতে পারে না, নাতি খুলে ফেলে দিচ্ছে। তিনি আবার বিরোধীদের শিক কাবাব বানাবে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তাই মারামারির কথা বলি না। তার মানে এটা মনে করবেন না বিজেপি হাতে চুড়ি পরে বসে আছে। প্রয়োজন পড়লে বিজেপিও সেই পথ নিতে পারে। সুকান্ত মজুমদার এবং মদন মিত্রর তরজা নিয়ে আপাতত চলছে জোর আলোচনা। তারই মাঝে এই দুই নেতার এই ভাবে বাক্যব্যয় রাজনীতির ময়দানকে উপ্ত্ত করে তুলল বলে মনে করা হচ্ছে। আর এট চলতেই থাকবে।

পেট্রোপণ্যের দামে নাভিশ্বাস,একলাফে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার লাভ ৪০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ পেট্রল, ডিজেলের দাম নিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে আমজনতার। যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে চড়চড়িয়ে বেড়েছে জ্বালানির দাম। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের মধ্যেই লাফিয়ে বেড়েছে অয়েল ইন্ডিয়ার লাভের পরিমাণ। একধাপে ৪০ শতাংশ বেশি লাভের মুখ দেখেছে সরকারি এইসংস্থাটি। চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ১৭৪৬ কোটি টাকা লাভ হয়েছে অয়েল ইন্ডিয়ার। ইতিহাসে প্রথমবার এক ত্রৈমাসিকে এত বেশি লাভ করেছে বলে খবর। পরিসংখ্যান থেকে জানা গিযেছে, গত অর্থবর্ষের তুলনায় লাফিয়ে বেড়েছে জ্বালানি ও গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ। ২০২১-২২ সালের থেকে ৭.০৩ শতাংশ বেড়েছে অশোধিত তেল উৎপাদনের পরিমাণ। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদনও বেড়েছে ১.৬৪ শতাংশ। সংস্থার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তেই লাফিয়ে বেড়েছে লাভের অঙ্ক। সদ্যসমাপ্ত ত্রৈমাসিকে লাভের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল ১৪ হাজার কোটির আশাপাশে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়েছে অয়েল ইন্ডিয়ার। ১৭ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে লাভের অঙ্ক। একবছর আগের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি লাভ করেছে সরকারি সংস্থা বলে খবর মিলেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতিমারী পরবর্তী সময়ে জ্বালানির ও পেট্রোপণ্যের চাহিদা বেড়েছে। জোগান দিতে গিয়ে উৎপাদনের হার বাড়াতেই লাভের অঙ্কও উর্ধমুখী। অয়েল ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, একটি ত্রৈমাসিকে এত বেশি লাভ আগে কোনওদিন হয়নি। জ্বালানির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এই দুই কারণেই এত বেশি লাভ করেছে তারা।

'ভারত জোড়ো' যাত্রার স্মৃতিচারণ

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র সাফল্য বলা যেতে পারে রাহুল গান্ধীর ভাবমূর্তি পাল্টে দিয়েছে। আগেকার 'পাপ্পু' তকমা পিছনে ফেলে দিয়েছেন তিনি। নিজেকে অনেকটা প্রাসঙ্গিক করে ফেলেছেনবলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। অন্তত কংগ্রেস নেতারা তেমনটাই দাবি করেছেন। অথচ, এ সবকিছুই নাকি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল যাত্রার একেবারে শুরুর দিকে। অসহ্য হাঁটুর যন্ত্রণায় রাহুল নাকি তৃতীয় দিনই পদযাত্রা ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। এমনই বিস্ফোরক তথ্য ফাঁস করেছেন রাহুল ঘনিষ্ঠ বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কে সি বেনুগোপাল। 'ভারত জোড়ো' যাত্রার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক বলছিলেন, তখন যাত্রার সব দিন তিনেক হয়েছে। তামিলনাড়ু ছেড়ে যাত্রা কেরলে ঢুকছে। তখনই রাহুল গান্ধী তাঁকে ফোন করে জানান, তাঁর হাঁটুতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে যাত্রা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। রাহুল চেয়েছিলেন তাঁকে ছুটি দিয়ে কংগ্রেসের কোনও বর্ষীয়ান নেতা যাত্রার ব্যাটন সামলান। রাহুলের পর প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও ফোন করেন বেণুগোপালকে। তিনিও বলেন, দাদার পক্ষে এই যন্ত্রণা সহ্য করে যাত্রা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রাহুলকে ছাড়া যাত্রার কথা ভাবতে পারেনি কংগ্রেস। বেণুগোপাল বলেন, রাহুল ছাড়া যাত্রার কথা আমরা ভাবতে পারিনি। এরপর আমরা সকলে মিলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যাতে রাহুলজির হাঁটুর ব্যাথা সেরে যায়। তিনিও যন্ত্রণার সঙ্গে লড়তে শুরু করেন। এরপর রাহুলের মেডিক্যাল টিমে একজন ফিজিও থেরাপিস্টকে পাঠানো হয়। এরপর অবশ্য ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধীরে ধীরে রাহুলের ব্যাথা কমে গিয়েছিল বলে জানান কংগ্রেস নেতা। আসলে রাহুলের 'ভারত জোড়ো যাত্রা' কংগ্রেসের জন্য অনেকাংশে মৃত সঞ্জীবনীর মতো কাজ করছে। নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া বা ঘরে বসে যাওয়া কংগ্রেস কর্মীরা ফের রাস্তায় নেমেছেন। তাতেই তিনি বিশেষ ভাবে স্তগ্রহী হয়ে পুনরায় হাঁচতে শুরু করেন।

অমর্ত্য সেনের গন্তব্য দিল্লি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বীরভূম জেলা সফরে গিয়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে জেড ক্যাটাগরি নিরাপত্তা দেওযার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিষয়ে রবিবার থেকেই তৎপর হয়েছে প্রশাসন। বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে অমর্ত্য সেনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই নোবেলজয়ীর শান্তিনিকেতনের বাসভবন প্রতীচীকে মুড়ে ফেলা হয় নিরাপত্তার চাদরে।

বাংলায় পরিবর্তন আসবেই, শেষ হতে চলেছে জঙ্গলরাজঃ জে পি নাড্ডা

কাটোয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বললেন, বাংলায় পরিবর্তন আসবেই, শেষ হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জঙ্গলরাজ'। নাড্ডার কথায়, পশ্চিমবঙ্গে কোনও শাসন ব্যবস্থা নেই। বাংলায় অনেক উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করেছিল কেন্দ্র। আমরা মানুষজনের মধ্যে চাল এবং গম বিতরণ করেছি, কিন্তু টিএমসি কর্মীরা রেশন সামগ্রী চুরি করেছে। রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার পূর্বস্থলী থানার মাঠে জনসম্পর্ক সভায় অংশ নেন নাড্ডা। এদিন, নিজের বক্তৃতায় নাড্ডা বলেছেন, আজ আমি মা দুর্গার শক্তিপীঠের পবিত্র ভূমিতে আসার সৌভাগ্য পেয়েছি... এমন একটি পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম জানাই। এই জনসভার ভিড় থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বাংলায় পরিবর্তন আসতে চলেছে। বাংলার মানুষ, মমতা রাজের জঙ্গল শাসনকে বিদায় জানাতে চলেছে। নাড্ডা বলেছেন, আমরা যে আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তা ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির কাছ থেকে এসেছে, যিনি এই পূণ্যভূমি থেকেই এসেছেন। ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রচারিত মতাদর্শ প্রধানমন্ত্রী মোদীজির দ্বারা এগিয়ে চলেছে এবং বিজেপিকে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত করেছে। জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, মোদীজির শাসনে আমরা জাপানকে পিছনে ফেলে তৃতীয় বৃহত্তম গাড়ি শিল্পে পরিণত হয়েছি, আমরা বিশ্ব থেকে ওষুধ নিতাম কিন্তু এখন ভারত বিশ্বের কাছে ওষুধের দোকানে পরিণত হয়েছে। এখন অ্যাপলের ফোনেও মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে। নাড্ডা বলেছেন, একদিকে, মমতার রাজ জঙ্গলরাজ হিসাবে বিখ্যাত এবং মানুষ শীঘ্রই এই অত্যাচারী শাসনকে ছুড়ে ফেলে দেবে। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে আমরা পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছি এবং সব ক্ষেত্রেই উন্নতি করেছি, এটাই উন্নয়ন। নাড্ডা আরও বলেছেন, মোদীজির নেতৃত্বে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে আমরা জনগণকে স্বস্তি ও

শক্তি দেওয়ার কাজ করেছি। মোদীজি নারী, যুবক, কৃষক, আদিবাসীদের শক্তি দেওয়ার কাজ করেছেন এবং যুবকদের আশা-আকাঙ্খাকে নতুন উড়ান দিয়েছেন। নাড্ডার কথায়, নারী, দলিত, কৃষক, যুব ও আদিবাসীদের সুশাসন ও ক্ষমতায়ন প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকারের বৈশিষ্ট্য। আমরা এখানে সরকার গঠন করতে পারিনি... কোনও সমস্যা নেই। পরবর্তী বারের জন্য প্রস্তুতি নিন, আমরা অবশ্যই পরের বার এখানে সরকার গঠন করব। মোদীজি কখনও বাংলার প্রতি বৈষম্য করেননি। মোদীজি বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিবেদিত। গ্রামে, দরিদ্রদের, বঞ্চিতদের, দুস্থদের শক্তি দেওয়ার কাজ করেছেন মোদীজি। ৮০ কোটি মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু এখানে টিএমসি লোকেরা তাও লুট করেছে।নাড্ডা দাবি করে বলেছেন, আমরা বৈষম্য করি না এবং এই বছরের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্যও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। কলকাতা মেট্রোর জন্য এক হাজার কোটি টাকা, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার সেন্টারের জন্য ১৫ কোটি টাকা, সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম টেকনোলজির জন্য ৬৩ কোটি টাকা। আক্ষেপ প্রকাশ করে নাড্ডা বলেছেন, আমি দুঃখিত যে আমরা বাংলায় আয়ুষ্মান যোজনা বাস্তবায়ন করতে পারছি না। আপনি যদি চান যে এই স্কিমের সুবিধা আপনিও পাবেন, তাহলে টিএমসিকে বিদায় জানাতে এবং আগামী সময়ে বিজেপিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হন।...মোদীজি দরিদ্রদের জন্য রেশন পাঠান এবং তৃণমূলের লোকেরা নিজেরা লুট করে লাভবান হয়।পেশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে নাড্ডা বলেছেন, এখন বাংলার নারীরা অত্যাচারের দিক থেকে চার নম্বরে, অ্যাসিড হামলার দিক থেকে এক নম্বরে... মমতা দিদির শাসনে এখানে নারীদের উপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। এসএসসি, লটারি, টেট কেলেঙ্কারি... এই সব কেলেঙ্কারির মা হলেন মমতা সরকার। এখন মমতা জিকে ছুটি দিতে হবে... তাকে বাড়িতে বসাতে হবে... তোলাবাজি শেষ করতে হবে... কাটমানি শেষ করতে হবে, তারপর টিএমসিকে বিশ্রাম দিন এবং বিজেপিকে সমর্থন করুন।

তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ২৮,১৯২

আঙ্কারা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ দেখতে দেখতে ৬ দিন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মৃত্যু থামছেই না। গত সোমবারের শক্তিশালী ভূমিকম্পে তুরস্ক ও সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ২৮ হাজারের গন্ডি ছাড়িয়েছে। রবিবার সকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্ক ও সিরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ২৮,১৯২ জনের। শুধুমাত্র তুরস্কেই মৃত্যু হয়েছে ২৪,৬১৭ জনের। সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৩,৫৭৫-এ পৌঁছেছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মৃতের সংখ্যা ১,৪০৮। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও অনেক মানুষ চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। দিন রাত এক করে উদ্ধারকারী দল উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকৃতির রোষে রীতিমতো বিধ্বস্ত তুরস্ক ও সিরিয়া।

পাকিস্তানের বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার আমজাদ ইসলাম আমজাদ প্রয়াত

লাহোর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াত হলেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার আমজাদ ইসলাম আমজাদ । শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লাহোরে মারা যান আমজাদ ইসলাম আমজাদ । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন আদনান সামি। ১৯৪৪ সালে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। অসাধারণ সাহিত্যকর্মের জন্য প্রাইড অফ পারফরম্যান্স এবং সিতারা ই ইমতিয়াজ সহ বিভিন্ন পুরস্কার পান তিনি। তাঁর লেখা জনপ্রিয় চিত্রনাট্যগুলির মধ্যে অন্যতম ওয়ারিস, সামন্দর, ওয়াক্ত, দেহলিজ, রাত, আপনে লোগ প্রভৃতি। 'মন কি লগন' নামের বলিউডের একটি জনপ্রিয় গানও লিখেছিলেন আমজাদ।

দল যখনই দায়িত্ব দিয়েছে পালন করেছি ঃ গুলাব চাঁদ কাটারিয়া

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ দল যখনই কোনও দায়িত্ব দিয়েছে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে তা পালন করেছি। বললেন অসমের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল ও বিজেপি নেতা গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। রাজস্থান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা গুলাব চাঁদ কাটারিয়াকে রবিবার অসমের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই দায়িত্ব পাওয়ার পর গুলাব চাঁদ কাটারিয়া বলেছেন, দল যখনই কোনও দায়িত্ব দিয়েছে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে তা পালন করেছি। দক্ষতার সঙ্গে এবং কোনও পক্ষপাত ছাড়াই রাজ্যপাল হওয়ার দাযিত্ব পালন করব আমি।

লাদাখের উপরাজ্যপালের ইস্তফাপত্র গৃহীত, কয়েকটি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ লাদাখের উপরাজ্যপাল পদ থেকে রাধা কৃষ্ণ মাথুরের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের নতুন উপরাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে ব্রিগেডিয়ার (ডাঃ) বি ডি মিশ্রকে। এর আগে অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন ব্রিগেডিয়ার (ডাঃ) বি ডি মিশ্র। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অরুণাচল প্রদেশের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল কৈবাল্য ত্রিবিক্রম পার্নায়েক। সিকিমের রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যকে, ঝাড়খণ্ডের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন সি পি

রাধাকৃষ্ণণ, হিমাচল প্রদেশের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন প্রতাপ শুক্লা, অসমের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন গুলাব চাঁদ কাটারিয়া।অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস আব্দুল নাজির। এছাড়াও ছত্তিশগড়ের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছে বিশ্ব ভূষণ হরিচন্দন, এর আগে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন। মণিপুরের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন অনুসূয়া উইকে, নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন লা গণেশন, বিহারের রাজ্যপাল ফাগু চৌহান মেঘালয়ের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন, হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর বিহারের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও মহারাষ্ট্রের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে রমেশ বাইশকে।

বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, প্রাক্তন এই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বিচারপতিও

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁর মনোননয়নপত্র বৈধ হলে এবং তা প্রত্যাহার না করলে তিনিই হচ্ছেন বাংলাদেশের ২২ তম রাষ্ট্রপতি। রবিবার নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের জানান, বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহীবাহী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২২ তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে মো. সাহাবুদ্দিনকে মনোনয়ন প্রদান করেছে। আওয়ামী লীগের সভাপতি, আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সংসদীয় দল তাঁর ওপর গত ৭ ফেব্রুয়ারি যে দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। তাঁর আলোকে তিনি এই মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছেন। মো. সাহাবুদ্দিন পেশায় একজন আইনজীবী। আওয়ামী লীগের বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য। তিনি ১৯৪৯ সালে পাবনা

জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এর আগে জেলা সিনিয়র দায়রা জজ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের একজন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালে পাবনা জেলার স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনি দীর্ঘ তিন বছর কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি বিসিএস বিচার বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সালে জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আইন মন্ত্রক থেকে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োজিত থেকে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত জোটের নেতাকর্মীদের সংগঠিত হত্যা, লুণ্ঠন এবং মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড অনুসন্ধানে দ্রুত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

হার্ট ভাল্ব ডিজিজ-কিছু জরুরী তথ্য

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা,২৯ ফেব্রুয়ারি ঃ হার্ট ভাল্বের রোগ,এই তথ্য তাদের জন্যযাদের ভাল্বেরঅস্ত্রপ্রচার করা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে বা হতে চলেছে। এই তথ্য তাদেরওজন্য যাদের আত্মীয় পরিজন বা বন্ধু কারোর এই অস্ত্রপ্রচার হতে চলেছে। যদিওএই আলোচনা ওতথ্য,একজন ডাক্তারের সঙ্গেযে আলোচনা হবে তার পরিবর্ত নয় এবং যেহেতু প্রত্যেকটি রোগীর অসুস্থতার ইতিহাস ওশারিরিক গঠন আলাদা তাই প্রত্যেকটি রোগীর জন্য আলাদা আলোচনা হওয়াইবাঞ্ছনীয়। তবুওএই সামগ্রিকআলোচনায় সবাই অনেক কিছু জানতে পারবেন যা আপনার ডাক্তারের সাথে আপনার হার্ট ভাল্বডিজিজবাকার্ডিয়াক ডিজিজসংক্রান্ত বেশির ভাগ প্রশ্নের আলোচনা ফলপ্রসূ করবে ও এগিয়ে নিয়ে যাবে। হার্ট ভাল্ব ডিজিজ একটি সাধারণ সমস্যা এবং কার্ডিয়াক সার্জেনরা বহু বছর ধরে এই হার্ট ভাল্বসার্জারি করে চলেছেন। ১৯১৩ সালে প্রথম হার্ট ভাল্বের অপারেশন করা হয়েছিলো যদিও খারাপ ভাল্বের পরিবর্তে ভালো ভাল্ব বসানোর প্রক্রিয়া ১৯৬০ সালের আগে সম্ভব ছিলনা। আনন্দের কথা হলো, এখনকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যুক্ত কৃত্তিম ভাল্বের সাহায্যে রুগীরা আবার আগের মতনই জীবন যাপন করতে পারছেন। আমাদের হৃদযন্ত্র কিভাবে কাজ করে? আমাদের হৃদযন্ত্রেরআকার হল হাতের মুঠোর মতো এবং সেটা থাকে দুই ফুসফুসের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়,

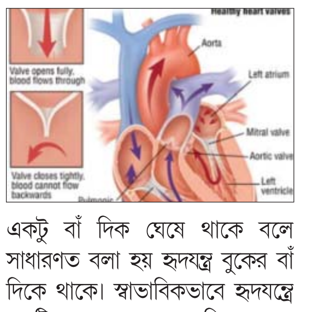

একটু বাঁ দিক ঘেষে থাকে বলে সাধারণত বলা হয় হৃদযন্ত্র বুকের বাঁ দিকে থাকে। স্বাভাবিকভাবে হৃদযন্ত্রে চারটি কক্ষ থাকেডানঅলিন্দ, ডান নিলয়, বামঅলিন্দ, আর বাম নিলয়।এই চারটি কক্ষে চারটি ভাল্ব থাকে যা দরজার মতো কাজকরে। এর কাজ হচ্ছে রক্তের একমুখী প্রবাহকে বজায় রাখা। রক্ত যখন একটি কক্ষের থেকে অপর এককক্ষে যাচ্ছে সেখান থেকে যাতে বিপরীত দিকে যেতে না পারে তার জন্য ভাল্বের গুরুত্ব অপরিসীম।হৃদযন্ত্র দূষিত রক্তকে পরিশোধন করে বিশুদ্ধ রক্ত দেহের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।বিশুদ্ধরক্ত ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি হয় বাঁ দিক থেকে কারণ বিশুদ্ধ রক্ত প্রথমে আসে বামঅলিন্দতে সেখান থেকে বাম নিলয়তে মাইট্রাল ভাল্বের সাহায্যে এবংএরপরএটি যায় মহাধমনীর ভাল্বের(এওর্টিকভাল্ব)মধ্যে দিয়ে মহাধমনী হয়ে শরীরের প্রতিটি কোণায়। ডান দিকে এর উলটোটি হয়। এখানে দূষিতরক্ত প্রথমে আসে ডান অলিন্দতে সেখান থেকে ট্রাইকাস্পিড ভাল্বের সাহায্যে এটি যায় ডাননিলয়তে এবং পাম্পের সাহায্যে পাল্মনিক ভাল্বের মধ্যে দিয়ে ফুসফুসে চলে যায় যেখানে এই রক্তপরিশোধিত হয় এবং এই ভাবেই আমাদের হৃদযন্ত্র কাজ করে।হৃদযন্ত্রের ভাল্বেরপর্দাগুলো বা হৃদযন্ত্রের ভাল্ব টিস্যু দ্বারা নির্মিত। এটি ২৪ ঘঃটা না থেমেকাজ করতে থাকে, শরীর কাজের মধ্যে থাকুক কি বিশ্রামে। এই ভাল্বেরকাজই হচ্ছে রক্তকে এক মুখী করে তোলা। যখন আমাদের হৃদযন্ত্র যে অবিরত রক্তকে পাম্পকরতে থাকে তখন এই ভাল্বগুলো ক্রমাগত দরজার মতো খোলা আর বন্ধ হতেথাকে। এই কারণে এই ভাল্ব সংক্রান্ত অসুখ ধীরে ধীরে দেখা যায়।চারটি ভাল্বের মধ্যে ট্রাইকাস্পিড, পাল্মনারী ও মহাধমনীর ভাল্বের তিনটি করে পর্দা থাকে আর মাইট্রাল ভাল্বেরদুটি পর্দা থাকে।

রাজধানী ঢাকায় বায়ুদূষণ, স্বাভাবিক নিশ্বাস নিতে পারছে না ৪০ শতাংশ শিশু

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি ঃ রাজধানী ঢাকার ১০ বিদ্যালয়ের ওপর করা গবেষণায় দেখা গেছে, যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস ও অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা শ্রেণিকক্ষে আটকে থাকছে। চলতি ফেব্রুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ কমিউনিকেশনএ প্রকাশিত ওই গবেষণা বলছে, রাজধানী ঢাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাঙ্গণ দূষিত বায়ু ও বিষাক্ত গ্যাসে ভরে উঠছে। ঢাকার গুলিস্তান থেকে ঠাঁটারি বাজারের দিকে কিছু দূর এগোলেই নবাবপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়। মূল ফটকের সামনের রাস্তায় যানবাহনের জট আর বাজারের হট্টগোল। স্কুল ভবনের চারপাশেই কাঁচাবাজার আর কারখানা। যানবাহন চলাচলে ধুলা ঢুকছে বিদ্যালয়ের ভেতর। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে। স্কুলে আসা ও যাওয়ার পথে ধুলা খেতে হয়। ক্লাসের মধ্যেও ধুলা আর ধোঁয়ার যন্ত্রণা। কোনো না কোনো ক্লাসের কেউ না কেউ ঠান্ডাকাশিতে ভুগছেই। আগে শীতকালে বাতাস খারাপ থাকত। এখন সারা বছরই ধুলা খেতে হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল সেঃটার ফর ক্লিন এয়ার রিসার্চ, যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায় এসব উঠে এসছে। গবেষণায় বিদ্যালয়গুলোতে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা পিএম১, পিএম ২.৫ ও পিএম ১০ পরিমাপ করা হয়। আর ক্ষতিকর গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেন

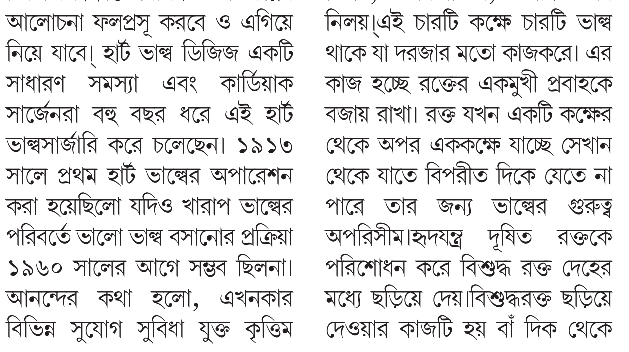

ডাইঅক্সাইড, ভোলাটাইল অর্গানিক ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ পরীক্ষা করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানমাত্রার চেয়ে সর্বোচ্চ প্রায় তিন গুণ (২ দশমিক ৯) বেশি পাওয়া গেছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, ডব্লিউএইচওর মানমাত্রা হচ্ছে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ৪৫ মাইক্রোগ্রাম পিএম ১০ থাকতে হবে, পিএম ২.৫ থাকবে ১৫ মাইক্রোগ্রাম। এর চেয়ে বেশি থাকলে তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। শ্রেণিকক্ষে হেজারডাস বা আপদ পর্যায়ের গ্যাস ও মারাত্মক ক্ষতিকর পর্যায়ের দূষিত বায়ু পাওয়া গেছে। গবেষণা দলের অন্যতম সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক শতাব্দী রায় সাংবাদিকদের বলেন, 'বাংলাদেশে স্কুলগুলোর বেশির ভাগই প্রধান সড়ক ও বাণিজ্যিক এলাকার গলির মধ্যে। যে কারণে বাতাস প্রবাহের জায়গা কম। আবার দূষিত বাতাস সহজে স্কুলে প্রবেশ করে আর বের হতে পারে না। যার শিকার হচ্ছে শিশুরা।' 'আমরা ঢাকার ৪৫২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেরামত এবং সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগ নিয়েছি। সেখানে বাতাস চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা এবং বায়ুদূষণ রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ ছাড়া দেশে নতুন যে বিদ্যালয়গুলো নির্মিত হচ্ছে, সেখানে বায়ুদূষণের বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' যে ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর গবেষণাটি করা হয়েছে, নবাবপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয় সেগুলোর একটি। বাকিগুলো হলো কমলাপুর হাইস্কুল, নিউ মডেল বহুমুখী হাইস্কুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, খিলগাঁও গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, মানিকনগর মডেল হাইস্কুল, আহমেদাবাগ হাইস্কুল ও বাড্ডা হাইস্কুল। গবেষণায় শ্রেণিকক্ষে থাকা ২৫০ জন শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়। নিশ্বাস পরিমাপ করার বিশেষ যন্ত্র ফ্লো মিটার দিয়ে করা ওই পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ শিশু স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারেনি। আর বেশির ভাগ শিশুর বায়ুদূষণজনিত কোনো না কোনো সমস্যা পাওয়া গেছে। দেখা যায়, তারা ঠান্ডা, কাশি, সর্দি, জ্বর, মাথাব্যথাসহ নানা সমস্যায় ভুগছে। দূষিত বায়ু ও গ্যাসের কারণে তাদের ফুসফুস ঠিকমতো কাজ করছে না বলে গবেষকেরা মনে করছেন। ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ছয় মাস ধরে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। প্রতি দুই দিনে একবার চার ঘণ্টা করে বায়ুর মান পরিমাপ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা বাতাসের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে ঢুকছে। বাতাস বের হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জানালা, দরজা ও ভ্যানটিলেশন (ঘুলঘুলি) না থাকায় কক্ষগুলোতে তা আটকে থাকছে।

রাজস্থান বাজেট, নতুন কোনও কর নেই

জয়পুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের বছরের শেষের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শুক্রবার বিধানসভায়

মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ২০২৩-২৪ সালের বাজেট পেশ করেছেন। গেহলট কৃষক, বেকার, কর্মচারী এবং মহিলাদের জন্য ঘোষণার বাক্স খুললেন। এর পাশাপাশি বিগত চার বছরের মতো এ বছরও নতুন কোনও কর আরোপ না করে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গেহলট রাজস্থানকে একটি মডেল রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্য রেখে ২০২৩২৪ বাজেটের মাধ্যমে তাঁর সরকারের রূপকল্প উপস্থাপন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট দশম বাজেট পেশ করার সময়, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজ্যে বিনামূল্যে বিদ্যুতের সুযোগ বাড়িয়েছেন এবং উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে ৫০০ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। এখন ৫০ ইউনিটের পরিবর্তে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবেন গ্রাহকরা। এছাড়া কোভিডএ অনাথ শিশুদের জন্য সরকারি চাকরির ঘোষণা করা হয়েছে। চিরঞ্জীবী স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এই স্কিমের অধীনে, সরকার এখন ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মেডিক্লেম দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এর পাশাপাশি সরকার পরিবারের প্রিমিয়াম বিনামূল্যে করার ঘোষণা দিয়েছে। বাজেটে সর্বোচ্চ প্রত্যাশায় নতুন জেলা ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে কমিটির রিপোর্টের পর রামলুভায়া তা বিবেচনা করবেন বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন গেহলট।

রাজস্থান বাজেট, নতুন কোনও কর নেই

জয়পুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের বছরের শেষের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শুক্রবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ২০২৩-২৪ সালের বাজেট পেশ করেছেন। গেহলট কৃষক, বেকার, কর্মচারী এবং মহিলাদের জন্য ঘোষণার বাক্স খুললেন। এর পাশাপাশি বিগত চার বছরের মতো এ বছরও নতুন কোনও কর আরোপ না করে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গেহলট রাজস্থানকে একটি মডেল রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্য রেখে ২০২৩২৪ বাজেটের মাধ্যমে তাঁর সরকারের রূপকল্প উপস্থাপন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট দশম বাজেট পেশ করার সময়, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজ্যে বিনামূল্যে বিদ্যুতের সুযোগ বাড়িয়েছেন এবং উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে ৫০০ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। এখন ৫০ ইউনিটের পরিবর্তে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবেন গ্রাহকরা। এছাড়া কোভিডএ অনাথ শিশুদের জন্য সরকারি চাকরির ঘোষণা করা হয়েছে। চিরঞ্জীবী স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এই স্কিমের অধীনে, সরকার এখন ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মেডিক্লেম দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এর পাশাপাশি সরকার পরিবারের প্রিমিয়াম বিনামূল্যে করার ঘোষণা দিয়েছে। বাজেটে সর্বোচ্চ প্রত্যাশায় নতুন জেলা ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে কমিটির রিপোর্টের পর রামলুভায়া তা বিবেচনা করবেন বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন গেহলট।

নেপাল সফরে যাচ্ছেন বিনয় কোয়াত্রা

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি দুই দিনের সফরে নেপালে যাচ্ছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা। নেপালের বিদেশ সচিব ভরত রাজ পউডিয়ালএর আমন্ত্রণে তাঁর এই সফর বলে জানা গিয়েছে। ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি দু'দিনের সফরে প্রতিবেশী দেশ নেপালে যাবেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা। নেপালে গিয়ে সে দেশের বিদেশ সচিবের সঙ্গে বৈঠক করবেন বিনয় কোয়াত্রা। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি নেপালে সরকারি সফরে যাবেন। সফরকালে ভারত ও নেপালের বিদেশ সচিবরা দুই দেশের মধ্যে বহুমুখী সহযোগিতার সম্পূর্ণ পরিসর নিয়ে আলোচনা করবেন।

ভগৎ সিং কোশিয়ারির ইস্তফাপত্র গৃহীত, রমেশ বইসকে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল নিযুক্ত করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল পদ থেকে ভগৎ সিং কোশিয়ারির ইস্তফাপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মহারাষ্ট্রের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে রমেশ বইসকে। এর আগে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ছিলেন রমেশ বইস। রবিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল পদ থেকে ভগৎ সিং কোশিয়ারির ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সে রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল রমেশ বইসকে। কখনও মারাঠিদের অপমান, তো কখনও শিবাজী মহারাজকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য। একের পর এক বিতর্কে জড়িয়েছেন ভগৎ সিং কোশিয়ারি। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে তিনি ইস্তফার ইচ্ছাপ্রকাশও করেছিলেন। এরপরই রাষ্ট্রপতির কাছে ইস্তফাপত্র পাঠান কোশিয়ারি, রবিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভগৎ সিং কোশিয়ারির ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে। এদিকে, মহারাষ্ট্রের নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, রাজ্যপাল পরিবর্তন মোটেও মহারাষ্ট্রের পক্ষে নয়, অনেক রাজ্যপালকে বদল করা হয়েছে। শিবাজি মহারাজ এবং সাবিত্রীবাই ফুলে সম্পর্কে তাঁর (কোশিয়ারি) মন্তব্যের কারণে মহারাষ্ট্রের জনগণ প্রায় এক বছর ধরে রাজ্যপাল পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছেন।

করিমগঞ্জে জনতার হাতে আটক চোর

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ করিমগঞ্জে জনতার হাতে ধরা পড়েছে এক চোর। অটো রিক্সায় এক যাত্রীর মোবাইল চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়েছে কুখ্যাত চোর। চুরি করে দৌড়ে পালাতে গিয়ে শেষ রক্ষা হয়নি তার। শহরের শিলচর রোডে ঘাটলাইন এলাকা থেকে তাকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। জানা গেছে, জনতার হাতে ধৃত এই চোর দীর্ঘদিন ধরে মোবাইল, গাড়ির বেটারি, গাড়ির জ্বালানি তেল সহ মানুষের পকেট কাটার মতো অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। অনেক সময় মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে হাত সাফাই করে থাকলেও আজ সেটা করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে প্রায় বছর চল্লিশের কুখ্যাত এই চোর। করিমগঞ্জের লালারচক গ্রামের জনৈক আব্দুল হক জানান, নিউ করিমগঞ্জের স্টেশনের পার্শ্ববর্তী বাবা হোটেল সংলগ্ন এলাকা থেকে করিমগঞ্জ শহরে আসার জন্য তিনি একটি অটো রিকশায় উঠলে যাত্রী সেজে তার সামনের সিটে বসেছিল ধৃত চোর। কিন্তু শহরে পৌঁছার আগে আব্দুল হক তার নিজের পকেট থেকে মোবাইল ফোন উধাও দেখে সন্দেহ জাগে। এর পর ধৃত চোরের পিছু ধাওয়া করে তার কাছে থেকে উদ্ধার হয় মোবাইল ফোন। অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, উত্তমমধ্যম দিয়ে শহরের কুখ্যাত চোরকে করিমগঞ্জের সদর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জানান, এই ঘটনা ছাড়া একাধিক চুরি কাণ্ডের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। আজ হাতেনাতে ধরা পড়েছে।

কোভিডসংক্রমণ ও সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ফের বাড়ছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ১০০'র নীচে নামছেই না, বাড়তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১২৪ জন, স্বস্তির বিষয় হল এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১২৪ জন, মোট আক্রান্তের সংখ্যা হল ৪,৪৬,৮৪,১১৮। দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৮৪৩তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫১,৫২৫ জন করোনা রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭ হাজার ৫৯১ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬২,৯৬,৬২৫। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,২৮,৪৯২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কানাডার আকাশে দেখা মিলল রহস্যময় বস্তু! গুলি করে নামানোর নির্দেশ জাস্টিন ট্রুডোর

অটোয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ আমেরিকার পর এবার কানাডা। এবার কানাডার আকাশে উড়তে দেখা গেল 'রহস্যময় বস্তু'। অপরিচিত ওই বস্তুটি দেখামাত্র তা গুলি করে নামানোর নির্দেশ দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। ট্রুডোর নির্দেশ মতো শনিবারই অপরিচিত বস্তু লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে কানাডা এবং আমেরিকার সেনা। তাদের যৌথ অভিযানে সফল ভাবে বস্তুটিকে আকাশ থেকে নামানো গিয়েছে। ট্রুডো টুইট করে লিখেছেন, ''কানাডার আকাশসীমা লঙ্ঘন করে যে অপরিচিত বস্তুটি ঢুকে পড়েছিল, আমি তা গুলি করে নামানোর নির্দেশ দিয়েছি। কানাডা এবং আমেরিকার বিমানবাহিনীর যৌথ অভিযান সফল হয়েছে।'' প্রসঙ্গত, কানাডার ইউকুন প্রদেশের আকাশে 'রহস্যময় বস্তু'টি উড়তে দেখা গিয়েছিল। তা আসলে কী, খোলসা করেননি প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, কানাডার সেনাবাহিনী নির্দিষ্ট স্থান থেকে ওই বস্তুর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করবে।

সিলিন্ডার ফেটে নয়ডায় দুই শিশুর মৃত্যু, পরিবারের ৪ জন সদস্য দগ্ধ

নয়ডা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের নয়ডায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু হয়েছে দু'টি শিশুর। মৃতদের মধ্যে ১২ বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। সিলিন্ডার ফাটার পর আগুনে দগ্ধ হয়েছেন ওই পরিবারের ৪ জন সদস্য। রবিবার ভোররাতে এই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। মুখ্য দমকল অফিসার প্রদীপ কুমার চৌবে বলেছেন, রবিবার ভোররাতে নয়ডার সেক্টর ৮-এর জে জে ক্লাস্টার এলাকায় একটি কাঁচা বাড়িতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। ভোররাত ২.৫২ মিনিট নাগাদ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের খবর পায় দমকল। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন ও দু'টি জলের ট্যাঙ্কার। সিলিন্ডার ফেটে ও আগুনে দগ্ধ হন একই পরিবারের ৬ জন সদস্য। তাঁদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪ জনের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, মাত্র ১২ দিনের একটি শিশু ও ১২ বছরের একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।

হিমাচলে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের অদূরে ফাঁকা বাড়িতে আগুন

শিমলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলায় আগুন লাগল মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের অদূরে একটি ফাঁকা বাড়িতে। রবিবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে একটি ফাঁকা বাড়িতে আগুন লাগে। দমকলের চেষ্টায় দুই ঘন্টার মধ্যেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই অগ্নিকান্ডে কেউ হতাহত হননি। পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলি সুরক্ষিত রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ভবনটি মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে প্রায় ১৫০-২০০ মিটার দূরে। শিমলার এসপি সঞ্জীব গান্ধী বলেন, আমরা আগুন লাগার নেপথ্যে কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। আমরা সম্ভাব্য সব কারণ খতিয়ে দেখছি। ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়, যার পরে মল রোড, ছোট সিমলা এবং বয়লাগঞ্জ ফায়ার স্টেশন থেকে দমকলের ইঞ্জিন পাঠানো হয়।

পঞ্জিকা

রবিবারের পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

আজ ২৮ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৩, সৌর ২৯ মাঘ, চান্দ্র ২২ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৬ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ২৯ মাঘ ১৪২৯, ভারতীয় সিভিল ২৩ মাঘ ১৯৪৪, মৈতৈ ২২ ফাইরেন, আসাম ২৮ মাঘ, মুসলিম ২১রজব১৪৪৪ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৬১২৫৫ এবং অস্ত বিকাল ০৫২৮২৯। চন্দ্র উদয় রাত্রি ১১১৩৩১(১২) এবং অস্ত সকাল ১০৩৫৪৮(১৩)। কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথি সপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫০২১৪ দং ৫৭৪৩৫ পর্যন্ত নক্ষত্র স্বাতী রাত্রি ১০০৩৩ দং ৪০৪৩৫২.৫ পর্যন্ত পরে বিশাখা। তিথি একাদশী (নন্দা) বিকাল ঘ ০৩১৭২৫ দং ২২২৭৩৭.৫ পর্যন্ত নক্ষত্র মৃগশিরা শেষ রাত্রি ঘ ০৪২৮২০ দং ৫৫২৫৫২.৫ পর্যন্ত পরে আর্দ্রা করণ বিষ্টি বিকাল ঘ ০৩১৭২৫ দং ২২২৭৩৭.৫ পর্যন্ত পরে বব শেষ রাত্রি ঘ ০৪০০১৪ দং ৫৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে বালব যোগ ইন্দ্র দুপুর ঘ ০১১৮৫৮ দং ১৭৩১৩০ পর্যন্ত পরে বৈধৃতি অমৃতযোগ দিন ০৬১৮২২ থেকে - ০৭৪৬৪৯ পর্যন্ত, তারপর ০৯৫৯৩০ থেকে-১১২৭৫৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩০৯০৬ থেকে - ০৪৩৭৩৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬১৩৩৪ থেকে-০৮৪৮৫৩ পর্যন্ত, তারপর ০১৫৯৩০ থেকে - ০৬১৮২২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০১৪০৩৯ থেকে০৩০৯০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮৪৮৫৩ থেকে - ১০৩২২৫ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ১১২৭৫৮ থেকে-১২১২১১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ১০৩২২৫ থেকে-১১২৪১১ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১১৫০০৫ থেকে-০১৪৩০০ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ০৯০৪১৩ থেকে - ১০২৭০৯ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০৩০৪১৩ থেকে-০৪৪১১৭ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৯১৮২৮৭ (২২) ৩ পদ,চন্দ্র ৬৫৬৪০ (৬) ১ পদ, মঙ্গল ১১৪৪৪২৫ (৪) ২ পদ, বুধ ৮২১৫৬৪৫ (২০) ৩ পদ।

আবহাওয়া

পূর্বাভাস মূলত আকাশ পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ ও (৫) সর্বনিম্ন ১৮.৪০ ও (৩) আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৬ এবং বৃষ্টিপাত নেই। জোয়ার সকাল ৭ টা ৪৪ মিনিট এবং রাত ৮ টা ৪২ মিনিট। ভাটা বেলা ১ টা ২৩ মিনিট এবং রাত ১ টা৩২ মিনিট। সূর্য উদয় সকাল ৫ টা ২৬ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৪১মিনিট।

রাশিফল

১ মেষ রাশিঃ বহুদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। সন্তানদের বিবাহের পূর্বে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন। এই রাশির জাতিকাদের আর্থিক উন্নতি সম্ভব।

২ বৃষ রাশি ঃ বড় ধরনের কোনও অঘটনের যোগ নেই। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার ফলে মানসিক অবসাদ।

৩ মিথুন রাশি ঃ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সময়টি শুভ। নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে।

৪ কর্কট রাশি ঃসৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়তি উপার্জনের হদিশ মিলতে পারে।

৫ সিংহ রাশিঃ বেহিসাবি খরচের জেরে ঋণশোধের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

৬ কন্যা রাশি ঃ পাবলিক যানবাহন চালকরা সাবধানে গাড়ি চালান। নচেৎ দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।

৭ তুলা রাশিঃ বহুদিনের কোনও আশাপূরণ হতে পারে। নতুন যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ।

৮ বৃশ্চিক রাশি ঃ সপ্তাহের শেষান্তে কোনও মূল্যবান সামগ্রী হারিয়ে ফেলতে পারেন। আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি

৯ ধনু রাশি ঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন। এতে মানসিক অবসাদ কেটে যাবে।

১০ মকর রাশি ঃ দাঁতের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। পুরনো দিনের কোনও ঋণ এই সময় আদায় হতে পারে।

১১কুম্ভ ঃ প্রাথমিক বিদ্যার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের অমনোযোগিতার ফলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

১২ মীন রাশি ঃ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সপ্তাহের শেষান্তে পরিবারের সঙ্গে ছোটখাটো ভ্রমণের ব্যবস্থা করুন। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় বাড়তি সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

ডানকুনিতে ছেঁড়া হয়েছে সিপিআইএম-র ফ্ল্যাগ অভিযোগ বামেদের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ছড়ায় ব্যাপক উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে হাজির হয় ডানকুনি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বামেদের তরফ থেকে অভিযোগদায় করা হয়েছে ডানকুনি থানায়। শুধু বামেদের নয় তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়েছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বিকৃতি করার অভিযোগ উঠেছে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জয়শ্রী সিনহার গোষ্ঠীর লোকেদের বিরুদ্ধে , কাল কোঅপারেটিভ ভোটের হারের পরে তুমুল তান্ডব চালায় কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ লোকেরা। পতাকা ছেড়ার দাবিতে ডানকুনি টাউনের বাম নেতৃত্ব। রবিবার বিকেল পাঁচটায় ডানকুনি চৌমাথা থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জয়শ্রী সিনহার গোষ্ঠীর লোকেরা এমনটা করেছে বলে অভিযোগ করছেন বাম নেতারা। অন্যদিকে কাউন্সিলর জয়শ্রী সিনহা বললেন এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। কে বা কারা করেছে কি করেছে এই ব্যাপারে আমার কোন কিছুই জানা নেই । কিন্তু তার সমর্থীত প্রার্থীদের হারের পর থেকেই গোটা হাউসিং চত্তর জুড়ে ব্যাপক তাণ্ডব চালাচ্ছে কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠরা এমনটাই দাবি করছেন তৃণমূলের এক অংশ । বামেদের মূলত দাবি যে বা যারা এই কাজ করেছে। তাদেরকে দ্রুততার সাথে অ্যারেস্ট করতে হবে না হলে তারা বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের পথ বেছে নেবেন। এমনকি বামেদের শহীদ বেদী ও ভাঙ্গা হয়। এই ঘটনায় ডানকুনি থানায় এফআইআর দায়ের করেছে বাম নেতৃত্ব। এখনো পর্যন্ত কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারেনি ডানকুনি থানার পুলিশ।

হুগলির কৃষ্ণপুর স্পোটিং ক্লাবের রক্তদান শিবির এবং বৃক্ষ দান কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ হুগলি জেলার গরলগাছা কৃষ্ণপুর স্পোটিং ক্লাবের মাঠে। সেভ ট্রি সেভ ওয়াল্ড-এর হুগলি জেলার সভাপতি সেখ মাবুদ আলী এবং চন্ডীতলা থানার সেভ ট্রি সেভ ওয়াল্ড এর সভাপতি নাদিম হোসেন মল্লিকের উদ্যোগে। তুরস্কের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত মানুষ এবং যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদেরকে স্মরণ করে। এক রক্তদান শিবির এবং বৃক্ষ দান কর্মসূচির অনুষ্ঠান হয়। উপহারের বিনিময়ে নয় জীবনের বিনিময়ে রক্তদান , মোট ১০০ জন মানুষ রক্তদান করেন। ৪০ জন মানুষ কে বিনামূল্যে চশমা প্রদান এবং ৫ জন মানুষের চোখের অপারেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন সেখ মাবুদ আলি। এবং প্রায় ৫০০ জনেরও বেশি মানুষের হাতে গাছ তুলে দেওয়া হয়। প্রকৃতির ভারসাম্য যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে যেভাবে প্রকৃতি থেকে গাছ কমে আসছে। তাই তারা বারবার মানুষের হাতে গাছ তুলে দেয় আজও তার অন্যথা হয়নি। সেভ ট্রি সেভ ওয়াল্ড এর হুগলি জেলার সভাপতি সেখ মাবুদ আলী জানান। তুরস্কের ভূমিকম্পে যে সকল মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং যে সকল বিধ্বস্ত হয়েছেন মানুষজন তাদের উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান। যেভাবে পৃথিবী থেকে গাছ হারিয়ে যাচ্ছে, মানুষ আর বৃক্ষরোপণ করছে না। আমরা মানুষের হাতে হাতে গাছ তুলে দিচ্ছি। এই গাছগুলো মানুষ তাদের বাড়িতে লাগায় এবং পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষায় এই গাছ আগামী দিনে আমাদের পরিবেশ রক্ষায় যাতে কাজে লাগে। আমরা যদি সচেতন না হই। আগামী দিনে আমাদের দেশের জন্যও ভযাবহ দিন আসতে চলেছে।

বাগনানে আগুনে পুড়ল তিনটি দোকান, হতাহতের খবর নেই

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ কিছু দিন আগেই হাওড়া জেলার বাগনানে স্টেশন সংলগ্ন রেজিস্ট্রি গলিতে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল ১৮ টি দোকান। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বাগনানে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তিনটি দোকান। এবারের ঘটনাস্থল বাগনান মানকুর মোড় সংলগ্ন এলাকা। জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় একটি টায়ারে হাওয়া দেওয়ার দোকান, গ্রীল ও চায়ের দোকানে শনিবার রাতে পরপর আগুন লাগে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিযন্ত্রণে আসে। হতাহতের কোনও খবর না থাকলেও, কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দোকানের মালিকেরা। এই আগুন লাগার পিছনে রয়েছে অন্তর্ঘাত। ঠিক এমনটাই মনে করছেন ওই দোকানের মালিকেরা। সেই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন ওই দোকানের মালিকেরা।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এবং মেডিক্যাল হাবের গেটওয়ে হয়ে উঠবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ সেই দিন খুব বেশি দূরে নয় যখন কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অরেঞ্জ লাইনের স্ট্রেচ পর্যন্ত মেট্রো

চলাচল শুরু করবে। এই ৫.৪ কিলোমিটার প্রসারিত খোলার সাথে, অরেঞ্জ লাইনের প্রথম ধাপ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনটি পাঁচটি স্টেশন সহ এই প্রসারিত স্টেশনগুলির মধ্যে একটি হবে। রাজারহাট মেট্রো প্রকল্প হয়ে কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত এই বহু প্রতীক্ষিত প্রসারিত কাজটি চালু হলে, এটি যাত্রীদের জন্য একটি খুব সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থা খুলে দেবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন হবে সড়ক পরিবহনের সাথে মেট্রো নেটওয়ার্কের একটি ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্ট। যেহেতু এই স্টেশনটি কলকাতার অন্যতম ব্যস্ততম ট্রাফিক জংশনের সাথে ইএম বাইপাস, যা রুবি মোর নামে পরিচিত, শহরের মেট্রো নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করবে, তাই এই স্টেশনে লোক সমাগম বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই স্টেশনে নামার পর লোকজন কাছের কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে যেতে পারবে। এই স্টেশনের আশেপাশে সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, শহর বা জেলা থেকে আগত অভিভাবকরা সহজেই তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য এই স্টেশনটি ব্যবহার করতে পছন্দ করবেন। যেহেতু অরেঞ্জ লাইন, ব্লু লাইন এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের শহরতলির লাইন কাভি সুভাষ স্টেশনে যুক্ত হবে তাই হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে আসা যাত্রীরা কাছাকাছি মেডিকেল হাবে চিকিৎসার জন্য শহরে আসা যাত্রীরা অরেঞ্জ লাইন ব্যবহার করবে এবং নামতে পারবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনে। এর জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে সমন্বিত টিকিট ব্যবস্থা চালু করা হবে। কবি সুভাষ স্টেশনে ইন্টারচেঞ্জ করার সময় মেট্রো যাত্রীদের আলাদা টিকিট কিনতে হবে না। এই স্টেশনটি হাজার হাজার পাসপোর্ট আবেদনকারীদের জন্য স্বস্তি এনে দেবে কারণ তারা এখন যানজট ছাড়াই আরামে কাছাকাছি পাসপোর্ট অফিসে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। নবনির্মিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই স্টেশনে ৯ টি এসকেলেটর, ৪ টি লিফট দেওয়া আছে। এগুলি ছাড়াও ১১টি পাবলিক সিঁড়িও থাকবে। যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, এই স্টেশন এলাকাটি ১৮টি ক্লোজ সার্কিট টিভি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় আসবে। যাত্রীদের ঝামেলামুক্ত চলাচল নিশ্চিত করতে এই স্টেশনে ১৩টি কন্টাক্ট গেট স্থাপন করা হয়েছে।হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনে ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্মও থাকবে। পর্যাপ্ত টিকিট কাউন্টার, বসার বেঞ্চ, প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ, মহিলাদের জন্য টয়লেট, ভদ্রমহিলা এবং দিব্যাঙ্গজন, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের সুবিধার্থে জরুরি আলোর সুবিধা, অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর ফ্লোর ইন্ডিকেটর থাকবে। এগুলি ছাড়াও, এই স্টেশনে অত্যাধুনিক ধোঁয়া উত্তোলন, আগুন সনাক্তকরণ এবং দমন ব্যবস্থা রয়েছে।শ্রী কৌশিক মিত্র, CPRO, মেট্রো রেলওয়ে বলেছেন, এই নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনটি ইএম বাইপাসের উপর, যা রুবি মোর নামে পরিচিত, তার সুন্দর সাজসজ্জা এবং প্রশস্ত সংলগ্ন শহরের অন্যতম ব্যস্ততম মেট্রো স্টেশন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় সাড়ে দশ হাজার টাকার জাল নোট সহ ধৃত এক

উজ্জ্বল বংদ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ জয়নগর থানার পুলিশের আবার সাফল্য।জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার জাল টাকা সহ এক ব্যক্তি।জয়নগর সহ আশে পাশের এলাকায় জাল নোটের আনাগোনার খবর আসছিল পুলিশের কাছে। আর এবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে জাল নোট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর সহ আশে পাশের এলাকা থেকে জাল নোট বাজারে ঘোরার খবর ছিলো পুলিশের কাছে।আর তাঁরই তদন্ত নামে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ টিম। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মন্ডল ও সায়ন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার রথতলা এলাকা থেকে রনজিত পাএ নামে এক ব্যাক্তিকে জাল টাকা সহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।ধৃতের বাড়ি মগরাহাট থানার উড়েলচাঁদপুর এলাকায়।ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫০০ টাকার জাল ২১ টি নোট, মোট সাড়ে দশ হাজার টাকা।ধৃতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা আছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।এই জাল নোট কোথায় থেকে আসতো,কি ভাবে আসতো, কতজন জড়িত সব কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

তিলোত্তমায় পারদের ওঠানামা লেগেই রয়েছে, শীতের প্রত্যাবর্তনের আর সম্ভাবনা নেই

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতায় তাপমাত্রার পারদের ওঠানামা লেগেই রয়েছে, রবিবারও উপরের দিকেই ছিল কলকাতার তাপমাত্রা। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে শীত। এ বছর নতুন করে ঠান্ডা পড়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই।

আবহবিদরা জানিয়েছেন, কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা এবার বৃদ্ধি পাবে। তবে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঘন কুয়াশা দেখা যেতে পারে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। চলতি বছর শীতের প্রত্যাবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, ১৩ এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ফের কিছুটা তাপমাত্রার পারদ নামতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আপাতত শুষ্ক থাকবে, বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ দ্বারা ১০৪ জন দালালকে গ্রেপ্তার

মালিগাঁও, ১২ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) গত কয়েকদিন ধরে রেলের টিকিট বেআইনি বিক্রির জন্য পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আরপিএফ তাদের থেকে ৪ ও ৭ ফেবয়ারী, ২০২৩-এ ১০টি রেলের টিকিটও উদ্ধার করেছে।গত জানুয়ারীমাসে, দালালি কার্যকলাপে জড়িত ০৯ জনের মতো ব্যক্তিকে আটক করার সাথে ৩২টি রেলওয়ে টিকিট পুনরুদ্ধার করা হয় যার মূল্য ৭৩ হাজার থেকে অধিক। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৪৩ ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়। একটি ঘটনায়, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩-এ গুয়াহাটির সিআইবি এবং আরপিএফ দল গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বেআইনি এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নজরদারিচেকিং অভিযান চালায়।তাদের চেকিংকালে,তারা দুজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে যারা একটি ট্রেনে নিশ্চিত আসন প্রদান করার আশ্বাস দিয়ে যাত্রীদের একটি গ্রুপ থেকে অতিরিক্ত টাকা দাবি করেছিল।তদন্তের সময়, এটি জানা যায় যে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা রেলের

টিকিট বেআইনিভাবে বিক্রিতথা লেনদেন করছিলেন এবং মোট ০৬টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিটির প্রকৃত ভাড়া ২৯৫- টাকার বিপরীতে৫০০০- অতিরিক্ত টাকা নিয়েছিলেন।এইভাবে, উদ্ধার করা টিকিট জব্দ করা হয় এবং রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩-এর সাম্প্রতিক ঘটনায়,আরপিএফকাটিহারের সিবিআইদল, বারসোইর আরপিএফ দলের সাথে যৌথভাবেসুধানি রেলওয়ে স্টেশনের পিআরএস কাউন্টারে রেলের টিকিটের দালালিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। অভিযানেতারা একজন ব্যক্তিকে আটক করে এবং ৯ হাজারএরও অধিক টাকা মূল্যের ০৪টি পিআরএস কাউন্টার টিকিট উদ্ধার করে। এই বিষয়ে, রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরএর মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ১০৪ জন দালালকে আটক করার সাথে ৩১.৬৬ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের ১১০২টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফরেলের টিকিট বেআইনি বিক্রি রোধ করার জন্য দালালি কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ জর রাখে।রেলওয়ে টিকিট-এর অননুমোদিত সরবরাহ এবং সংগ্রহ রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

লিলুয়ায় দুষ্কৃতি তান্ডব

দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ লিলুয়ায় দুষ্কৃতি তান্ডব, গাড়ি ভাঙচুর। ব্যাপক উত্তেজনা। অনুমান পুরনো শত্রুতার জেরে ঘটনা। সিসি ক্যামেরা পরীক্ষা করে অভিযুক্তদের সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। রবিবার সকালে হাওড়ার লিলুযার বেলগাছিযা সি রোড এবং বামনগাছি ব্রিজে দুষ্কৃতি তাণ্ডবের ঘটনা ঘটে। ভাঙচুর হয় গাড়ি। টোটো চালক এবং যাত্রীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় এলাকায আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুরো ঘটনার তদন্ত নেমেছে লিলুযা থানার পুলিশ। খতিযে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। এই ঘটনা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অভিযোগ পুরানো কোনও শত্রুতার জেরেই এদিন দুষ্কৃতিরা তান্ডব চালায। ঘটনার পর থেকে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রযেছে। অবিলম্বে দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার করতে হবে দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় এক টোটো চালক বাবলু কুমার সাউ এদিন বলেন, অন্যান্য দিনের মতো এদিনও টোটো নিয়ে সকালে বেরিয়েছিলাম। টোটোতে যাত্রীরাও ছিলেন। হঠাৎ বামনগাছি সেতুর কাছে বাইক নিয়ে পাঁচ যুবক আসে। আমার টোটো দাঁড় করায়। ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, বেল্ট ছিল। আমাকে দাঁড় করিয়ে বলে অমিতকে চিনিস। অমিত কোথায় আছে বল। আমি চিনি না বলতেই আমার পকেট থেকে মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নেয়। এসব দেখে টোটোয় থাকা এক যাত্রী ওদের বাধা দিতে গেলে তাঁকে বেল্ট দিয়ে ব্যাপক মারধর করে। তার পর ওরা চলে যায়। একই অভিযোগ করেন রাহুল সিং নামের আরেক গাড়ির চালক। তিনি বলেন, ঘোষপাড়ার কাছে হঠাৎ তিন যুবক বাইকে চেপে এসে গাড়ি থামায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা আমার গাড়ি ভাঙচুর শুরু করে দেয়। এক যুবক বলে আমায় চিনিস আমি বিশাল ঠাকুর। ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তারপর ওরা চলে যায়। দেখি আশপাশের দোকানপাটও ভাঙচুর চালাচ্ছে। সাতসকালে কী কারণে এই তান্ডব চলছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। এই ঘটনা প্রসঙ্গে হাওড়া সিটি পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে দু'দল যুবকের মধ্যে কিছু সংঘর্ষ হয়েছে।

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির কোন্নগরে

বনস্পতি দে, কোন্নগর , ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার ধারসা চন্ডীতলা ম্যাজিক ওনার ওয়েলফেযার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কোন্নগরের কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কানাইপুর হাই স্কুলে সারাদিনব্যাপী বিনা ব্যায়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবির হয় সাথে বিনা পয়সায় সকলকে ওষুধ এবং চশমা প্রদান করা হয়। কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আচ্ছালাল যাদব বলেন মোট ২০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আচ্ছা লাল যাদব, পৌরসভার পৌর প্রধান স্বপন দাস, ডানকুনি পৌরসভার উপপৌর প্রধান প্রকাশ রাহা, ডানকুনি পৌরসভার মেযর ইন কাউন্সিল দেবাশীষ নন্দী, আয়োজক সম্পাদক সুব্রত অধিকারী, সহসম্পাদক রমেন বিশ্বাস এবং সুমন মান্না সহ বিশিষ্ট জনেরা বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসকেরা চক্ষু পরীক্ষা করেন।

আরএন টেগোর হাসপাতালে সফলভাবে করা হল প্রধান ধমনির অস্ত্রোপচার

১২ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহে, শহরটি বিচ্ছিন্ন মহাধমনী (পুরো শরীরে রক্ত সরবরাহকারী প্রধান পাইপ) মেরামত করার একটি অস্ত্রোপচারের অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল। একটি এলপিজি কোম্পানিতে কর্মরত ৪৩ বছর বয়সী মিস্টার সুজন চৌধুরীর ছয় মাস আগে সড়ক দুর্ঘটনার ইতিহাস ছিল যার জন্য তার দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা, কাশি এবং জ্বর ছিল যা তার দৈনন্দিন কাজকর্ম সীমিত করেছিল। হাইপারটেনসিভ রোগী গত ৩রা জানুয়ারি রাতে শ্বাসকষ্ট ও রক্ত মিশ্রিত কাশি নিয়ে ইমার্জেন্সি বিভাগে আসেন। বিশদ তদন্তে একটি জটিল ছেঁড়া গ্রেট আর্টারি (টাইপ বি অর্টিক ডিসেকশন) পাওয়া গেছে যা একটি কঠিন স্থানে উপস্থিত ছিল। জরুরি ভিত্তিতে জীবন রক্ষাকারী অস্ত্রোপচার হিসেবে ধমনী মেরামতের জন্য তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস মেশিন নামে পরিচিত একটি কৃত্রিম হৃদয়ফুসফুস মেশিনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিকে রক্ষা করার কৌশল নিয়ে তার শরীরকে ১৮-ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঠান্ডা করা হয়েছিল। ক্রটিটি ব্যাপকভাবে মেরামত করা হয়েছিল, এবং ক্ষতিগ্রস্ত মহাধমনীর জায়গায় একটি কৃত্রিম নালী স্থাপন করা হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের জন্য হৃৎপিণ্ডটি তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে স্থবির অবস্থায় রাখা হয়েছিল এবং একটি কৃত্রিম হার্টফুসফুস মেশিন প্রায় সাত ঘন্টা ধরে শরীরকে সমর্থন করেছিল। অবশেষে রোগীকে কার্ডিয়াক সাপোর্ট সহ নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ধরনের জটিল মহাধমনী অস্ত্রোপচারের পরে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করা একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল যা অস্ত্রোপচারের দিনেই অনুকূলে এসেছিল। তারপরে, তার হাসপাতালে থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল, এবং অস্ত্রোপচারের পনের দিন পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ অতনু সাহা-সিনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিয়াক সার্জারি-অ্যাডাল্ট, বলেন, অর্টিক ডিসেকশন একটি খুব জটিল অবস্থা এবং এই রোগীর জন্য এটি আরও জটিল ছিল যে এটি একটি টাইপ বি ডিসেকশন ছিল যা রোগীর জীবনকে তাৎক্ষণিক বিপদে ফেলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমরা সফলভাবে অস্ত্রোপচার করার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিয়েছি।এছাড়াও, মিস্টার আর ভেঙ্কটেশ - সিওও নারায়না হেলথ ইস্ট অ্যান্ড সাউথ রিজিয়ন বলেন, আমরা একটি সফল মহাধমনির ব্যবচ্ছেদ অস্ত্রোপচার করেছি এবং এটি একটি জটিল বি ব্যবচ্ছেদ ছিল এবং এই রোগীর জন্য এটি আরও জটিল ছিল যে এটি একটি টাইপ বি ডিসেকশন ছিল যা রোগীর জীবনকে তাৎক্ষণিক বিপদে ফেলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রোগী এখন ভালো আছে। এই জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে করার জন্য আমরা আমাদের ডাক্তারদের দলকে নিয়ে গর্বিত।

ক্যানিংয়ে মহিলা তৃণমূল কর্মীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল এক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর। নিহতের নাম সুচিত্রা মণ্ডল (৪৮)। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়ির অদূরেই আলু ক্ষেতে জল দিতে গিয়েছিলেন সুচিত্রা। কিন্তু অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় তাঁর ছেলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তখনই আলু ক্ষেতের পাশেই সুচিত্রার গলাকাটা রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে সে। এরপরেই স্থানীয়রা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে চলে আসেন। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশও আসে ঘটনাস্থলে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে তাঁকে। ঘটনাস্থল থেকে একটি কোদালও উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে সঠিক কি কারণে খুন সে সম্পর্কে জানা যায়নি। নিহতের পরিবারের দাবি, সুচিত্রা এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী ছিলেন, আর সেই কারণেই তাঁকে খুন করা হয়েছে। তবে এর পিছনে কোনও রাজনীতি আছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে অবশ্য এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব এখনও মুখ খোলেনি।

মথুরাপুরে হয়ে গেল সুন্দরবন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান কাপ ২০২৩

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ খেলাধুলার প্রতি শিশুদের আগ্রহ বাড়ানোর দরকার আছে। আর রাস্তা ঘাটে যে কোনো বিপদ থেকে

নিজেকে রক্ষা করার জন্য ক্যারাটে শেখার প্রয়োজন আছে। ক্যারাটের মধ্যে দিয়ে সেফ ডিফেন্সকে কাজে লাগাতে বর্তমানে বহু শিশুকে তাঁর অভিভাবকেরা ক্যারাটে প্রশিক্ষনের মধ্যে দিয়ে আত্মনির্ভর করার জন্য এগিয়ে আসছে।আর শিশুদের ভালভাবে ক্যারাটে প্রশিক্ষন দিতে এগিয়ে এসেছে সুন্দরবনের মথুরাপুর ক্যারাটে দো মার্শাল টেনিং সেন্টার।এই সেন্টারের প্রশিক্ষক সিহান মিলন গায়েনের উদ্যোগে রবিবার সারাদিন ধরে মথুরাপুর থানার সীতাগাছির মৌসুমি কমপ্লেক্সে হয়ে গেল সুন্দরবন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান কাপ।এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলি সহ আরো অনেকে। মথুরাপুর,মন্দিরবাজার, রায়দীঘি,জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকা থেকে শতাধিক শিশুরা এদিন এই খেলায় অংশ নেন। কাতা ও কুমিতি বিভাগে এদিন এই প্রতিযোগিতার পাশাপাশি প্রশিক্ষন ও দেওয়া হয়। এদিন এই বিষয়ে মথুরাপুর ক্যারাটে দো মার্শাল টেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষক সিয়ান মিলন গায়েন বলেন,বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের খেলা ধূলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ও নিজেদের আত্মরক্ষার দিককে মাথায় রেখে এবং ক্যারাটের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে প্রতিবছরের মতন এবছর ও সুন্দরবন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান কাপ আয়োজন করা হয়েছিল।খুব আগ্রহ নিয়ে শিশুরা অংশ নেন এদিন এই খেলায়। আর আমি চাই এই ক্যারাটে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি শিশুরা আত্ম নির্ভর হোক ও খেলা ধূলার প্রতি আর ও আগ্রহ বাড়ুক।

দাবি আদায়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পথ আটকালেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, বনগা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রায় ২৫ বছর ধরে রাস্তঘাটের অবস্থা বেহাল। অভিযোগ জানিয়েও বিশেষ লাভ হয়নি। এবার রাস্তার দাবিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পথ আটকালেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ শুনে রাস্তার টাকা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন বিজেপি সাংসদ তথা মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। জানা গিয়েছে, বনগাঁ ব্লকের গাড়াপোতা পঞ্চায়েতের চাঁদা জামতলা এলাকায় একটি রাস্তা বেহাল। প্রায় ২৫ বছর ধরে একাধিকবার ভোট এসেছে। প্রতিশ্রুতিও মিলেছে রাস্তা মেরামতির। কিন্তু লাভ হয়নি। রাস্তা তৈর হয়নি। তাই রবিবার নিজেদের দাবি পূরণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের কনভয় থামালেন গ্রামের বাসিন্দারা। এদিন বনগাঁ বাগদা সড়ক ধরে যাচ্ছিলেন শান্তনুবাবু। মহিলারা পথ আটকালে গাড়ি থেকে নামেন তিনি। তাঁর সামনে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি, পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। কিন্তু ওই এলাকায় ভোটে জিতেছে বিজেপি। সেই কারণে পঞ্চায়েত কোনও কাজ করছে না। মহিলাদের অভিযোগ, গত ভোটে এলাকায় জিতেছিল বিজেপি। তাই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে না। দাবি পূরণ না হলে ভোট বয়কটের ডাকও দেন তাঁরা। অভিযোগ শুনে রাস্তার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। পাশাপাশি পঞ্চায়েতকে নিশানা করলেন তিনি। এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলেন, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। তাই রাস্তা করতে পারছি না।

উত্তরপাড়ায় তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা শিঞ্জিনী সাংস্কৃতিক সমারোহে তিন দিনব্যাপী ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারি মাখলা শিঞ্জিনীর পরিচালনায় তিন দিনব্যাপী নৃত্য সংগীত ও নাট্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন উচ্চাঙ্গ নৃত্য লোকসংস্কৃতি নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয় গণেশ বন্দনার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে বিশেষ উচ্চাঙ্গ নৃত্য পরিবেশন করেন বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক উচ্চাঙ্গ নৃত্যশিল্পী তন্ময়ী চক্রবর্তী সঙ্গে ছিল অসাধারণ সন্তুর ও তবলা পরিবেশনা। পরিচালনায় আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট বহু পুরস্কার প্রাপ্ত উচ্চাঙ্গ নৃত্য পরিচালক কেয়া চন্দ শেষ দিনে অসাধারণ উচ্চাঙ্গ নৃত্য পরিবেশন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উচ্চাঙ্গ নৃত্য পরিচালক কেয়া চন্দ। এইসঙ্গে ছোটদের রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করা হয় সন্তুর সেতার শিল্পীরা উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় বিজযীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠান সমাপ্তির আগে শিঞ্জিনীর পরিচালনায একটি সুন্দর নাটক পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন শিঞ্জিনীর সম্পাদক তপন চক্রবর্তী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ নৃত্য পরিচালক শ্রীমতি কেয়া চন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান উত্তরপাড়ার গণভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

মিডডে মিল বাড়ি নিয়ে যেতে পড়ুয়াদের চটের ব্যাগ দিল স্কুল

দুরন্ত বার্তা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ পুষ্টি জোগানে স্কুলে পড়ুয়াদের খাওয়ানো হয় রান্না করা মিডডে মিল। কিন্তু, অনেক সময় স্কুলে বসে না খেয়ে পড়ুয়ারা প্যাকেটবন্দি করে বাড়ি নিয়ে যায় । বিশেষত শহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে। ব্যতিক্রম নয় কলকাতা পুরসভার ১১৯ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত বেহালা গার্লস হাইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগও। পরিবেশের উপর প্লাস্টিক ব্যবহারের কুপ্রভাব নিয়ে অবিরাম সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা সত্ত্বেও পড়ুয়ারা নিয়ে আসে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ।মিডডে মিলের গরম খাবার ভরে নিয়ে যায়। তাই পড়ুয়াদের অভ্যাসের বদল ঘটিয়ে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করে সচেতনতা গড়ে তুলতে অভিনব উদ্যোগ নিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিক বিভাগের পাঁচ শতাধিক পড়ুয়ার হাতে তুলে দেওয়া হল চটের এই ব্যাগ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৭৪ সংখ্যা, সোমবার, ২৯ মাঘ, ১৪২৯

আইনশৃঙ্খলায় রাজ্যপাল

সম্পাদকীয়

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারে রাজ্যপাল বলেছেন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে তিনি বলেছেন, তাঁর রাজ্যের ব্যাপারে তিনি নিজে বিষোদ্গার করতে পারেন না। রাজ্যটা পরিচালিত হয় তাঁর নামে। প্রশাসন তাঁর নাম করেই পরিচালনা করে থাকে। রাজ্যের মধ্যে যদি কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে তাহলে তার দায় তাঁর রয়েছে। দেখতে হবে কেন সেই অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটল। তার সমাধান কোন পথ ধরে করতে হবে। প্রশাসনিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে সেই অবাঞ্ছিত ঘটনার সমাধান করতে হবে। কোনও রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্যপাল চলে না। আগেকার রাজ্যপাল ধনকরের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত গেলেই ছিল। তা কিন্তু রাজ্যপাল আনন্দ বোস চান না। তিনি আগে নিজে স্থির হবেন যে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটানো হয়েছে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে তাহলে তার সমাধান করতে হবে। দেখতে হবে কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত এই এধরনের অবাঞ্চিত ঘটনাটি ঘটতে বাধ্য হয়েছিল। প্রশাসন দিয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে। সব সময়ে পুলিশ প্রশাসন দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায় না। সেখানে আবার মানবিক সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। মানবিক সহায়তা না থাকলে বহু জটিল সমস্যার সমাধান করা একেবারে অসম্ভব। রাজ্যপাল কেন্দ্রের প্রতিনিধি হলেও তিনি কিন্তু রাজ্যের একটি অঙ্গ। তাঁকে বাদ দিয়ে রাজ্য সরকার একপাও চলতে পারে না। রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য শাসন কর্তা। তার নাম করেই প্রশাসন চলে। ফলে রাজ্যের বদনাম মানেই তাঁর বদনাম। রাজ্যের সুনাম মানেই তার সুনাম। বদনাম হলে রাজ্যপলাকে তার বক্তব্য পেশ করতে হবে কেন্দ্রের কাছে আবার সুনাম হলেও কেন্দ্রকে তথ্য দিতে হয়। কেন্দ্র রাজ্যের সেুতর কাজ করে থাকেন রাজ্যপাল। সরকারের সঙ্গে যখন বিরোধী দলের মতের মিল হচ্ছে না অমিল হতে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক সংর্ঘষে পরিণত হতে শুরু করেছে তখন তাকে শক্ত হাতে সমন্বয় সাধন করাই হচ্ছে রাজ্যপালের কাজ। রাজ্যের পরিবেশকে সুস্থ রাখারই রাজ্যপালের প্রধান ভূমিকা। রাজ্যের পরিস্থিতি যদি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকে তাহলে তাকে শান্ত করতে রাজ্যপাল নিশ্চিত সবার সঙ্গে আলোচনা করেই মত গ্রহণ করবেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যখন চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে রাজ্যপালের ওপরে তখন রাজ্যপাল বলেছেন সব দিক বিবেচনা করে এর সূত্রকে খুঁজে বের করতে হবে। মূল থেকে রাজ্যের অশান্তিকে দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নাহলে কিন্তু তার সমাধান করা একেবারে অসম্ভব। রাজ্যপালকে বয়কট করে কোনও রাজ্য চলতে পারে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগের ফাইলটা কিন্তু রাজভবনে এখনও রয়েছে। সেটা এখন ক্লোজ চ্যাপ্টার হয়ে গিয়েছে। প্রকাশ্যে আসছে না। যতদিন ধনকর রাজ্যপাল ছিলেন ততদিন তাঁরে রাজ্যে বিশাল হট্টগোল দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। সেখানে বর্তমান রাজ্যপাল আনন্দ বোস অনেকখানি মানিয়ে নিয়ে রাজ্যকে শাসন করতে শুরু করে দিয়েছেন। ধীর স্থির গতিতে সব কিছুকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন।

আর্থিক সমস্যায় পাক সরকার

আর্থিক সমস্যায় পড়েছে পাক সরকার। তারা এখন এর হাত থেকে রেহাই পেতে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অর্ত বাণ্ডারের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আইএমএফ সাতশো কোটি টাকা ঋণ দিলেই তবে খানিকটা পাক সরকার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। তবে এই ঋণ গ্রহণ করলে জনগণের ওপরে ১৭ হাজার কোটি চাকা করের চাপ পড়বে। তাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই। জনগণ প্রায় কেউই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারবে না। জ্বলানি এবং পেরেটা পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তবুও কিন্তু পাকিস্তান সরকারের আর্থিক অবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে আইএমএফের ঋণের খুবই প্রয়োজন। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অবস্থা চরম আকার ধারন করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে আইএমএফের একদল প্রতিনিধি ইসলামাবাদ সফর করে ফিরে গিয়েছেন। আগামি দিনে তাদের সঙ্গে আবার ভার্চুয়াল মিটিং রয়েছে। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। আইএমএফের শর্ত মেনে ঋণ নিতে হবে। তেল থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ওপরে কর বৃদ্ধি করতে হবে। ভর্তুকি প্রায় তুলে দিতে হবে। পাকিস্তানের এই আর্থিক দুর্দিনে চিন অবশ্য পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তারা সরে গিয়েছে। ভারত যদিও বলেছিল যে আর্থিক সহায়তা করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে তাতে কিন্তু ভারতের ব্যাপারে কোনও রকম আগ্রহ দেখায়নি পাক সরকার। পাকিস্তান সরকার ভারত বিদ্বেষের পথ ধরে এগিয়ে চলার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান পাক প্রধান মন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বেশি করে ভারত বিরোধী কথা বলতে শুরু করেছেন। তিনি খানিকটা বাধ্য হয়েই এই কথা বলছেন। কারণ তাঁর পাশে রয়েছেন বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো। যিনি মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেই ভারতের কাশ্মীর নীতির সমালোচনা করেছিলেন। এমনকী তিনি আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের কাশ্মীর পরিস্থিতির কথা ব্যক্ত করে সেখানে গণভোট গ্রহণ করার পক্ষে সায় দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা কোনও অধিকার দিল্লির নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু এদিকে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারতের হয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন যে এখন পাকিস্তান সরকারের যা পরিস্থিতি তার হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে ভারতের সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হরায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

সারা বিশ্বকে চিনা আতঙ্ক থেকে মুক্তি দিল আমেরিকা

রবীন্দ্রকুমার শীল্

সারা বিশ্বকে চিনা আতঙ্ক থেকে মুক্তি দিল আমেরিকা। যেভাবে চিন বারবার হুমকি দিতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাইওয়ানে আমেরিকার স্পিকার ন্যান্সি সফরকে কেন্দ্র করে চিনা যেভাবে যুদ্ধের পরিস্থিতি তুলে ধরতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল যে যেকোনও সময়ে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ লাগলো না। চিনা তাইওয়ানকে ঘিরে নৌমহড়া করলো, ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করলো তারপরে আবার চিন নিজেদের গুটিয়ে ফেলল। এটাই হল চিনের দৌড়। সেখানে কিন্তু আমেরিকার জাপান থেকে নৌ জাহাজ নিয়ে এসে একেবারে চিনের সীমান্তে এবং চিন সাগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আমেরিকার স্পিকার ন্যান্সিকে দেওয়া হয়েছিল কড়া নিরাপত্তা। তার ফলে চিন কোনও কিছুই করতে পারেনি। আমেরিকার দেখছিল চিন কতখানি দৌড়তে পারে। তারপরে তার রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। কিন্তু বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতে পারেননি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সেই কারণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বিশ্বের কোনও নেতা ব্যবসা সরকার কথা ভাবছেন? আমি তো কারোর কথা ভাবতে পারছি না।' ব্যস এইটুকু বলাতে একেবারে ক্ষিপ্ত চিনের প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে সঙ্গে চিনের বিদেশ মন্ত্রী বাইডেনের এই ধরনের মন্তব্যকে দুর্ভাগ্যনজক বলেছেন। তিনি বলেছেন, শি জিনপিং সম্পর্কে যা বাইডেন বলেছেন তা কিন্তু একেবারে বাঞ্ছনীয় নয়। তারা আমেরিকার কাছ থেকে এই রকম আশা প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু বাইডেন যে বাধ্য হয়ে সেচা বলেছেন এটা বলা যেতেই পারে। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন খুবই ঠাণ্ডা মাথার লোক। তিনি খুবই সতর্ক হয়ে পা ফেলেন। চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বারবার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিতে শুরু করে ছিল আমেরিকাকে। তাতে আমেরিকার চুপ করেছিল। এতদিন কোনও বাড়তি কথা বাইডেন বলেননি চিনা প্রেসিডেন্টের সম্পর্কে। এবারে কিন্তু বেলুন কূটনীতি চিন আমেরিকার অবস্থানকে একেবারে স্পষ্ট করে দিল। আমেরিকার পরিস্কার করে বলে দিল যে তারা বাড়াবাড়ি কারটা একোবরে পচ্ছন্দ করে না। চিন তার নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থেকে নিজেদের কথা চিন্তা করুক। কারেরা ব্যাপারে তারা যেন অযথা নাক বা মাথা না গলায়। চিনের চর বেলুন আমেরিকার আকাশে বিনা অনুমতিতে উড়তে থাকবে সেটা আমেরিকার কেন কোনও ছোট দেশও তা মেনে নিবে না। চিনকে একন সংযত হয়ে চলতে হবে। করোনা ভাইরাস বিশ্বে ছড়ানোর দায় চিনের ওপরে বর্তাতে শুরু করে দিয়েছে। তাতে চিন কোনও কথা বলতে পারছে না। চিনের

উহান গবেষণাগার থেকে করোনা ভাইরাস বিস্ফোরিত হয়ে বাতাসে মিশে যাওয়ার ফলে সারা বিশ্ব আক্রান্ত হতে থকে। প্রথমে চিন দেশে করোনা দেখা দিলেও তা চিন বাইরের জগতে একেবারে জানায় না। পরে বাইরে জগত যখন সংক্রমিত হতে শুরু করলো তখন তারা করোনা সম্পর্কে সতর্ক হল এবং তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য টিকা আবিস্কার করলো। টিন যে তাদের নির্দিষ্ট সীমা থেকে ক্রমশ সরে দিয়ে বেপরোয়া হওয়ার চেষ্টা করছিল তাতে একেবারে ক্ষেপনাস্ত্র মেরে দিল আমেরিকা। বলতে গেলে চিনকে একেবারে জব্দ করে দিল। বিশ্বের সবাই দেখতে পেল আকাশে চিনের বেলুন আমেরিকার ক্ষেপনাস্ত্রে একেবারে ভূপাতিত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। ভারত এতকাল ধরে চিনের ভয়ে মুখ দিয়ে কোনও কথা বলতে পারছিল না। কিন্তু এবারে ভারত খানিকটা সাহস পেল। চিন এবারে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে গোটাতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ চিন কতখানি শক্তিশালী তা খবর নিয়ে নিয়েছে আমেরিকা গুপ্তচর মারফৎ। তার ফলে তারা এখন আর চিনকে বেশি পাত্তা দিতে একেবারে রাজি নয়। আমেরিকা না থাকলে হিটলারের হাত থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করা খুবই কঠিন ছিল এটা কিন্তু বিশ্বের কোনও কমিউনিস্ট নেতারা স্বীকার করেন না। তারা একটি কথা বলে হিটলার ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটেছে। হিটলারকে দমন করতে পেরেছিল একমাত্র আমেরিকা। আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে না নামলে কিন্তু রাশিয়া দেশটা একেবারে মানচিত্র থেকে নষ্ট হয়ে যেত। বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা মনে করে রাশিয়া খুবই শক্তিশালী। ব্রিটেন, রাশিয়া এবং আমেরিকা তিন শক্তি যদি মিলিত না হয়ে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না নামতে পারতো তাহলে রাশিয়া কবেই ভগ্নস্তুপে পরিণত হতো। আমেরিকা ছিল বলে রাশিয়া বেঁচে গিয়েছে। এবারে চিনের হাত থেকে তাইওয়ানকে রক্ষা করা এবং কোরিয়াকে দমন করার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি পরিস্কার করে এবার চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে বলেছিলেন কোয়িরাকে সংযত হতে। কিন্তু কোরিয়া তা শুনতে একেবারে রাজি নয়। তারা একের পর এক ভারি ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা তার নিজের দেখতে রক্ষা করতে পারবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু তার সঙ্গে যে সব দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে আমেরিকাকে। তার ফলে আমেরিকার ওপরে একটি বড় দায়িত্ব এসে উপস্থিত। সেই দায়িত্ব পালন করার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। সেই কারণে আমেরিকা এখন চিনকে প্রত্যক্ষ হুমকি দেখালো। পরে জোরালো হুমকি দেখতে পারে আমেরিকার কাছ থেকে। বিজ্ঞানে চিন আমেরিকার চেয়ে বড় নয় সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে আধুনিক মরণাস্ত্র আমেরিকার কাছে বেশি রয়েছে তা প্রয়োগ করতে তাদের বেশি সময় লাগবে না। আগ্রাসী চিনকে দমন করতে এটাই যথেষ্ট বলে মনে করছে আমেরিকা সরকার। চিন যেভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সামরিক বিজ্ঞানে পিছিয়ে রয়েছে সেটা কিন্তুচমর সর্বৈভৌম রক্ষা করার ক্ষত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে ভবিষ্যতে।

আমেরিকার বেলুন কূটনীতিতে চিন পরাস্ত

ভারতের চিন নীতি কী হবে তা সিদ্ধান্ত করতে পারছে না বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রক মনে করছে যে চিন নীতি নিয়ে তারা মধ্যপথ অবলম্বন করবে। কিন্তু কতদিন মধ্যপথকে অবলম্বন করে থাকা চলবে তা বলতে পারছে না। একটি সময়ে তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। চিনের পক্ষে না হলে বিপক্ষে পথকে অবলম্বন করেই এগোতে হবে। চিন চাইছে ভারত পুরোপুরি পশ্চিমীদের ত্যাগ করে তাদের দিকে ভারত ঝুঁকে পড়ুক। কিন্তু ভারতের শিল্পপতিরা তা করতে একেবারে নারাজ। তার ওপরে রয়েছে ১৯৬২ সালের ক্ষত। তখন এই আমেরিকা ভারতের উদ্ধারকর্তা হয়ে এগিয়ে এসেছিল। আজকে চিনের বাড়বাড়ন্ত তার মূলে রয়েছে আমেরিকা। কারণ এক সময়ে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিক্সন কালে আমেরিকার স্টেট মিনিস্টার ছিলেন হেনরি কিসিংগার। তিনি চিনকে খোপ থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ পাইয়ে দিয়েছিলেন। এই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পদ গ্রহণ করার অধিকার অর্জন করেছিল ভারত। কিন্তু তখন ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ভারতকে রুখে দিয়ে চিনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী সদস্য পদে জন্য ভোট দিয়েছিলেন আমেরিকা। তখন ভেবেছিলেন চিনের সঙ্গে আমেরিকা যদি বাজার তৈরি করতে পারে তাহলে আমেরিকা বিশাল রকমের বিত্তশালী হয়ে উঠবে। মার্কিন শিল্পপতিরা চিন দেশে গিয়ে বড় বড় শিল্প গড়তে শুরু করলো। চিন নাগরিকদের ভিসা এবং আমেরিকার চাকরি পাওয়ার পথ তৈরি করে দিলেন হেনরি কিসিংগার। তার ফলে চিন উড়তে শুরু করে দিল। চিন নিজেকে শক্তিশালী করতে শুরু করলো এবং আমেরিকার ওপরে খবরদারি করতে থাকলো। চিনের স্বভাব হচ্ছে কামড় দেওযা? সেটাকে একেবারে ত্যাগ করতে পারলো না। চিন ভারতকে কামড় দিয়েছে। চিনের আর কারোর ওপরে কিন্তু এতখানি রাগ নেই যা ভারতের ওপরে রয়েছে। চিনের রাগ রয়েছে আমেরিকার ওপরে। চিন জানে তাদের একার শক্তিতে আমেরিকাকে পরাস্ত করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে উত্তর কোরিয়াকে চিন পাশে

নিয়েছে। কিম এখন চিনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। চিন যা বলছে কোরিয়া তাই করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আমেরিকা একন দক্ষিণ কোরিয়াকে অস্ত্র দিয়ে শক্তিশালী করতে শুরু করে দিয়েছে। এমনকী ইদানিং দক্ষিণ কোরিয়র সঙ্গে ক্ষেপনাস্ত্র মহড়া দিতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকার সেনারা। তারা এখন চিনকে পরিস্কার করে বলে দিচ্ছে এতদিন আমেরিকা বহু সহ্য করেছে। আর বেশি দূর এগোতে দেওয়া সম্ভব নয়। রাশিয়ার হাত ধরে চিন একবার এগোতে শুরু করে দিয়েছিল। ইউক্রেন রুশ যুদ্ধে চিন সুবিধা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু আমেরিকা এবং ব্রিটেন যে কাচা কাজ করে না সেটা কিন্তু চিন বুঝতে পারেনি। তার ওপরে আমেরিকার নেটো শক্তি রয়েছে। ফলে চিনকে আজকে বেশ সমঝে চলতে হচ্ছে। আমেরিকা বলেছে চিন ভারতেরওপরেও বেলুন ছেড়ে ছিল। ভারতের বহু ছবি তারা তুলে নিয়ে গিয়েছে। ভারত আগ বাড়িয়ে চিনের সঙ্গে তা নিয়ে ঝগড়া করতে চায়নি। চিন ইচ্ছা করেই সীমান্ত সমস্যা টিকিয়ে রেখে দিয়েছে যাতে ভবিষ্যতে তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। যতবারই ভারত বলতে চেষ্টা করছে যে চিন সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে ততবাই চিন বাগড়া দিয়েছে। ততই চিন সীমান্ত নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে। গালওয়ানের দিকে চিন নজর ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে। দোলনা বৈঠক সফল হয়নি সেটা প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরে গিয়েছেন। বেলুন কূটনীতির ফলে গোটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। চিন যেসব অস্ত্র দেখিয়ে সারা বিশ্বাকে দমন করে রাখার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল সেখানে ক্ষেপনাস্ত্র মেরে ফুটো করে দিয়েছে আমেরিকা। ফলে চিনের কাছে এটা একটি সম্মানহানিকর ঘটনা বলে মনে হয়েছে। সেই কারণে তাতে মেরামত করতে চিন হুমকি দিয়ে রেখেছে আমেরিকাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। কী ধরনের ভল ভোগ করতে হবে তা অবশ্য চিন সাহস করে বলেনি। তবে আমেরিকা যে প্রস্তুত চিনের ব্যাপারে সেটা বুঝতে পারা গিয়েছে। তারাও প্রস্তুত ড্রাগনের সঙ্গে সম্মুখ লড়াই করতে। চিনের সেনারা ক্রমশ হীনবল হতে শুরু করে দিয়েছে সেই খবর আগেই সিআইএ এর হাতে এসে গিয়েছে। চিন হাল্কা অস্ত্র দিয়ে আমেরিকার মতো ভারি অস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না বলে সে একন রাশিয়ার হাত ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। কিন্তু চিনকে বাঁচতে গেলে আগ্রাসন নীতি ত্যাগ করতে হবে এই বার্তা দিয়ে রেখেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এটাকে এড়িয়ে যেতে পারছে না ভারত সরকার। তবে ভারত সরকার এখন বেলুন কুটনীতি কত দূর পর্যন্ত যায় তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অপেক্ষা করছে ফলাফলের জন্য।

তাজমহল,শ্বেতপাথরে লুকিয়ে থাকা অশ্রু

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ইতিহাসকে কে ভুলতে পারে। আর সেই ইতিহাস যদি সামনে চলে আসে, বা আপনি যদি সেখানে বেড়াতে যান, তবে তো মনে পড়েই যাবে ইচিহাসের সেই সমস্ত পুরানো কথা। যেমন- গাইডের মুখে শুনতে শুনতে পথ চলার এই কাহিনী। তিনি বললেন- জুন মাসের ১৭ তারিখ, সন্তান প্রসবের পর তরতাজা রক্তের বন্যায় ভেসে যেতে যেতে মারা গিয়েছিলেন মাত্র ৩৮ বছর বয়সী রাজমহিষী আরজুমান্দ বানু বেগম। জানা যায়, আগ্রা থেকে হাতির পিঠে দুর্গম পথে যাত্রা করে প্রায় ৫০০ মাইল অতিক্রম করে অতিমাত্রায় শ্রান্ত, অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যুর আগে ৩০ ঘণ্টা প্রসববেদনার নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রতিটি মুহূর্তকে অসম্ভব দীর্ঘ মনে হচ্ছিল তাঁর। অবশেষে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু এসে তাঁকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিল। মৃত্যুর খানেক আগে সম্রাটকে উপহার দিয়ে গেলেন চতুর্দশ সন্তান। ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে ৩৮৯ বছর আগে, ১৬৩১ সালের ১৭ জুন।

সম্রাট শাহজাহানের প্রধান উজির আবু হাসান আসফ খানের রূপসী কন্যা আরজুমান্দ বানু বেগম জন্মেছিলেন ১৫৯৩ সালের ২৭ এপ্রিল, আগ্রায়। তাঁদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন ইরান থেকে। আরবি ও ফারসিতে চমৎকার দখল ছিল তাঁর। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র, বাদশা আকবরের পৌত্র যুবরাজ খুররম প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়েন এই বিদুষী কিশোরীর। দুজনার মধ্যে বাগদান সম্পন্ন হয় ১৬০৭ সালের ৩০ জানুয়ারি। যুবরাজ খুররমের বয়স ছিল তখন ১৫। আর আরজুমান্দ বানুর ১৪। তখনো যুবরাজ খুররমের নাম শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান হয়নি। আর আরজুমান্দের নাম হয়নি মুমতাজ মহল। বাগদানের পর বিয়ের জন্য দুজনকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও পাঁচটি বছর। যুবরাজ খুররমের জন্য স্ত্রীবিহীন এত দীর্ঘ সময় কাটানো সম্ভব নয়। তাই তিনি এর মধ্যে বিয়ে করেন কান্দাহারি বেগমকে। কান্দাহারি বেগম যুবরাজের প্রথম স্ত্রী।

এদিকে আরজুমান্দ ও যুবরাজ খুররমের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে দরবারে সব খ্যাতিমান রাজজ্যোতিষীকে তলব করা হয়েছে। তাঁদের ঠিক করা দিনে, ১৬১২ সালের ১০ মে আরজুমান্দ বানু বেগমের সঙ্গে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধিপতির দ্বিতীয় বিয়ে সম্পন্ন হয়। আরজুমান্দ বানু বেগমের বিয়ের পর তাঁকে অভিষিক্ত করা হয় মুমতাজ মহল নামে। মুমতাজ মহল ছিলেন যুবরাজ খুররমের দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম এবং শেষ নন। দ্বিতীয় বিয়ের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুমতাজ মহলের বর্তমানে পুনরায় বিয়ে করেন যুবরাজ। খুররমের তৃতীয় জায়ার নাম

ইজ উন নিসা বেগম।

১৯ বছর বয়সে বিয়ের পর ১৯ বছরের বিবাহিত জীবনে মোট ১৪ সন্তানের মা হন আরজুমান্দ ওরফে মুমতাজ মহল। আট পুত্র ও ছয় কন্যার মধ্যে সাত সন্তানেরই মৃত্যু হয় শিশু বয়েসে। ১৪তম সন্তান ছিল কন্যাসন্তান, তাঁর নাম রাখা হয় গৌহর বেগম। জন্মের সময় তাঁর মা মারা গেলেও গৌহর বেগম বেঁচেছিলেন দীর্ঘ ৭৫ বছর। মুমতাজ মহলের মৃত্যু হয় মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুরে, আগ্রা থেকে প্রায় ৫০০ মাইল দূরে। সম্রাট শাহজাহান এমন দীর্ঘ ও দুর্গম পথে আসন্নপ্রসবা মুমতাজকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। সে বছর ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে অস্থায়ীভাবে জয়নবাদের বাগানে সমাধিস্থ করা হয়।

মুমতাজ মহলের গর্ভজাত জীবিত চার পুত্রসন্তানের মধ্যে দিল্লির মসনদ এবং ময়ূরসিংহাসনের দখল নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে একে একে খুন হন দারা শিকো, শাহ সুজা ও মুরাদ বক্স, এই তিন সহোদর। সে এক রক্তাক্ত নির্মম ইতিহাস। ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়ী হন আওরঙ্গজেব, ষষ্ঠ মোগল সম্রাট। প্রায় অর্ধশতক দিল্লির মসনদের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন তিনি। প্রিয়তমা স্ত্রীর মর্মান্তিক অকালমৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে দ্বিতীয়বারের মতো সমাধিস্থ করেন তাজমহলের এক কামরায়। ভালোবাসাকে বন্দী করেন শ্বেতপাথরের বিশাল অট্টালিকার চার দেয়ালে। তার কিছুদিন পর সম্রাট নিজেই বন্দী হন তাঁরই ঔরসজাত পুত্র আওরঙ্গজেবের হুকুমে। বন্দী থাকাকালে ১৬৬৬ সালের ২২ জানুয়ারি ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন সম্রাট শাহজাহান, স্ত্রী মুমতাজ মহলের মৃত্যুর প্রায় ৩৫ বছর পর। তাজমহলের সৌন্দর্যের তোয়াক্কা না করে আওরঙ্গজেব প্রয়াত পিতাকে তাজমহলেই সমাহিত করেন।

পঞ্চম মোগল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং ষষ্ঠ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মা, মুমতাজ মহলের জন্য এতটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট ছিল। তারপরও সবকিছু ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে ভালোবাসার অনন্য এক নিদর্শন শ্বেতপাথরের বিশাল অট্টালিকা বুকে ধারণ করে এখনো বেঁচে আছেন মুমতাজ মহল লাখোকোটি প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরে, যাঁদের অনেকেই হয়তো জানেন না যে মুমতাজ মহলের ১৯ বছরের বিবাহিত জীবনের প্রায় পুরোটাই কেটে গেছে শুধু সন্তান ধারণে এবং বেদনাদায়ক প্রসবের এক কষ্টকর জীবন নিয়ে। ঐশ্বর্যে মোড়া সে জীবনের কাহিনি লেখা আছে তাজমহলের প্রতিটি পাথরে। ভরা পূর্ণিমায় কান পাতলেই শোনা যাবে, শ্বেতপাথরে লুকিয়ে থাকা এক নারীর অশ্রুভরা চোখের গল্প।

ভ্রম সংশোধন

ভুলবশত গতকাল ১১.০২.২৩ পত্রিকার চারের পাতায় একটি লেখা 'ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানে মাইকেল মধুসূদন গুপ্ত' এর স্থানে মধুসূদন দত্ত হয়েছে এবং কবির ছবিও গিয়েছে। সেখানে পড়তে হবে মধুসূদন গুপ্ত। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। সম্পাদক।

হাঁসুয়া দিয়ে কোপ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে ভাইঝিকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল কাকার বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভাইঝি চিকিৎসাধীন রয়েছেন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে মালদা জেলার রতুয়া থানার কমলপুর গ্রামে। আক্রান্ত ভাইঝি সুমিতা মোসর (৩০)। পরিবারে রয়েছেন স্বামী জাবেদ মোসর, এক ছেলে ও এক মেয়ে। অভিযুক্ত কাকা সাইরু মোসর। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত কাকা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় শনিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় কাকা এসে গালিগালাজ করে সুমিতার পরিবারকে। আর তারই প্রতিবাদ করতে গেলেই হাঁসুয়া দিয়ে তার পেটে কোপ মারে। ভাইঝি চিৎকার শুরু করলে পালিয়ে যায় কাকা। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে রাতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন ভাইঝি। এই বিষয়ে অভিযুক্ত কাকার বিরুদ্ধে রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রতুয়া থানার পুলিশ।

বহিষ্কারের হুমকি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ কেউ পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে সাফ জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। মঞ্চ থেকে তৃণমূলের নেতৃত্বদের কড়া হুঁশিয়ারি জেলা সভাপতির। রবিবার ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাইস্কুল মাঠে তৃণমূলের অঞ্চল সম্মেলন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলন উপস্থিত হন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। এবং মঞ্চ থেকে তৃণমূলের নেতৃত্বদের কড়া নির্দেশ দিলেন জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তিনি বলেন, যদি কেউ পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হয় তাহলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। সম্প্রতি পৌরসভা নির্বাচনের দলের টিকিট না পেয়ে নানান সমস্যার মুখে পড়তে হয় তৃণমূলের নেতৃত্বদের। এমনকি টিকিট না পেয়ে জেলা সভাপতির বাড়িতেও টিকিটের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল তৃণমূলের নেতৃত্বরা। তাই যাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও টিকিট নিয়ে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য আগাম হুঁশিয়ারি জেলা সভাপতির।

আর্থিক সহায়তা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত হল একটি বাড়ি। রান্না ঘরে রান্না করতে গিয়ে আগুন লাগে বলে অনুমান এলাকাবাসীর। ঘটনাটি ঘটেছে, রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের কদমতলা সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে, ওই ব্যক্তি ভ্যান রিক্সা চালিয়ে কোনমতে দিন যাপন করতেন। চোখেও কম দেখতেন ও কানে কম শুনতেন। কিভাবে যে আগুন লাগলো কিছুই বলতে পারছেন না, জানান এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত শিকারপুর অঞ্চলের কেবলপাড়া বুথে গতকাল ধীরেন রায়ের বাড়িতে একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। সমস্ত বাড়ির সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আজ উনার বাড়িতে গিয়ে ঘরের প্লাস্টিক ও কম্বল দেওয়া হলো ও আর্থিক সাহায্য করা হলো এবং সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়।

চিকিৎসার গাফিলতিতে ছাত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভুল চিকিৎসার অভিযোগে কিশোরী মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল আসানসোলে। চিকিৎসকের বাড়ির সামনে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখালেন মৃতের পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ডাক্তারের বাড়িতে ও ক্লিনিকে ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আসানসোল উত্তর থানা ও কন্যাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত স্কুল ছাত্রীর নাম শুক্লা মণ্ডল(১৭)। গত সোমবার আসানসোলের লালগঞ্জের বাসিন্দা রিঙ্কু মণ্ডল তার মেয়ে শুক্লাকে স্থানীয় দ্বিজেন ভুঁই নামে এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসেন। জ্বর, সর্দি ও কাশি হয়েছে বলার পরে ওই চিকিৎসক তাকে একটা ইনজেকশন দেন। এরপর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেখান থেকে তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কি ইনজেকশন তাকে দেওয়া হয়েছে, তা বাড়ির লোকেরা বলতে পারেননি আসানসোল জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের। পরে আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপরে শনিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। শুক্লা মণ্ডল আসানসোলের কন্যাপুর বেসিক হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। রবিবার সকালে তার মৃতদেহ নিয়ে এসে পরিবারের সদস্য পরিজন ও স্থানীয়রা চিকিৎসকের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তার বাড়িও ভাঙচুর করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় কন্যাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। পরিবারের তরফে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ চলে। ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ বাহিনী উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। আশ্বস্ত করা হয়েছে, যদি গাফিলতির অভিযোগ প্রমাণ হয়, নিশ্চয় ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের কথায় বিক্ষোভের আগুন কিছুটা কমলেও, এলাকায় এখনও থমথমে পরিস্থিতি। এই বিষয়ে মুখ খোলেননি চিকিৎসক দ্বিজেন ভুঁইঞা। সাংবাদিকদের দেখেই দরজা বন্ধ করে দেন তিনি। তবে অনেক প্রশ্নের পরে ডাক্তার দ্বিজেন ভুঁইঞার ছেলে চন্দন বলেন, দিন কয়েক আগে চিকিৎসার জন্য ওই মেয়েকে নিয়ে আসা হয়। বাবা সাধারণ চিকিৎসা করেন। ওঁরা আরও অনেক জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন কিন্তু দোষ বাবাকে দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পঞ্চায়েত প্রধানের পেশা দিনমজুরি

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ইনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। নাম পূর্ণিমা মাইতি। নজিরবিহীন ভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করেন। পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে যতটুকু ভাতা পান তাতেই সন্তুষ্ট। অন্য কিছুর ধার ধারেন না। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ থাকলেও এমন ব্যতিক্রমী প্রধানের জীবনযাত্রা নজর কেড়েছে এলাকার মানুষের। কিছুদিন আগেই নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতো যাঁদের অবস্থা ছিল, তাঁদেরই এখন প্রসাদসম বাড়ি, অঢেল সম্পত্তি, বিলাসবহুল জীবনযাপন। এহেন পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধানের সংখ্যা এ রাজ্যে কম নয়। শাসকদলের চেয়ারে বসে আগামী সাত পুরুষের জন্য অর্থ কামিয়ে নেওয়ার ভুরিভুরি অভিযোগ রয়েছে বিরোধীদের তরফে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ২ ব্লকের মঞ্জুশ্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের চিত্রটা একটু ভিন্ন। কাগজে-কলমে পূর্ণিমা পঞ্চায়েত প্রধান, কিন্তু সংসার চলে পরের বাড়ির জমিতে দিনমজুরি করেন। এগরা ২ নং ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূর্ণিমা মাইতি। পঞ্চায়েত প্রধান হয়েও ডাল-ভাত জোটাতে ক্ষেত মজুরিকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। তিনি যে বাড়িটিতে থাকেন সেটারও জরাজীর্ণ অবস্থা। তবে পঞ্চায়েত সদস্য হয়ে আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নেওয়ার উদাহরণ নতুন নয়। কিন্তু, সেখানে ব্যতিক্রমী পথে হাঁটতে দেখা গেল পূর্ণিমা মাইতিকে। পঞ্চায়েতের কাজ শেষ হলে যে সময়টুকু পান, পরের জমিতে কৃষিকাজ করেই কাটে। এলাকাবাসী বলেন, সময়ে-অসময়ে যেকোনো সমস্যায় আমরা প্রধান পূর্ণিমা মাইতিকে পাই। পঞ্চায়েত থেকে যে ভাতা পাওয়া যায়, তাতে ঠিক করে সংসার চলে না। সেই কারণে অন্য এমন একটি পেশার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। ভাতা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে অর্থ উপার্জন করার অভিপ্রায় নেই তাঁর। নিজের বাড়িটুকু জরাজীর্ণ। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অন্যান্য সকলের আবাস যোজনার বাড়ির সমস্যা মিটলে তবেই তিনি নিজের বাড়ির কথা ভাববেন। দিদি'র দল করে সততার পথে চলে কাজ করাটাকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। এর জন্য অবশ্য অনেকের কাছেই উপহাসের পাত্রী হতে হয় তাঁকে, কিন্তু তাতে তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্যদিকে, বিরোধীদল বিজেপি প্রধানের এহেন মজুরি করে জীবন যাপনের কথা অকপটে স্বীকার করে নেয়। প্রধানের বিষয়ে তেমন কোন অভিযোগও নেই। কাজও করতে হবে, সংসারও চালাতে হবে। তাই এভাবেই 'খেটে খাওয়ার' পন্থা অবলম্বন করেই আগামী দিনে জীবনযাপন চালিয়ে যাবেন বলে মত তাঁর। পূর্ণিমা মাইতি বলেন, প্রধান হওয়ার আগেও মাঠে কাজ করতাম। এখনও দিনমজুরি করি। তবে পঞ্চায়েত অফিসে যেতে হয় বলে কাজটা কম করি এখন। গরমের চাষ শুরু হয়েছে। তাই এখন পঞ্চায়েত লোকও কম। তাই বিকালের দিকে পঞ্চায়েতে যাই।

গোষ্ঠীকোন্দলে পঞ্চায়েতে গণইস্তফা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বামনগোলা ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছবি প্রকাশ্যে উঠে এলো। মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতে ইস্তফা দিলেন ১২ জন। অভিযোগ করছেন পঞ্চায়েতের সদস্যরা। প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য একসাথে ইস্তফা দিলেন ১২ জন। তাতেই অস্বস্তিতে পড়েছেন শাসকদল। মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সহ প্রধান ও উপপ্রধানের ওপর হামলার অভিযোগ শাসক দলের এক অংশের বিরুদ্ধে। অঞ্চল যুব তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে এদিন ইস্তফা দিলেন মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রানু বিশ্বাস রায়, উপপ্রধান সত্য রাম সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা বিডিওর হাতে ইস্তফা তুলে দেন। এ বিষয়ে প্রধান রানু বিশ্বাস রায় বলেন, এক মাসের মধ্যে যুব তৃণমূলের হাতে পঞ্চায়েতের সদস্য, দু'দিন আগে প্রবীণ সদস্য জয়প্রসাদ গুপ্তকে মারধর করা হয়েছে, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরেও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি উপেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, অঞ্চলের তৃণমূল যুব নেতার মদতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে অস্বীকার করেন অঞ্চল তৃণমূল যুব নেতা তাপস রায়। তিনি বলেন, যারা মারধর করেছে তারা যুব তৃণমূলের কেউ না।

আবাসের নামে প্রতারণার শিকার

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বিডিও অফিস থেকে বলছি। আবাস যোজনার বাড়ির টাকা দেওয়া হবে। পশ্চিম মেদিনীপুরের এক মহিলাকে কাছে এল এমনই এক ফোন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও মোবাইলে আসে ওটিপি, তা বলতেই অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ৫১ হাজার টাকা। এমনই এক প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন ক্ষীরপাই পুরসভার কাশীগঞ্জের বাসিন্দা মৌসুমী মণ্ডল। ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন ওই মহিলা। মৌসুমী মন্ডলের অভিযোগ, শনিবার তাঁর মোবাইলে একটি ফোন আসে। তাঁকে ফোনে বলা হয় আবাস প্রকল্পে আপনার বাড়ির প্রথম কিস্তির টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে আজ পাঠানো হবে। আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার বলুন, এমনকি তারপরে মোবাইলে একটি ওটিপি আসে সেটি ওই মহিলার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়, তারপরে তিন দফায় মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে ৫১ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে ক্ষীরপাই পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা এলাকায়। মৌসুমী মণ্ডল জানালেন, একটা ফোন এসেছিল। আমাকে বলা হয় আবাস যোজনার টাকা ঢুকবে আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। আজই লাস্ট ডেট। প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। আপনার পাস বইটার ছবি দিন হোয়াটসঅ্যাপে। ফোনে একটা ওটিপি যাবে। কিছুক্ষণ পরে একটা ওটিপি এল। সেটা বলতেই ২৪ হাজার ৫০০ টাকা কেটে নিয়েছে। তারপর তিনধাপে কেটে নিয়েছে মোট ৫১ হাজার টাকা।

নামী সংস্থার মোড়কে নিম্নমান নুনের ব্যবসা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়ায় নামী ব্রান্ডের অবিকল নকল মোড়কে ভরে দেদার বিকোচ্ছিল অতি নিম্নমানের নুন। অভিযোগ পেয়ে বিষ্ণুপুরের পাঁচটি গুদামে হানা দিয়ে নামী কোম্পানির অবিকল নিম্নমানের নুনের ২০০০ প্যাকেট উদ্ধার করল পুলিশ। মজুতকারী পাঁচজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয় বিষ্ণুপুর থানায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে বিষ্ণুপুর শহরের বিভিন্ন বাজারে নকল নুনের রমরমা চোখে পড়েছিল দেশের একটি নুন প্রস্তুতকারী সংস্থার। সংস্থাটি লক্ষ করে তাদের প্যাকেট অবিকল নকল করে অপেক্ষাকৃত অনেক নিম্নমানের নুন বাজারে ছড়িয়ে দিয়ে মুনাফা ঘরে তুলছে একশ্রেনীর অসাধু কারবারি। বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে ওই নামী সংস্থা। নকল ব্র্যান্ড ব্যবহার করে নুন মজুতকারী ও তা বাজারে সরবরাহকারীদের শনাক্ত করতে নিয়োগ করা হয় একটি বেসরকারি তদন্তকারী সংস্থাকে। ওই তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা তদন্ত করে জানতে পারেন, বিষ্ণুপুরের ময়রাপুকুর ও ঝাপড় মোড় এলাকার পাঁচটি গুদামে ওই নুন মজুত করা হচ্ছে। এরপরই বাঁকুড়া জেলা পুলিশের সহায়তা নিয়ে শনিবার রাতে সংস্থা নিযুক্ত তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা হানা দেন ওই গুদামগুলিতে। গুদামগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ নুন উদ্ধার করা হয়। মজুতকারী পাঁচজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয় বিষ্ণুপুর থানায়। নামী সংস্থা নিযুক্তকারী তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, নামী ব্র্যান্ডের অবিকল নকল প্যাকেটে ট্রেডমার্ক বিহীন নিম্নমানের নুন বিক্রি ও সরবরাহ করার অভিযোগ জানানো হয়েছে ওই পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, ট্রেড মার্কবিহীন ওই নুন বিক্রি বা মজুত করা বেআইনি, তা তাঁরা জানতেন না।

গ্রেফতার ৪ ডাকাত

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ডাকাতির ছক বানচাল করে দিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করল কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। জানা গেছে শনিবার মধ্যরাত্রে চারজন যুবককে কোচবিহার খাগড়াবাড়ি বালাপাড়া এলাকায় ঘুরতে দেখা যায়। এই ঘটনার খবর পেয়ে কোচবিহার পুন্ডিবারি থানার ক্রাইম ব্রাঞ্চ শাখার পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে। জানা যাচ্ছে এই চারজনের নাম জানিরুল হক (২৪) বাড়ি ধলুয়াবাড়ি, কোচবিহার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পল্লীর শত্রুঘ্ন সিনহা (৫০) ও রজত মিয়া (২৮) এবং কলেরপাড় ঝিনাই ডাঙ্গার পরিমল দে (৫০)। ধৃত চারজনের কাছ থেকে একটি আইরন সেমি অটোমেটিক ফায়ার আর্মস, তিন রাউন্ড গুলি, একটি লোহার রড এবং মারুতি অল্টো ও ৫ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতরা কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত খাগড়াবাড়ি এলাকার বালাপাড়াতে ডাকাতি করবার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল এবং ডাকাতি করবার জন্যই তারা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল। পুলিশ এই চারজনকে গ্রেফতারের পর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হোটেলে আগুন

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ আসানসোল দক্ষিণ থানার উষাগ্রামে জিটি রোডের একটি হোটেলে আগুন। রবিবার এই ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা গিয়েছে, ওই হোটেলের চারতলার একটি ঘরে আচমকাই আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। পৌঁছোয় আসানসোল দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন। দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিভিয়ে ফেলায় বড় ধরনের ঘটনা থেকে হোটেলটিকে বাঁচানো গিয়েছে। জানা গিয়েছে, হোটেলের যে ঘরটিতে আগুন লেগেছিল সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হোটেল মালিক অমরজিৎ সিং ভারারা বলেন, আগুনে প্রাণহানি বা বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। শুধুমাত্র হোটেলের একটি ঘরের ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার কারণ নিয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। দমকল বিভাগ তদন্ত করে দেখছে। অন্যদিকে, দমকল বিভাগ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে যে, শর্টসার্কিটের কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

আদালতের মালখানায় মিলল গ্রেনেড

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ আচমকা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো কোচবিহারের সাগরদিঘী চত্বর। রবিবার সকালে কোচবিহার আদালতের মালখানার ভেতরে থাকা একটি হ্যান্ড গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করল ভারতীয় সেনাবাহিনী। এদিন সকালে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেনাবাহিনীর ৬ থেকে ৭জনের সদস্যের একটি দল আদালত চত্বরে এসে হ্যান্ড গ্রেনেডটিকে নিষ্ক্রিয় করেন বলে জানা গেছে। এদিন গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করার সময় সাগরদিঘী চত্বরকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। সেখানে এক দিকে যেমন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন, তেমনি দমকল বাহিনীও মোতায়েন করা হয় সেখানে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিন তিনেক আগে আদালতের মালখানা পরিষ্কার করতে গিয়ে ওই গ্রেনেডটি লক্ষ্য করেন সেখানে থাকা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে খবর দেওয়া হয় কোচবিহার জেলা পুলিশের কাছে। রাজ্য পুলিশের বোম স্কোয়াডের একটি দল পরবর্তীতে ওই গ্রেনেডটি নিষ্ক্রিয় করতে এলে তারা গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে জানান, তারা নিষ্ক্রিয় করতে পারবেন না। পরে কোচবিহার পুলিশের তরফ থেকে খবর দেওয়া হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার রেজিমেন্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে তারা জানান ছুটির দিন এই হ্যান্ড গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করতে হবে। সেই মোতাবেক রবিবার সকালেই গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়কারীদল যেখানে বোমা রাখা ছিল সেখানে পৌঁছে যান এবং তারা দেখতে পারেন সেই বোমা বাইরে নিয়ে এসে নিষ্ক্রিয় করা যাবে না। পরবর্তীতে কোচবিহার জেলা আদালতের বিচারপতির অনুমতি নিয়েই ওই মালখানার ভেতরেই হ্যান্ড গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করার বন্দোবস্ত করা হয়। সেনাবাহিনীর জওয়ানরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিখুঁতভাবে দক্ষতার সাথে গ্রেনেডটি নিষ্ক্রিয় করেছেন বলে জানা গেছে। এই কাজের ফলে আদালতের মালখানার ঘরের কোনরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা যায়। এই বিষয়ে অ্যাডিশনাল এসপি জানান, কোর্টের মালখনায় ০.৩৬ আর্মি গ্রেট গ্রেনেড পাওয়া গেছে। যেহেতু আর্মি গ্রেনেড তাই পুলিশের টিম তা নিষ্ক্রিয় করতে পারেনি। জলপাইগুড়ির ইঞ্জিনিয়ার রেজিমেন্ট এসে সব দেখে জানান গ্রেনেডটি ওখানেই নিষ্ক্রিয় করতে হবে। বিন্নাগুড়ির ৬-৭ জন ইঞ্জিনিয়ারের টিম এসে জেলা আদালত ও জেলা বিচারকের অনুমতি নিয়ে গ্রেনেডটি নিষ্ক্রিয় করেন।

আন্দোলনের পথে চা বাগান শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ চা বাগানের জমি কোনমতেই বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া যাবে না, দ্রুত চা বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করতে হবে, শ্রমিকদের জমির অধিকার দিতে হবে ইত্যাদি যাবতীয় দাবির ভিত্তিতে ফের আন্দোলনে নামার কথা ঘোষণা করল চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরাম। রবিবার চালসা শালবনি সংঘ প্রাঙ্গনে জয়েন্ট ফোরামের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার পর ওই আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন জয়েন্ট ফোরামের আহ্বায়ক জিয়াউল আলম। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিটি চা বাগানে দাবির ভিত্তিতে গেট মিটিং করে বাগান কর্তৃপক্ষকে দাবিপত্র দেওয়া হবে। এরপরেও কাজ না হলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর রাস্তায় নেমে আন্দোলন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। জিয়াউল আলম বলেন, চা বাগানের ১৫ শতাংশ জমি কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার চা বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি না দিয়ে শুধু অর্ন্তবর্তীকালীন মজুরি বাড়াচ্ছে। শ্রমিকদের জমির অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। যাবতীয় দাবি নিয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি তরাই ও ডুয়ার্সের প্রতিটি চা বাগানে গেট মিটিং করা হবে। পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় বাজেটেরও বিরুদ্ধে সরব হন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পিটিডব্লুইউ নেতা তেজকুমার টোপ্পো, ডিসিবিডব্লুইউ নেতা শম্ভু ছেত্রী সহ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও কালিম্পং জেলার শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

SUSUNIA GRAM PANCHAYAT
E-Tender Notice
Nit No.-53/SUSU/2023 dt.-09/02/2023, 54/SUSU/2023 dt.-09/02/2023
On line Bids are invited for the year 2022-23 from the bonafide contractors for listed work under 15th FC (Tied) & 15th FC (Untied). Last date of paper submission on **15/02/2023** for details information contact at Panchayat office.
Sd/- PRADHAN
SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No.: **EEI(C)/I/003/52/2022-2023**
Name of work: **Beautification of pond with ancillary civil works adjacent to 42, Bijoli Dutta Lane in Ward No.-03, Br-I, KMC.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,98,536.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **21 days**.
2. NIT No.: **EEI(C)/I/003/36/2022-2023**
Name of work: **Repairing of M.S. Stair with ancillary works at Health Unit in Ward No.-03.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,50,777.00**. Earnest Money: ₹ **5,200.00**. Period of Completion: **21 days**.
3. NIT No.: **EEI(C)/I/008/37/2022-2023**
Name of work: **Relaying of kerb and channel at 2, 3, 4, Radhakanta Deb Lane, 1, Radhamadhab Goswami Lane and other places in Ward No.-08.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,97,572.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date and time of submission of bid: **28.02.2023 – 11.00 a.m.** (for Sl.No. 1 to 3). Tender will be opened on: **02.03.2023 – 11.00 a.m.** (for Sl.No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **17.02.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Br-VI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/VI/062/044/2022-2023/D**
Name of work: **Restoration of asphaltum road surface distrubed due to drainage work from Sabji More to Sagar More at N.A. Latif Street in Ward No.-62.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,27,748.00**. Earnest Money: ₹ **2,600.00**. Period of Completion: **21 days**.
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/VI/061/037/2022-2023/D**
Name of work: **Restoration of paver block and concrete passage at 42, Jannagar Road, 53, 9, North Range, 12 Bedford Lane and different places in Ward No.-61.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,61,875.00**. Earnest Money: ₹ **5,300.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **20.02.2023 – 1.00 p.m.** (for Sl.No. 1 & 2). Tender opened on: **22.02.2023 – 1.00 p.m.** (for Sl.No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **10.02.2023 (6.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C), Br-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
NIT No.: **KMC/EEC/VII/63/45/22-23-D (2nd Call)**
Name of work: **Restoration of footpath and other ancillary works disturbed by Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. at A.J.C Bose Road (in front of Nandan) in Ward No.-63.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,73,607.68**. Earnest Money: ₹ **3,500.00**. Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of bid: **25.02.2023 up to 12.00 noon**. Tender will be opened on: **27.02.2023 at 12.00 noon**. The bid forms and other details are available on and from **11.02.2023 (6.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The **Executive Engineer (Electrical), Ltg/Z-IV, KMC** invites tender online two part bid system for following works:
1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/282/22-23**
Name of work: **Improvement of street lighting system with LED fittings at Jodhpur Park and adjacent area, Ward No-93.** Estimated Amount: ₹ **4,98,619.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days**.
2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/296/22-23**
Name of work: **Improvement of earthing and muffing in KMC poles at Jodhpur Park, Lake Gardens, Jadavpur etc. in Ward No.-93, Br-X.** Estimated Amount: ₹ **1,97,641.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **10 days**.
3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/298/22-23**
Name of work: **Renovation of park lighting arrangement at different areas in Ward No.-99, Br-X.** Estimated Amount: ₹ **1,96,446.59 as per BOQ**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of completion of bid: **23.02.2023 up to 2.00 p.m.** (for Sl.No. 1), & **18.02.2023 up to 2.00 p.m.** (for Sl.No. 2) & **20.02.2023 up to 12.00 noon** (for Sl.No. 3). Tender opening date: **24.02.2023 at 2.00 p.m.** (for Sl.No. 1) & **20.02.2023 at 2.00 p.m.** (for Sl.No. 2). The bid forms and other details are available on and from **13.02.2023 from 2.00 p.m.** (for Sl.No. 1), **10.02.2023 from 2.00 p.m.** (for Sl.No. 2 & 3) & from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The **Executive Engineer (E)/LTG (CRM), KMC** invites tender online, two bid system for following works:
1. NIT No.: **KMC/NBG/LTG/CRM/e-22/22-23**
Name of work: **Restoration of defective duct, damper etc. in the interconnecting system at the basement area connecting Furnace No. 1 & 2, 3 & 4 at New Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **1,93,221.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **7 days**.
2. NIT No.: **KMC/NBG/LTG/CRM/e-21/22-23**
Name of work: **Restoration of Furnace No.-3 and allied duct line with fire bricks, door blanket, bearing, heating elements, MS ducts etc. in New Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **4,54,407.00**. Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of Completion: **7 days**. Last date and time of submission of bid: **22.02.2023 at 5.00 p.m.** (for Sl.No. 1) & **20.02.2023 at 5.00 p.m.** (for Sl.No. 2). The bid forms and other details are available on and from **10.02.2023 (5.00 p.m.)** (for Sl.No. 1) & **09.02.2023 (5.00 p.m.)** (for Sl.No. 2). from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 & 2).

The **Director General (Electrical), KMC** invites tender online, two bid system for following the work:
NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/300/22-23**
Name of work: **Improvement and renovation of street lighting system with LED fittings at different areas in Ward No.-108, Br-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,92,680.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of bid: **20.02.2023 up to 3.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.02.2023 from 2.00 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in**.

The **Dy. C.E. (E)/(S&D), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following the work:
NIT No.: **KMC/S_D/UDPS/E/4/22-23 (1st Call)**
Name of work: **Complete repairing of illumination system arrangement of indoor & outdoor at UDPS.** Estimated Amount: ₹ **1,87,012.00**. Earnest Money: ₹ **3,800.00**. Period of Completion: **7 days**. Last date and time of submission of bid: **27.02.2023 – 5.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.02.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.
1084/22-23

YARN SYNDICATE LIMITED
Registered Office: 86/2/4, S Banerjee Road, 1st Floor, Flat No. 2, Kolkata, West Bengal, 700014
Tel. No. +91- 033-22652163; **E-mail:** ysl@yarnsyndicate.in; **Website:** www.yarnsyndicate.in
CIN: L51109WB1946PLC013842

Recommendations of the Committee of Independent Directors (**"IDC"**) of Yarn Syndicate Limited (**"Target Company"**) in relation to the Open Offer (**"Offer"**) made by Mr. Ravi Niranjan Pandya (**"Acquirer"**), to the Public Shareholders of the Target Company (**"Shareholders"**) under Regulations 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and Subsequent Amendments thereto (**"SEBI (SAST) Regulations, 2011"**).

1	Date	13/02/2023
2	Target Company ("TC")	Yarn Syndicate Limited
3	Details of the Offer pertaining to the Target Company	The offer is being made by the Acquirer pursuant to Regulation 3(1) and Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 for the acquisition upto 9,75,000 (Nine Lakh Seventy-Five Thousand) Equity Shares of the face value of ₹10.00/- (Rupees Ten Only) each representing 26.00% of the Equity Share Capital/ Voting Capital of the Target Company at a Price of ₹14.00/- (Rupees Fourteen Only) ("Offer Price"), payable in Cash.
4	Acquirer	Mr. Ravi Niranjan Pandya
5	Manager to the Offer	Kunvarji Finstock Private Limited
6	Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	1. Ms. Neha Amin Merchant — Chairman 2. Mr. Sourav Bhattacharjee — Member
7	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	The above IDC Members are Independent Directors on the Board of the Target Company. They do not have any Equity holding in the Target Company. None of them has entered into any other contract or has other relationships with the Target Company.
8	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	No trading in the Equity Shares of the Target Company has been done by any of the IDC Members.
9	IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any.	None of the IDC Members holds any contracts, nor has any relationship with the Acquirer in their personal capacities.
10	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirers by IDC Members	No trading in the Equity Shares/Other Securities of the acquirers by IDC Members
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review of the Public Announcement and the Detailed Public Statement issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer. IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.IDC also draws the attention of Public Shareholders to the current share price which has exceeded the open offer price after the PA date. The shareholders may therefore independently evaluate the offer and take an informed decision in the best of their interests.
12	Summary of reasons for the recommendation	IDC has taken into consideration the following for making the recommendation: IDC has reviewed a) The Public Announcement ("PA") dated 17/11/2022; b) The Detailed Public Statement ("DPS") which was published on 24/11/2022; c) The Draft Letter of Offer ("DLOF") dated 01/12/2022; d) The Letter of Offer ("LOF") dated 01/02/2023 Based on the review of PA, DPS, DLOF and LOF, the IDC Members are of the view that the Offer Price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the Regulations. The Equity Shares of the Target Company are listed and traded on bourses of BSE and are frequently traded within which the meaning of the definition of "Frequently traded shares" under clause (j) of sub-regulation (1) of Regulation 2 of the SEBI (SAST) Regulations on BSE. The Offer Price of ₹14.00/- (Rupees Fourteen Only) is justified, in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, being the highest of the following: (see table below) In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of the Acquirer and Manager to the Offer, the Offer Price is Rs. 14.00/- in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
13	Details of Independent Advisors, if any.	None
14	Any other matter to be highlighted	None

Sr.	Particulars	Price (in ₹ per Equity Share)
1	The highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for acquisition under any agreement attracting the obligation to make a PA of an Open Offer.	4.00/-
2	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of PA.	Not Applicable
3	The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirer during 26 weeks (Twenty-Six) immediately preceding the date of the PA.	Not Applicable
4	The volume-weighted average market price of such Equity Shares for a period of 60 (Sixty) trading days immediately preceding the date of PA as traded on BSE, provided such shares are frequently traded.	13.48/-
5	The per Equity Share value is computed under Regulation 8(5) of the Takeover Regulations, if applicable.	Not Applicable
6	Where the shares are not frequently traded, price is determined by the Acquirer and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and earnings per share.	Not Applicable

To the best of my knowledge and belief, after making the proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

For and on behalf of the Committee of Yarn Syndicate Limited
Sd/-
Neha Amin Merchant
Director (DIN: 07454674)

Place: West Bengal
Date: 13/02/2023

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

জীবন সুস্থ রাখতে খাবারে শর্করার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন

দুরন্ত বার্তা ঃ শর্করাজাতীয় খাবার এড়ানো খুবই কঠিন, সেগুলোর ভেতর চিনি আছে, আছে শ্বেতসার আর আঁশ, যা আপনি ফল, দুগ্ধ, শস্য বা সবজির ভেতরেও পেতে পারেন। কিন্তু শর্করাকে ইদানীং অনেকটাই আলাদা করে ফেলা হচ্ছে। বিশেষ করে শরীর নিয়ন্ত্রণে রাখতে যেসব খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, তার মধ্যে শর্করা খুব কমই অন্তভুর্ক্ত করা হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হলে এখনো আপনাকে খানিকটা শর্করা গ্রহণ করতেই হবে। কারণ, শর্করা হলো খাদ্যের মৌলিক অংশগুলোর অন্যতম। সমস্যা হলো, শর্করা নিয়ে এতদিন ধরে নানা কথা শোনার পর, অনেক সময়ই আমরা শর্করা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে যাই, সেটা আসলে কীভাবে আমাদের শরীরের জন্য কাজ করে। সুতরাং শরীর ঠিক রাখতে এখানে শর্করা নিয়ে এমন ১০টি তথ্য তুলে ধরা হলো, যা হয়তো আপনি জানতে চাইবেন।

সব শর্করাই খারাপ নয় ঃ আমাদের শরীর যেসব খাবার থেকে শক্তি সঞ্চয় করে, তার একটি হলোল শর্করাজাতীয় খাবার, যার মধ্যে রয়েছে স্টার্চ বা শ্বেতসার, চিনি এবং আঁশ। আলু, আটা, চাল ও পাস্তার মধ্যে অনেক শ্বেতসারজাতীয় শর্করা রয়েছে। কোমল পানীয়, মিষ্টি, প্রক্রিয়াজাত খাবারের ভেতর রয়েছে চিনি। শ্বেতসার এবং চিনি, উভয়েই আপনার শরীরের ভেতর চিনি গ্লুকোজে পরিণত হয় আর শক্তি উপাদন করে অথবা চর্বিতে পরিণত হয়। তবে আরেকটি শর্করা রয়েছে, যাকে বলা হয় পথ্যজাতীয় আঁশ খাবার। ফল এবং সবজির ভেতর আঁশ রয়েছে। এ ধরনের শর্করা আস্তে আস্তে শক্তি নির্গত করে, যা আমাদের পাকস্থলীর জন্য খুবই ভালো এবং শেষপর্যন্ত সেটি শরীরের ভেতর গিয়ে চর্বিতে পরিণত হয় না।

খারাপ শর্করাও ভালো শর্করায় পরিণত হতে পারে ঃ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, রান্না করা এবং ঠাণ্ডা করার ফলে খারাপ শর্করা অনেক সময় ভালো শর্করায় পরিণত হয়ে যায়। খারাপ শর্করা সহজেই গলে গিয়ে চিনিতে পরিণত হয় এবং দ্রুত শরীরের সঙ্গে মিশে যায়, যা ওজন বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখে। কিন্তু ভালো শর্করা মিশে যায় না। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে সেটি পাকস্থলীতে জমা হয়, যা দেখে আনন্দিত হয় সেখানকার ব্যাকটেরিয়া। পাস্তা, ভাত আর আলু পুণরায় গরম করে খাওয়া ভালো। বিশেষ করে মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করলে সেটি প্রতিরোধী শ্বেতসার বাড়িয়ে দেয়। তবে সেগুলো অনেক গরম করতে হবে।

পাউরুটি খাওয়া ততটা খারাপ না ঃ অনেক বছর ধরে পাউরুটির বিরুদ্ধে নানা কথা বলা হলেও খাবারটি ততটা খারাপ নয়। তবে আরও ভালো হবে যদি সাদা রঙের পাউরুটির বদলে কালচে ধরনের রুটি খেতে শুরু করেন। সাধারণত যেসব পাউরুটি তৈরি করা হয়, সেগুলো সহজেই হজম হয়ে যায়। ফলে শরীরে গ্লুকোজ হিসেবে জমা হওয়ার বদলে আগেই অন্যান্য অংশে মিশে যায়। তবে পূর্ণ গমের তৈরি পাউরুটি বা রুটিতে প্রতিরোধী শ্বেতসার থাকে, যার ফলে আপনার শরীরের অনেক অন্ত্রের ভেতর দিয়ে সেটি যাতায়াত করে। পাউরুটি কেনার সময় চিনির পরিমাণটা দেখে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পূর্ণ গমের অনেক পাউরুটিতে স্বাদ বাড়ানোর জন্য চিনি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ফ্রিজ থেকে বের করে সরাসরি টোস্ট করে খাওয়া ঃ কারণ, এটা রান্না ও ঠাণ্ডা করার পদ্ধতিটি অনুসরণ করে। ঠাণ্ডা করার কারণে সেই রুটিতে প্রতিরোধী শ্বেতসারের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা ওই রুটি থেকে কম শর্করা তৈরি করে। এটি আপনার হজমের জন্যও অনেক উপকারী হয়ে ওঠে।

খারাপ শর্করাকে ভালো শর্করা বানিয়ে খাওয়া ঃ খারাপ শর্করাকে ভালো শর্করা বানিয়ে পেটের ক্যান্সারের ঝুঁকি ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন। যেসব শ্বেতসার আমরা খেয়ে থাকি, তার প্রায় ৯৫ শতাংশই সহজে হজম হয়ে যায়। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা জানেন, এর মধ্যে ছোট একটি ভাগ আছে- যাকে বলা হয় প্রতিরোধী শ্বেতসার- যেটি পেটের ভেতরে গিয়ে ব্যাকটেরিয়ার খাবারে পরিণত হয়। এটি এমন রাসায়নিক তৈরি করে, যা পেটের ক্যান্সার প্রতিরোধে অনেক সহায়তা করে। শুধু খারাপ শর্করাকে ভালো শর্করায় রূপান্তরিত করে আপনি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আরও ত্রিশ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারেন।

পরিশোধিত শর্করা ডায়াবেটিস রোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে ঃ খারাপ শর্করায় চিনি বেশি থাকে, যার পরিমাণ বেশি হলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করে। সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসকরা দেখতে পেয়েছেন, রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণে অনেক ডায়াবেটিক রোগী ইনসুলিনের কার্যকারিতা হারাচ্ছেন। ২০১৭ সালের জাতীয় ডায়াবেটিস পরিসংখ্যানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমেরিকায় এখন ৩ কোটি ৩০ লাখ ডায়াবেটিক রোগী আছেন, অর্থাৎ প্রতি ১০ জনে এক জনের এই রোগটি আছে। এদের মধ্যে ৯০ শতাংশের টাইপ- টু ডায়াবেটিস, যাদের বেশিরভাগের অতিরিক্ত ওজন রয়েছে। ডায়াবেটিককে 'নীরব ঘাতক' বলা হয়। কারণ, অনেক মানুষের এই রোগের কোনো লক্ষণ থাকে না। অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরে অশনাক্ত থাকে অথবা এমন সময় ধরা পড়ে, যখন সেটি খুব খারাপ কোনো পর্যায়ে চলে গেছে। এ জন্য অনেক চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী খারাপ খাবারকে দায়ী করেল যেমন অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করাযুক্ত খাবার খাওয়া, যা টাইপ টু ডায়াবেটিস বাড়িয়ে দেয়। বরং স্বাস্থ্যকর এবং সঠিক খাবার খেয়ে মানুষজন তাদের ডায়াবেটিক রোগটি অনেকাংশে ঠেকাতে পারে।

কম শকর্রাযুক্ত খাবার ডায়াবেটিস-২ প্রতিরোধ করে ঃ সাধারণ নিয়ম হলো, আপনার প্লেটের খাবারের রঙের দিকে তাকান। বাদামি এবং সাদা খাবার বাদ দিন, তবে সবুজ খাবার বাড়িয়ে দিন। গবেষণা বলছে, খারাপ শর্করা দূর করতে পারলে রক্তে গ্লুকোজের গড় পরিমাণ অনেক কমিয়ে আনতে পারে। রক্তে বেশি চিনি থাকার পরিমাণ হলো- আপনার ডায়াবেটিস ঝুঁকির পরিমাণও অনেক বেড়ে যাওয়া।

খারাপ শর্করা সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ঃ শরীরের শক্তির জন্য শর্করার দরকার আছে, কিন্তু তা হতে হবে সঠিক পরিমাণে। গবেষক গ্রেস ডজডেল নারী ও পুরুষের ওপর একটি গবেষণা চালিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন, সন্তান জন্মদানে অক্ষমতার পেছনে আসলে ঠিক কী কাজ করে? তিনি বলছেন, নতুন একজন মানুষকে পৃথিবীতে আনার বিষয়টি অনেক শক্তির একটি প্রক্রিয়া, একটি মানুষের জন্ম হয়, ডিম্বাণু ও ভ্রুণের নিষিক্তর প্রয়োজন হয়, আর এসব কিছুর পেছনে দরকার হয় ভালো শক্তি। আপনি যদি খারাপ ধরনের খাবার খেয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো সন্তান জন্ম দেওয়া আপনার জন্য অনেক কঠিন হয়ে উঠবে। যখন কোনো যুগল সন্তান নিতে চান, ডজডেলের পরামর্শ হলো, কম শর্করাযুক্ত খাবার খাওয়া। নারীদের পুরো গভর্ধারণের সময় স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও এটি সহায়তা করে।

খাবার শর্করা সন্তানদের মধ্যেও ছড়িয়ে যেতে পারে ঃ খারাপ জীবনযাপনের প্রভাব পড়তে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর। জিনবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানীদের বেশ কয়েকটি গবেষণা বলছে, খাবার খাবারের কারণে কারও জিনের গঠন পাল্টে যেতে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি বেশি ঘটে। সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে আলোচনায় সাধারণত মায়ের স্বাস্থ্য নিয়েই কথা বলা হয়, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত মোটা মানুষের অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের কারণে তাদের জিনের ক্ষতি হচ্ছে। অর্থাৎ সন্তান নেওয়ার আগে তাদের জীবন যাপনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের জিনের পরিবর্তন ভ্রুণের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়াতে পারে। ফলে তাদের সন্তান কোনও রোগ নিয়ে জন্ম বা ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে পারে।

মিসক্যারেজের জন্য দায়ী পুরুষরাও

দুরন্ত বার্তা ঃ একটি প্রেগন্যান্সি মানে একটি স্বপ্ন, অনাগত সন্তানের জন্য কত কি পরিকল্পনা। কিন্তু তা হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায় প্রেগন্যান্সি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়। যা গভর্পাত বা মিসক্যারেজ হিসেবে পরিচিত। চিকিৎসকরা সাধারণত গভর্পাতের কারণ শনাক্ত করতে নারীদের স্বাস্থ্য পযের্বক্ষণ করে থাকেন। কিন্তু সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, গর্ভপাতের পেছনে পুরুষের স্বাস্থ্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানীদের মতে, নিম্নমানের শুক্রাণু নারীদের বারবার গর্ভপাতের জন্য দায়ী হতে পারে। গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, তিন বা ততোধিক গর্ভপাত হয়েছে এমন নারীদের স্বামীদের শুক্রাণুতে ক্ষতিগ্রস্ত ডিএনএ থাকার প্রবণতা বেশি। বিশেষজ্ঞর মতে, এটি হতে পারে প্রেগন্যান্সি ব্যর্থ করার প্ররোচক। এই আবিষ্কার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে এবং নতুন উর্বরতা চিকিৎসা উদ্ভাবন করতে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

গবেষকরা এখন বলছেন যে পুরুষদের শুক্রাণু কেন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা খুঁজে বের করাও গুরুত্বপূর্ণ। তারা ধারণা করছেন যে, অতীতের ইনফেকশন বা এসটিআই, স্থূলতা অথবা বয়স বেড়ে যাওয়া ডিএনএ-ড্যামেজিং মলিকিউলের উচ্চ মাত্রা প্ররোচিত করতে পারে। ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের এই গবেষণায় পাওয়া গেছে, যেসব নারী বারবার গর্ভপাত হয়েছে তাদের স্বামীদের ক্ষতিগ্রস্ত ডিএনএ থাকার সম্ভাবনা গড় পুরুষের তুলনায় দ্বিগুণ এবং তাদের অক্সিজেন রিয়্যাক্টিভ সেপসিজের উচ্চ মাত্রা চারগুণ বেশি (অক্সিজেন রিয়্যাক্টিভ সেপসিজ হচ্ছে কমন কিন্তু শক্তিশালী মলিকিউল- গবেষকরা ধারণা করছেন যে এরা ডিএনএর ক্ষতি করতে পারে)। প্রধান গবেষক ডা. চান্না জয়সেনা বলেন, 'সাধারনত বারবার গর্ভপাতের কারণ নির্ণয়ে চিকিৎসকরা নারীদের ওপর মনোযোগ ফোকাস করেন। পুরুষদের স্বাস্থ্য ও তাদের শুক্রাণুর স্বাস্থ্য তেমন একটা বিশ্লেষণ করা হয় না। কিন্তু এই গবেষণার প্রমাণ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, শুক্রাণুর স্বাস্থ্যও প্রেগন্যান্সির স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আগের গবেষণা সাজেস্ট করছে যে গর্ভের ফুল গঠনে শুক্রাণু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা ভ্রুণের জন্য অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গর্ভপাতকে বিরল মিসটেক ভাবলে ভুল হবে, কারণ এটি সফল প্রেগন্যান্সির তুলনায় বেশি কমন-অনেক গর্ভপাত এত তাড়াতাড়ি হয় যে লক্ষ্য করা যায় না। এই গবেষণার লেখক বা বিজ্ঞানীদের মতে, এর কারণ হচ্ছে ডিম্বাণুর মারাত্মক জেনেটিক অস্বাভাবিকতা যা ডিম্বাণুকে শিশুতে বিকশিত হতে দেয় না। সন্তানের আশা করেন এমন যে কোনো দম্পতিকে গর্ভপাত খুব হতাশ করতে পারে, কিন্তু এমনকি বয়স ২০-এর দশকে আছে এমন নারীদেরও নিষিক্ত ডিম্বাণু হতে বাচ্চা বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা ৫০-৫০, দাবি করেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকরা। নারীদের বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভপাতের হারও বেড়ে যায়- যেসব নারীর বয়স ৪০ দশকের ঘরে তাদের একটি বিকশিত ভ্রুণের বিপরীতে গর্ভপাতের গড় সংখ্যা ৩০ এরও বেশি। সাধারণ বা স্বাভাবিক গর্ভপাতের বিষয়ে দম্পতিদের জ্ঞান আহরণ করা উচিত যাতে তারা সচেতন হতে পারেন। সাধারণত নারীদের ইনফেকশন অথবা ইমিউন সমস্যাকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু ইম্পেরিয়ালের ছোট গবেষণায় ১১০ জন পুরুষ স্বেচ্ছাকর্মীজের মধ্যে যাদের স্ত্রীদের গর্ভপাত হয়েছে এবং যাদের স্ত্রীদের গর্ভপাত হয়নি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পাওয়া গেছে। গবেষকরা স্ত্রীদের বারবার গর্ভপাত হয়েছে এমন ৫০ জন পুরুষ স্বেচ্ছাকর্মীদের শুক্রাণুকে অন্য ৬০ জন পুরুষের (তাদের স্ত্রীদের পুণরাবৃত্তিমূলক গর্ভপাত হয়নি) শুক্রাণুর সঙ্গে তুলনা করেন।

অক্সিজেন রিয়্যাক্টিভ সেপসিজ (যা বারবার গর্ভপাত হয়েছে এমন নারীদের স্বামীদের বেশি থাকে) শুক্রাণুকে ব্যাকটেরিয়া ও ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে, কিন্তু এরা উচ্চ ঘনত্বের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। গবেষকরা নির্ণয় করতে চেষ্টা করছেন যে, কোনো কোনো বিষয় মলিকিউলের মাত্রাকে প্রভাবিত করে এবং তারা ধারণা করছেন যে এসটিআই বা যৌন সংক্রমিত ইনফেকশনের ইতিহাস, স্থূলতা বা বয়স এসব মলিকিউলের মাত্রাকে অ্যাফেক্ট করতে পারে। ডা. জয়সেনা বলেন, 'যদিও এই ট্রায়ালে কোনো পুরুষের তখন কোনো ইনফেকশন (যেমন-ক্ল্যামিডিয়া) ছিল না যার ওপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম যে এটি শুক্রাণুর স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে, কিন্তু আগের ইনফেকশনের কোনো ব্যাকটেরিয়া প্রোস্টেট গ্রন্থিতে (যা বীর্য তৈরি করে) থাকলে এমনটা হতে পারে। এটি স্থায়ীভাবে রিয়্যাক্টিভ অক্সিজেন সেপসিজের উচ্চমাত্রার কারণ হতে পারে।' তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, এসব মলিকিউল বৃদ্ধিতে শরীরের উচ্চমাত্রার চর্বিরও ভূমিকা থাকতে পারে এবং গবেষকরা পেয়েছে যে মিসক্যারেজ গ্রুপের পুরুষদের মধ্যে চর্বি বেশি ছিল। তিনি যোগ করেন, 'যদিও এটি একটি ছোট গবেষণা, কিন্তু এটি আমাদের অনুসরণ করার মতো ক্লু দিয়েছে। যদি আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে বীর্যের উচ্চমাত্রার রিয়্যাক্টিভ অক্সিজেন সেপসিজ গর্ভপাতের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, তাহলে আমরা এসবের মাত্রা কমাতে এবং সুস্থ প্রেগন্যান্সির সম্ভাবনা বাড়াতে চিকিৎসা ডেভেলপের জন্য চেষ্টা করতে পারব। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে বারবার গর্ভপাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই ভূমিকা থাকতে পারে। আমরা হয়তো এই সমস্যার আরও পরিষ্কার চিত্র পাব এবং আরও বেশি সুস্থ বাচ্চা বিকশিত করতে ব্যবস্থা নিতে পারব।'

শীতের শেষ লগ্নে নানা সমস্যা

দুরন্ত বার্তা ঃ এখন শেষ রাত এবং ভোররাতে তাপমাত্রা কমে যায় এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাপমাত্রা কিছুটা বেশি থাকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রার এই ওঠানামার ফলে কিছু কিছু ভাইরাস শরীরের ওপর আক্রমণের সুযোগ পায়। এমন আবহাওয়ার জেরে বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে পড়ছে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া। সে কারণে জ্বর, গলা বসে যাওয়া ও সর্দি-কাশির প্রকোপ বাড়ছে। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভাইরাসের কারণে জ্বর হলে সাধারণত সাত দিনের মধ্যে এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। তবে হঠাৎ ঠান্ডা যাতে না লাগে, তার জন্য বিশেষসতর্ক থাকতে হবে।

উপসর্গ ঃ এসব রোগী মূলত জ্বর, কেউ কেউ মাথাব্যথা, সর্দি, অরুচি, গা-ব্যথা, কাশির উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন। তবে আক্রান্তদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যাই বেশি। সেই সঙ্গে কোনো কোনো শিশু আক্রান্ত হচ্ছে কাশিতে। এই সময় ঠান্ডা সর্দির কারণে কান বন্ধ হতে পারে। কান বন্ধের সঙ্গে কানে ব্যথাও থাকে। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া উচিত। অনেক সময় শিশুদের প্রচণ্ড সর্দি লেগে যায়। কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত জ্বরও দেখা দিতে পারে। তবে বড়দের ক্ষেত্রে জ্বর ততটা তীব্রভাবে না-ও হতে পারে।

প্রতিকার ঃ হঠাৎ ঠান্ডা যাতে না লাগে, তার জন্য বিশেষসতর্ক থাকতে হবে। জ্বর হলে স্নানে বিরত না থেকে প্রতিদিন একই সময়ে করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। চুল ও শরীরের জল ভালো করে মুছে দিন, যাতে নতুন করে ঠান্ডা না লাগে।

জ্বর হলে কী করবেন ঃ এই অবস্থায় প্রথমেই জ্বর কমানোর ব্যবস্থা হিসেবে চিকিৎসকের পরামর্শে জ্বর কমানোর ওষুধ সেবনের পাশাপাশি সাধারণ তাপমাত্রার জলে ভেজানো গামছা দিয়ে সারা শরীর মুছে দেওয়া, অর্থা স্পঞ্জিং করা উচিত। জ্বর ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নেমে না আসা পর্যন্ত এই স্পঞ্জিং চালিয়ে যেতে হবে। দু-এক ঘণ্টার মধ্যে উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর না কমলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সর্দি, কাশি ও গলাব্যথায় কী করবেন ঃ সর্দি-কাশি বা সামান্য গলাব্যথা এমন কোনো বড় ব্যাপার নয়। তবে একবার ঠান্ডা লাগলে তা সারতে অন্তত এক সপ্তাহ লাগবেই। আর কাশি তো আরও বেশ কয়েক দিন থাকতে পারে, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সাধারণ কাশির চিকিৎসা আপনিই করতে পারেন। এ ধরনের কাশি একটি নির্দিষ্ট সময় পর আপনা-আপনি ভালো হয়ে যায়। তবে কাশির সঙ্গে যদি জ্বর হয়, তাহলে গুরুত্ব দিতে হবে। ঠান্ডা খাবার, ফ্রিজের জল পরিহার করতে হবে। কুসুম গরম জল পান করতে পারলে ভালো হয়। ধুলোবালি এড়িয়ে চলুন।

ধূমপান করবেন না ঃ খুসখুসে কাশির একটি অন্যতম প্রধান কারণ হলো ধূমপান করা। তাই ধূমপান পরিহার হরতে হবে।

শিশুর কাশি মানেই নিউমোনিয়া নয় ঃ এই সময়ে শিশুরা যে সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট, তা বেশির ভাগই নিউমোনিয়া নয়। ভাইরাসজনিত এই রোগের নাম ব্রঙ্কিউলাইটিস। এটিকে অনেকে নিউমোনিয়া ভেবে ভুল করেন। ব্রঙ্কিউলাইটিস দুই বছরের কম বয়সের শিশুদের বেশি হয়ে থাকে। ব্রঙ্কিউলাইটিসে আক্রান্ত শিশুকে বাসায় রেখে চিকিৎসা করা যায়। তবে সুস্থ শিশুদের আক্রান্ত শিশু থেকে দূরে রাখতে হবে। শিশুকে সিগারেট, মশার কয়েল ও রান্নাঘরের ধোঁয়া থেকে দূরে রাখুন। ভাইরাসজনিত এই রোগে সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। তবে শ্বাসকষ্ট খুব বেশি হলে খিঁচুনি, ঠোঁট নীল বা কালো হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে আনতে হবে।

গলাব্যথা রোধে ঘরোয়া দাওয়াই

দুরন্ত বার্তা ঃ মরশুম পরিবর্তনের সময় এলে, বিশেষত যখন ঠান্ডা আবহাওয়া শুরু হয়, তখন বেশিরভাগের মধ্যেই ঠান্ডা লাগা এবং গলা ব্যথার প্রবণতা দেখা দেয়। এটি আমাদের শরীরে অস্বস্তি তৈরি করে এবং এর ফলে কোনও খাবার বা পানীয় খেতেও সমস্যা হয়, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। শুধুমাত্র মরশুম পরিবর্তনই নয়, অফিসে দীর্ঘক্ষণ এসির মধ্যে থাকলেও ঠান্ডা লেগে গলা ব্যথা হয়, টনসিলের সমস্যাও বাড়ে। এই সমস্যা এক, দুই দিনে কাটে না। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে ওষুধের চেয়েও বেশি প্রয়োজন বাড়িতেই নিজের যত্ন নেওয়া। ঘরোয়া কিছু উপায় অবলম্বন করলেই সহজে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। আসুন দেখে নেওয়া যাক সেগুলি কী কী।

লবণ জলের গারগল ঃ গলা ব্যথা হলে এর প্রাথমিক চিকিৎসা হল গরম জলে লবণ দিয়ে গারগল করা। এক গ্লাস হালকা গরম জল নিন। এতে, এক চা চামচ লবণ যোগ করে সেটি ভালভাবে মিশ্রিত করুন। এটি গলা ব্যথা থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি দিতে সহায়তা করে।

আদা ঃ আদায় অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যের জন্য এটি গলা ব্যথা সারাতে সহায়তা করে। জল গরম করে তাতে কয়েক টুকরো ফ্রেশ আদা দিন। এরপর, এটি প্রায় ৫-১০ মিনিটের জন্য ফোটান। দিনে কমপক্ষে দু'বার এই জল পান করুন। এতে এক চা চামচ মধুও যোগ করতে পারেন।

লেবুর রস ঃ বিশেষজ্ঞদের মতে, লেবু আমাদের শরীরের টক্সিন দূর করার ক্ষেত্রে খুব উপকারি। তাই, গলায় ব্যথায় এক গ্লাস গরম জলে লেবুর রস ও এক চা চামচ মধু ভালভাবে মেশান। দিনে অন্তত দু'বার এটি পান করুন। গলা ব্যথা ও টনসিলের সমস্যা দূর করতে এটি সাহায্য করে।

হলুদ ঃ অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত, হলুদ গলা ব্যথা নিরাময়ের অন্যতম সেরা উপাদান। খানিকটা হলুদ গুঁড়ো এক গ্লাস গরম জলের সাথে মিশিয়ে নিন এবং তারপরে সকালে খালি পেটে পান করুন। দুধের সাথেও হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন।

দারুচিনি ঃ কয়েক ফোঁটা দারুচিনি তেলের সঙ্গে এক চা চামচ মধু মিশ্রিত করুন। দিনে একবার এটি ব্যবহার করুন, গলার ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দিতে সহায়তা করে।

মধু ঃ মধু তার অ্যান্টিব্যাকটিরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য পরিচিত। এটি প্রাচীন কাল থেকেই গলা ব্যথা নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এক কাপ গরম জলে এক থেকে দুই চামচ মধু মেশান এবং দিনে দুই থেকে তিনবার পান করুন অথবা ঘুমোতে যাওয়ার আগে আপনি এক চা চামচ মধু খেতে পারেন।

ভাপ নিন ঃ প্রথমে কান-মাথা ভাল করে জড়িয়ে নিন কাপড় দিয়ে। এরপর, গরম জলে সামান্য লবণ দিয়ে জলের ভাপ নিন। দিনে দু'বার এটা করতে পারলে খুব সহজেই গলার ব্যথা কমবে।

রসুন ঃ রসুন অ্যান্টিব্যাকটিরিয়াল এবং অ্যান্টিসেপটিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত এবং গলা ব্যথা নিরাময়ে সহায়তা করে। রসুনের মধ্যে থাকা অ্যালিসিন গলা ব্যথার কারণ ব্যাকটিরিয়াকে মেরে ফেলতে সহায়তা করে। এটি কাঁচাও খাওয়া যায় এবং রান্না করেও খাওয়া যায়।

লবঙ্গ ঃ মাঝে মাঝেই মুখে দুটি লবঙ্গ রাখুন এবং সেগুলি নরম হওয়ার পর চিবিয়ে গিলে ফেলুন। এটি কার্যকরভাবে গলা ব্যথা নিরাময়ে সহায়তা করে।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কতখানি

দুরন্ত বার্তা ঃ নিউমোনিয়া হলো ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রের রোগ। সংক্রমণ-পরবর্তী সমস্যা থেকে এই রোগ হয়। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ইত্যাদি দিয়ে সংক্রমণ হতে পারে। সব সর্দি-কাশিই নিউমোনিয়া নয়। যখন জ্বরের সঙ্গে কফ এবং শ্বাসকষ্ট থাকবে, তখনই কেবল শ্বাসতন্ত্রে আক্রমন হয়েছে বলে ধরা হয়। নিউমোনিয়া মৃদু বা হালকা থেকে জীবন হানিকরও হতে পারে। এই সময়ে ঠান্ডা লেগে সর্দি-কাশি, ব্রঙ্কিওলাইটিস, এমনকি নিউমোনিয়াও হতে পারে। শীতে শিশু এবং বয়স্কদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ এই নিউমোনিয়া। তবে এই অসুখ বছরব্যাপী হতে পারে। প্রতিবছর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু ও বৃদ্ধ নিউমোনিয়ার কারণে মারা যায়। আর শীতের সময় তা বৃদ্ধি পায়। তবে সাবধানতা অবলম্বন করলে এই নিউমোনিয়া প্রতিরোধ সম্ভব। এখন সরকারিভাবে শিশুদের নিউমোনিয়া প্রতিরোধ টিকা দেওয়া হয়।

শিশুর শ্বাসকষ্ট বুঝবেন কীভাবে ঃ দুই মাসের নিচের শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার মিনিটে ৬০ বারের বেশি, এক বছরের নিচে ৫০ বার বা তার বেশি এবং এক বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশুর মিনিটে ৪০ বার তা তার বেশি শ্বাসপ্রশ্বাস হলে তাকে শ্বাসকষ্ট বলা হয়। তাই জ্বর-কাশিতে আক্রান্ত শিশু এ রকম ঘন ঘন শ্বাস নিলে বা শ্বাসের সঙ্গে বুক বা পাঁজর নিচে দেবে যেতে থাকলে সতর্ক হোন, হয়তো সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে।

নিউমোনিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি যাদের

-ছোট্ট শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা।

-বহুদিন ধরে ভুগছে এমন কোনো রোগ থাকলে, যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ফুসফুসের অন্য কোনো রোগ, এইডস ইত্যাদি থাকলে।

-যাদের অন্য কোনো কারণে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে, যেমন ক্যানসারের চিকিৎসা নিলে, স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করলে।

-যাঁরা ধূমপান করেন।

চিকিৎসা ঃ সাধারণত নিউমোনিয়ার চিকিৎসা বাড়িতেই সম্ভব। এ জন্য সঠিক ওষুধের পাশাপাশি এই সময় প্রচুর তরল খাবার, পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে। নিউমোনিয়া ভালো হতে দু-তিন সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। কুসুম গরম জল, লবণজল বা লাল চা দেওয়া যেতে পারে। নাকে নরমাল স্যালাইন, নাসাল ড্রপ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অন্য কোনো ওষুধজাতীয় ড্রপ দেওয়া যাবে না। দুই বছরের নিচের শিশুদের বুকের দুধ বন্ধ করা যাবে না। বুকে তেল, ভিক্স বাম ব্যবহার করাও উচিত নয়। শিশুদের সামান্য কাশিতে অহেতুক সাকশন যন্ত্র দিয়ে কফ পরিষ্কার বা নেবুলাইজার যন্ত্র ব্যবহারও ঠিক নয়। তবে অবস্থা সংকটাপন্ন হলে, অর্থাৎ খুব বেশি শ্বাসকষ্ট, সবকিছুই বমি করে দিলে, শিশু অজ্ঞান হয়ে গেলে বা খিঁচুনি হলে অবশ্যই দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

কী জটিলতা দেখা দেয়

-রক্তপ্রবাহে জীবাণুর সংক্রমণ

-ফুসফুসের চারপাশে তরল জমা এবং সংক্রমণ

-ফুসফুসে ঘা হয়ে ক্ষত হতে পারে

-তীব্র শ্বাসকষ্ট

শীতে খেলাধুলা করলে

যাঁরা বিভিন্ন খেলাধুলা, বিশেষ করে রাতে, যেমন ব্যাডমিন্টন খেলেন, তাঁদের একটু সচেতন হওয়া উচিত। কারণ, গা ঘেমে তা যদি আবার শরীরে শুকিয়ে যায়, তাহলে তা থেকে ঠান্ডা, সর্দি-কাশি হতে পারে। সেখান থেকে নিউমোনিয়া হতে পারে। তবে সুখবর হলো, যাঁরা নিয়মিত খেলাধুলা বা ব্যায়াম করেন, তাঁদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকার কারণে সাধারণত এসব অসুখে কম ভোগেন। আর এই তীব্র শীতে বাড়ি থেকে বের হলে মুখে মাস্ক পরা যেতে পারে। তাহলে শ্বাসনালিতে ঠান্ডাজনিত সমস্যাগুলো কম হবে।

প্রতিরোধ করা যায়

হ্যাঁ, নিউমোনিয়া প্রতিরোধযোগ্য রোগ। সচেতন হলে সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

১. নিতে হবে নিউমনিয়ার ভ্যাকসিনসহ অন্য রোগেরও, যারা নিউমোনিয়া করতে পারে। বিশেষ করে ৫ বছরের নিচে বা ৬৫ বছরের ওপরে বয়সীদের অথবা যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম।

২. নিয়মিত হাত ধুতে হবে। যেমন নাক পরিষ্কারের পর, বাথরুমে যাওয়ার পর, খাবার আগে ও পরে।

৩. ধূমপান বন্ধ করতে হবে। কারণ, ধূমপান ফুসফুসের রোগপ্রতিরোধ করার ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়। ফলে সহজেই সংক্রমণ ঘটতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ চারপাশের বায়ু দূষণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করতে কি কি করা উচিত?

উত্তর ঃ বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ ২১ ভাগ। যদি কোনো কারণে এর ঘাটতি হয়ে অন্য গ্যাসের ঘনত্ব বা ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে যায়, তবে তাকে দূষিত বায়ু বলে। আগুন পরিবেশের অক্সিজেন নষ্ট করে ব্যাপক মাত্রায়। যানবাহন, কলকারখানার কালো ধোঁয়া বাতাসকে দূষিত করে। হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি গ্যাসও ক্ষতিকর। নানা দূষণের কারণে আমাদের এই শহরে স্বাভাবিক নিশ্বাস নিতেও স্বস্তি হয় না। প্রায়ই মনে হয় দম আটকে আসছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আসুন জেনে নিই কী করলে এটা একটু কমানো যায়। রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত যে ধুলাবালি উড়ছে, তা শ্বাসতন্ত্রের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে হাঁপানির উদ্রেক করে। শহরে এই ধরনের রোগীর সংখ্যা বেশি। ধুলা এড়ানোর জন্য নাকে-মুখে মাস্ক ব্যবহার করলে কিছুটা রক্ষা হয়, কিন্তু তারপরও ক্ষুদ্র কণা শ্বাসতন্ত্রে ঢোকে। যাঁরা ধূলিময় এলাকায় কাজ করেন, যেমন রাস্তা বা দালানের শ্রমিক, তাঁরা বিশেষ ধরনের মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। যাঁরা বাইক চালান, এই বিশেষ মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন তাঁরাও। ধূমপায়ীদের মধ্যে ক্ষতির ঝুঁকি বেশি। তাই ধূমপান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যা-ই হোক না কেন, অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কল-কারখানার রাসায়নিক ফুসফুসের স্বাভাবিক কলাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে এবং শক্ত ও দানাদার করে তুলতে পারে। একে বলে ফাইব্রোসিস বা আইএলডি। তাই কারখানার শ্রমিক জনগোষ্ঠীর জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা উচিত, দাবি তুলতে হবে সব পক্ষ থেকে। বিকল যানবাহন বায়ুদূষণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই বিষয়ে কেবল ট্রাফিক বিভাগের নয়, আমার-আপনার সচেতনতাও প্রয়োজন। নিজের যানবাহন সার্ভিসিং করা, সারানো বা ধোঁয়ামুক্ত করলে নিজের পরিবারও রক্ষা পাবে। দূষণজনিত ফুসফুসের রোগ থেকে সুস্থ থাকতে ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ ফলমূল ও শাকসবজি খান। ভিটামিন সির কার্যকারিতা ২৪ ঘণ্টার বেশি থাকে না। তাই প্রতিদিন একটু হলেও লেবু, আমলকী, আনারস, জাম্বুরা, আমড়া, পেয়ারা, কাঁচা মরিচ, জলপাই, টমেটো, কমলালেবু ইত্যাদি গ্রহণ করুন।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। বয়স ৪২। দ্রুত বীর্য স্খলন হয়ে যায়। স্থায়ীভাবে এ থেকে নিরাময় কি সম্ভব?

উত্তর ঃ আর নেই ভাবনা। রক্তে সেক্স-হরমোন এনালাইসিস করে রোগটি নিরাময় করা সম্ভব। বিভিন্ন যৌন রোগ যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদির জীবাণু আছে কিনা তা সনাক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৯ বছর, ওজন ৬৮ কেজি, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। আমার আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টে ফ্যাটিলিভার চেঞ্জ ধরা পড়েছে। শুনেছি, এটি নাকি লিভারের জটিল রোগ, যাতে খাদ্যবিধি মেনে চলতে হয়। এই অবস্থায় করণীয় কী?

উত্তর ঃ সুস্থ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুললে ফ্যাটিলিভার ভালো হয়ে যায়। এমন কোনো ওষুধ নেই, যা সেবনে ফ্যাটিলিভার ভালো হয়ে যাবে। এ জন্য অবশ্যই সুস্থ খাদ্যবিধি মেনে চলতে হবে। অতিরিক্ত শর্করাজাতীয় খাবার পরিত্যাগ করতে হবে। রাতের বেলা ভাত কম খেতে হবে অথবা রুটি খেতে হবে। প্রচুর হাঁটাহাঁটি করতে হবে। চর্বিজাতীয়, শর্করাযুক্ত খাবার যেমন-খাসির মাংস, ঘি, পনির, মাখন, ফাস্ট ফুড, জাংক ফুড বাদ দিতে হবে। কিছু রোগের কারণেও যেমন-ডায়াবেটিস, রক্তে চর্বি বেশি থাকা, থাইরয়েডের সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন ইত্যাদি থাকলে অনেক সময়ই ফ্যাটিলিভার দেখা দেয়। আবার অতিরিক্ত মেদবহুল বা বেশি ওজনের মানুষও ফ্যাটিলিভারে আক্রান্ত হতে পারে। তাই যাদের ওজন বেশি, তাদের ওজন কমানো, ' ভাইরাসের চিকিসা, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং লিভার ফাংশনে ক্ষতির মাত্রা দেখা উচিত। অনেক সময় ফ্যাটিলিভার থেকে কারো তেমন সমস্যা হয় না আবার অনেকের এর ফলে লিভারসিরোসিস, এমনকি লিভার ক্যান্সারও হতে পারে। তাই একজন লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে ভালো। অযথা ঘাবড়াবেন না। সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে সমাধান পাওয়া সম্ভব।

পার্টি অফিসে তালা

দুরন্ত বার্তা, কেশপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে অবাক কাণ্ড। তৃণমূলের হাতে দখল হয়ে যাওয়া পার্টি অফিস পালটা দখল করল সিপিএম। তাও আবার যেমন তেমন জায়গায় নয়। রাজনৈতিক সংঘর্ষের জন্য কুখ্যাত কেশপুরের মহিষদায়। যে গ্রামের বাসিন্দা অভিনেতা সাংসদ দেবের পরিবার। পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। সমালোচনার শিকার হওয়ার ভয়ে মুখ খুলছে না তৃণমূল। স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের দাবি ওই পার্টি অফিস তাদের বানানো। কয়েক বছর আগে সেটি দখল করে নেয় তৃণমূল। তার পর বারবার পার্টি অফিস হস্তান্তর করতে বললেও কানে তোলেনি তারা। অবশেষে শনিবার পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন সিপিএম নেতারা। স্থানীয় এক সিপিএম নেতা বলেন, গ্রামের ছেলে সাংসদ। কিন্তু গ্রামে তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। কোনও উন্নয়ন হয়নি গ্রামে। পার্টি অফিস ওদের জিম্মায় রেখে তাহলে লাভটা কী হবে? তাই আমাদের পার্টি অফিস আমরা ফিরিয়ে নিয়েছি। এব্যাপেরে মুখে কুলুপ এঁটেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। গ্রামবাসীরাও ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে নারাজ। ওদিকে শাসকদলের পার্টি অফিস দখল হওয়ার খবর পেয়ে পাহারা দিতে পৌঁছে গেছে পুলিশ। এলাকার পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে।

রঙিন ফুলকপি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে চোপড়া ব্লকের কুমোরটুলি গ্রামে রঙিন ফুলকপির চাষ শুরু হয়েছে। সাদা ফুলকপি এবং ব্রকোলি চাষের পর পরীক্ষামূলকভাবে বেগুনি এবং হলুদ রঙের ফুলকপি চাষ শুরু হয়েছে, রঙিন ফুলকপির চাষ শুরু করেছেন স্থানীয় কৃষকরা। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, রঙিন শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে সেই কারণে কৃষকদের এই চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি থাকায় কৃষকরা ভালো মূল্য পাবেন বলেও আশা করা হচ্ছে। হলুদ ও বেগুনি-এই দুই ধরনের ফুলকপির চাষ হচ্ছে চোপড়া ব্লকে, রঙিন এই ফুলকপির বাজারে বেশ চাহিদা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই রঙিন ফুলকপি চাষে যথেষ্ট উৎসাহী কৃষকরা।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৫তম ডিজিকিউএ ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২২-২৩ হয় ইছাপুর এমএসএফ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। ফুটবল প্রতিযোগিতার আযোজন করেছিল ইস্ট জোন, ডিজিকিউএ এসসিবি। ফাইনাল ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করে সাউথ জোন এবং ওয়েস্ট জোন। সাউথ জোন ১-০ গোলে ওয়েস্ট জোনকে পরাস্ত করে। জয়সূচক গোলটি করেন চাঁদ পাশা। বিজয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন প্রধান অতিথি ব্রিগেডিয়ার আইএম সিং (কন্ট্রোলার, সিকিউএ, (এসএ) ইচ্ছাপুর। ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হন বিনোদ আনন্দ (ওয়েস্ট জোন)। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন সেনথিল কুমার (সাউথ জোন)। সর্বোচ্চ গোলদাতা হন চাঁদ পাশা (সাউথ জোন)।

Name Change
I SATYA BANERJEE, S/O LATE RASHBIHARI BANERJEE, R/O VILL & P.O PANCHPOTA, P.S. GAIGHATA, DIST - NORTH 24 PGS, PIN- 743273. SHALL HENCEFORTH BE KNOW AS SATYARANJAN BANERJEE, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/02/2023.

Name Change
I, FARUK UDDIN (Old Name) S/o HASSAN ALI SEIKH residing at Kulbarui, Gopikantapur, PO-Jolkul, PS-Gurap, Dist-Hooghly, Pin-712303 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SK FARUKUDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/02/2023. FARUK UDDIN and SK FARUKUDDIN both are same and one identical person.

Name Change
I, SOMAIYA MOLLA (Old Name) D/o ALAUDDIN MOLLA residing at Vill-Debipur, PO-Satghara Debipur, S24Pgs-743395 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) SUMAIYA MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/02/2023. SOMAIYA MOLLA and SUMAIYA MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, EMA GURUNG alias EMMA GURUNG (Old Name) W/o LATE JUM BAHADUR GURUNG residing at 2/89 MAHENDRA BANERJEE ROAD,PARNASREE PALLY , KOLKATA, Pin-700060 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) EMMA MARY GURUNG, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/02/2023. EMA GURUNG, EMMA GURUNG and EMMA MARY GURUNG three are same and one identical person.

জেল থেকে দল চালাচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল
বিস্ফোরক অভিযোগ কাজলের

দুরন্ত বার্তা, নানুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ জেল হেফাজতে থাকা অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে ফোনে কথা হয় জেলা সভাধিপতির, এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূলের বীরভূম কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আগেই অভিযোগ করেছেন 'জেল বসে দল পরিচালনা করছেন অনুব্রত'। সেই অভিযোগেই কার্যত শিলমোহর দিলেন তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। জেল বসেই দল চালাচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল। এমনই বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করেন জেলা তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে কোনওদিনই সুসম্পর্ক ছিল না কাজল শেখের। অনুব্রত মণ্ডলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি। তবে অনুব্রতহীন বীরভূমে দায়িত্ব বেড়েছে তাঁর। কোর কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। এতদিন দলের কোন পদে না থাকলেও সদ্য বীরভূম সফরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের জেলা নেতাদের নিয়ে বৈঠক করে কাজল শেখকে কোর কমিটি সদস্য করেন। অর্থাৎ, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ৭ জনের কোর কমিটিতে স্থান পান কাজল শেখ। পঞ্চায়েত ভোটের আগে সম্প্রতি বীরভূমে কোর কমিটি তৈরি করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কমিটির বৈঠক না হওয়া নিয়ে 'অনুযোগ' রয়েছে কাজলের। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের পর শনিবার বোলপুরে তৃণমূলের জেলা কমিটির বৈঠক ছিল। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে কাজল শেখকে শেষের সারিতে বসতে দেওয়া হয়। এমনকি, বৈঠকে কাজল শেখ প্রশ্ন তোলেন, কেন কোর কমিটি গঠনের পর থেকে একটা বৈঠক হল না। এই নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়। এরপরেই জেলা কমিটির বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান কাজল শেখ। শনিবার বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূলের জেলা কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানে ছিলেন কাজল। কিন্তু বৈঠক শুরু হওয়ার কিছু ক্ষণ পরেই বেরিয়ে যেতে দেখা যায় তাঁকে। এ নিয়ে কাজলের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'আমার ব্যক্তিগত কাজ ছিল।' রবিবার নানুরের উচকরণ গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্দর বাসস্ট্যান্ডে একটি কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন কাজল। সেখানে শনিবারের বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, গতকাল বিকাশ রায়চৌধুরী বলেছেন, উনি কেষ্টদার পরামর্শ মতো চলছেন। হয়তো বিকাশদার সঙ্গে কেষ্টদার জেল থেকে ফোনে কথাবার্তা হচ্ছে। তবে সেটা নিয়ে আমি কিছু বলব না। এটা জেলা সভাধিপতির কথা। তাঁর ফোন চেক করলে বোঝা যাবে। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, বিষয়টা টেকনিক্যাল। ওরা কি বলেছে, আমার জানা নেই। ওরাই বলছে। কাজল শেখের মন্তব্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কাজলের মন্তব্য দলে বিভ্রান্তি তৈরি করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিকাশ। তৃণমূলের বীরভূম জেলার কোর কমিটিতে আছেন বিকাশ। তাঁর কথায়, কেষ্ট যে ভাবে দল চালাত, আমরাও সেই ভাবেই চালাচ্ছি। উনি কেন বিতর্ক তৈরি করছেন জানি না। দলে বিভ্রান্তি তৈরি করছেন। তিনি জেলে আছেন তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। এই দাবিটা মিথ্যে। রবিবার যে মেজাজে কাজলকে দেখা গিয়েছে, তৃণমূল সূত্রে দাবি, শনিবার জেলা কমিটির বৈঠকেও তেমনই ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। বীরভূমের জোড়াফুল শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবারের বৈঠকে কাজল অভিযোগ করেন, কোর কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি, কমিটি গঠনের বেশ কয়েক দিন পরেও কেন বৈঠক ডাকা হল না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কাজল। এমনটাই দাবি ওই সূত্রের। এদিন নানুরের বন্দরে একটি সভা ছিল কাজল শেখের। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, দলের ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ। বৈঠক এক প্রশ্নে কাজল শেখ বলেন, আমি চাইলে যে কোন সময় পঞ্চায়েতের যে কোন পদে বসতে পারতাম। আমার কোন পদের ইচ্ছে নেই। মুখ্যমন্ত্রীর কথা মত আমি বলেছিলাম নেতারা বাড়িতে বসে না থেকে পার্টি অফিসে বসুন। কেন কোর কমিটির বৈঠক না হয়ে, জেলা কমিটির বৈঠক ডেকে দেওয়া হল।

গ্রামের রাস্তা সংস্কার করা না হলে নেতাদের ঝাঁটাপেটার হুমকি

তনুজ জৈন, মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ আগে রাস্তা, তারপর ভোট। তার আগে নেতারা গ্রামে ভোট চাইতে আসলে ঝাঁটা পেটা করার হুশিয়ারি ছুড়লেন গ্রামবাসী। শুধু তাই নয়, বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভে নামলেন গ্রামের বাসিন্দারা। শনিবার মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের বংগুয়া গ্রামের ঘটনা। গোটা ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতীক চাপানউতোর। উল্লেখ্য, মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বঙ্গুয়া গ্রাম। এই গ্রামে দীর্ঘ বঞ্চনার অভিযোগ, নেই রাস্তা, নেই পথবাতি। একের পর এক নির্বাচন আসে সরকার গঠন হয় কিন্তু বঞ্চনার অভিযোগ জমতেই থাকে বঙ্গুয়া গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে। গ্রামের ঢোকার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। লাল মাটির ধূসর রাস্তা। রাস্তার মাঝে মাঝে তৈরি হয়েছে বড়ো গর্ত গর্ত। বেরিয়ে এসেছে ইট। এবড়ো-খেবড়ো বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে চরম ভোগান্তির শিকার হন গ্রামবাসী। এই রাস্তা এক দুটি গ্রামের নয়, ১০টি গ্রামের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। অন্যান্য সময় ঝুঁকির সহিত যাতায়াত করা গেলেও বর্ষার মরশুমে এই রাস্তায় পা রাখা দায়। একটু বৃষ্টি হলে রাস্তা যেন চষা জমিতে পরিণত হয়। রাত-বিরেতে কোন পথ বাতি না থাকার কারণে সূর্যাস্তের পর গ্রাম থেকে বের হন না গ্রামের বউ ও মেয়েরা। রাস্তাই পথবতি না থাকার কারনে রাতের অন্ধকারে সুযোগ নিয়ে হরদম ঘটে চলেছে ছিনতাই ও দুস্কৃতি দৌরাত্ম। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে প্রশাসনের বিভিন্ন দরবারে আরজি জানিয়েও মিলেনি সুরাহা। নানান টালবাহানের মধ্যে আজও অধরা ১০ টি গ্রামের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা, নেই পানীয় জল ও পথ বাতি। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, নির্বাচনের আগে রাস্তা সংস্কার না হলে ভোট বয়কট করব। গ্রামের কেউ ভোট দিতে যাবো না। শুধু তাই নয়, কোন নেতা ভোট চাইতে আসলে তাকে ঝাঁটাপেটা করে গ্রাম থেকে বের করব। যদিও মতিয়ারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই বুথের পঞ্চায়েত সদস্য, সাকির আহমেদ বলেন, রাস্তা সংস্কারের জন্য পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে, এত লম্বা রাস্তা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ঠিক করা অসম্ভব। জেলা পরিষদ ও বিডিওকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। বেহাল রাস্তা নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। চাঁচল ১ নং ব্লকের বিজেপির কো-কনভেনার প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, শাসক দলের নেতারা মুখ বাজিয়ে বলছেন গ্রাম জুড়ে উন্নয়ন চলছে তা যে ভুয়ো তা বগুয়া গ্রামের ঘটনায় প্রমাণিত। আমাদের দখলে পঞ্চায়েত আসলে আমরা রাস্তা সংস্কার করে দেখাবো। যদিও চাঁচল ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আফসার আলী বলেন, কেন রাস্তা সংস্কার হয়নি সেটা পঞ্চায়েত বলতে পারবে। তবে মমতা ব্যানার্জির সরকারের আমলে কোন রাস্তা কাঁচা নেই। রাস্তা দ্রুত পাকা করা হবে।

৭০৩ বছর পর উৎসবমুখর ত্রিবেণী

প্রীতম সাধুখাঁ, ত্রিবেণী, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ বা প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর মিলনস্থলের নাম ত্রিবেণী। সেখানে ১২ বছর অন্তর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে রয়েছে ত্রিবেণী। এখানেও গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলনস্থল। কালের নিয়মে যমুনার অস্তিত্ব সংকটে অন্যদিকে সরস্বতী নদীও শুকিয়ে খালে পরিণত হয়েছে। একসময় সপ্তগ্রাম ছিল বাংলার বাণিজ্য বন্দর। এই তিন নদীকে কেন্দ্র করে চলত বানিজ্য। সেই দিক দিয়ে দেখলে কলকাতার অনেক আগে সপ্তগ্রাম ছিল বানিজ্য বন্দর। নদীপথে বানিজ্য সহজ হওয়ায় ব্রিটিশদের আগে হুগলি নদীর তীরে ব্যান্ডেলে পর্তুগিজ চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ চন্দননগরে ফরাসি শ্রীরামপুরে ড্যানিশদের উপনিবেশ ছিল। বিদেশীরা আসার বহু আগে ত্রিবেণী হয়ে উঠেছিল সনাতন হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র। ত্রিবেণী সংগমকে বলা হয় মুক্তবেনী। চতুর্দশ শতকের আগে ত্রিবেণীতে সাধু সন্তদের মেলা বসত। ত্রিবেণীতে পূন্যস্নান করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু সন্তরা জড়ো হতেন। সেই মিলন মেলা কুম্ভমেলা বলে পরিচিত ছিল। কালের নিয়মে নদীর মতই সেই কুম্ভমেলাও পথ হারায়। দেশের অন্যান্য জায়গায় কুম্ভের আয়োজন হয়। সেখানো বহু সনতনী হাজির হন। শাহি স্নান করেন পূন্য অর্জন মোক্ষ লাভের জন্য। বাঁশবেড়িয়া পুরসভা ও ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা সমিতি গত বছর থেকে কুম্ভ মেলার আয়োজন করে। প্রায় ৭০৩ বছর পর সেই কুম্ভ গত বছর থেকে শুরু হয়েছে। কোভিড আবহ পেরিয়ে গত বছর ছোটো করে আয়োজন হয়। এবারে আয়োজন অনেক বড়। বাংলার মাঘ সংক্রাতিতে কুম্ভ মেলার আয়োজন হয় ত্রিবেণীতে। ইতিহাস খুঁজে মহানির্মানী আখড়ার সাধু সন্তরা কুম্ভের সন্ধান পেয়েছেন। সেই মেলাকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে ত্রিবেণী। বাংলায় পৌষ সংক্রান্তিতে যেমন গঙ্গা সাগরমেলা হয়। তেমনি ত্রিবেণীতে বিষুব সংক্রান্তিতে এই কুম্ভ স্নানের আয়োজন হয়। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী জানান ত্রিবেণীতে যে কুম্ভ মেলা হত তা ইতিহাস ঘেঁটে খুঁজে বের করেন বাঁশবেড়িয়ারই কয়েকজন গবেষক। সেই অনুযায়ী ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা সমিতি তৈরী হয়। আজ থেকে ১৪ ফ্রেব্রুারি পর্যন্ত চলবে এই কুম্ভমেলা। ১৩ তারিখ হবে শাহিস্নান। প্রথমে সপ্তর্ষি ঘাটে সাধুরা স্নান করবেন। পরে অন্যান্য ঘাট সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। কুম্ভ মেলায় বহু মানুষের উপস্থিতি হবে। তাই হুগলি গ্রামীন পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে জোরদার। গঙ্গার যেখানে স্নান হবে সেখানে নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। নজরদারি চালানো হবে ঘাটগুলোতে। ত্রিবেণী শিবপুর মাঠে হাবান কুন্ড করে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। গঙ্গার পারে নাগা সন্ন্যাসী ও সাধুরা তাদের আখাড়া করে থাকছেন। হোম যাগযজ্ঞ স্ত্রোত পাঠ থেকে সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি হবে। মহামন্ডলেশ্বর পরমহংস স্বামী পরমাত্মনন্দজী মহারাজ শনিবার মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরে আসেন। এক ধর্ম সভা থেকে সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানান পূন্য কুম্ভে যোগ দিতে। তিনি বলেন, এই কুম্ভ বাঙালির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। প্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে মাহেশ হয়েই ত্রিবেণী তীর্থে পৌঁছাতে হবে। হারানো সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে দেওয়া জন্যই এই ভাবনা। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেচ, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর ও পুলিশকে নিয়ে আলোচনা করা হয় এই কুম্ভমেলা নিয়ে। মহা স্নানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক, বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও পুলিশ মোতায়েন থাকবে যাতে কোন অঘটন না ঘটে। পৌরসভার পক্ষ থেকে আলো দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন তারা ভান্ডারা দিচ্ছেন। মানুষের অসুবিধা না হয় তার জন্য বায়ো টয়লেট থাকছে। ক্লাব প্রতিষ্ঠান সহ নানা জায়গায় সাধুদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধু ও নাগা সন্ন্যাসীরা আসছেন। মগরা, ব্যান্ডেল, ত্রিবেণী, হুগলি ঘাট সহ পাঁচটি রেল স্টেশন দিয়ে পুণ্যার্থীরা আসবেন। তাই রেল পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। কুম্ভ যাতে সুষ্ঠ ভাবে হয় তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপুরে ধৃত ব্যাঙ্ক প্রতারণা চক্রের ৫

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ অনলাইনে ছত্তিশগড়ের জৈনিক ব্যাক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব। ঘটনায় দুর্গাপুর বিধাননগর থেকে ৫ সাইবার প্রতারককে গ্রেফতার করল ছত্তিশগড় পুলিশ। ছত্তশগড় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম প্রকাশ রাজভার, দীনেশ রায়, মহঃ আলাম, রোহিত কুমার যাদব। এই চারজন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। অপর একজন মহেন্দ্র সিং রাজস্থানের বাসিন্দা। রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশে ছত্রিশগড় পুলিশকে। ঘটনায় জানা গেছে, ২৩ জানুয়ারি ছত্তিশগড়ের রাইপুরের সুদর্শন জৈন নামে এক ব্যাক্তির অনলাইনের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৪ লক্ষ টাকা গায়েব করে। ঘটনায় সুদর্শনবাবু স্থানীয় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে ছত্তিশগড় সাইবার ক্রাইম বিভাগের পুলিশ। তদন্তে নেমে, দুর্গাপুর বিধাননগরে লুকিয়ে থাকা ওই চক্রের হদিশ পায় পুলিশ। শনিবার রাত্রে আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেট পুলিশের সহযোগিতায় প্রকাশ রাজভার, দীনেশ রায়, মহঃ আলাম, রোহিত কুমার যাদব, মহেন্দ্র সিং নামে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু মোবাইল, এটিএম কার্ড ও প্রায় দেড়'শ সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করে। তদন্তে থাকা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সনৎ সাহু জানান, ২৩ জানুয়ারি ছত্রিশগড়ের এক ব্যক্তিকে অনলাইনের মাধ্যমে ১৪ লক্ষ টাকা প্রতারণা করে ওই প্রতারকরা। ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দুর্গাপুর থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। রবিবার ধৃতদের দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। ছত্তিশগড় পুলিশ জানিয়েছে, সেখানে আদালতে নিজ হেপাজতে নিয়ে তদন্ত করা হবে। দুর্গাপুরে প্রতারণা চক্রের ঘাঁটি তৈরী নতুন কিছু নয়। গত ২০২১ সালের ১৯ নভেম্বর ফোনে প্রাননাশের হুমকির ভয় দেখিয়ে অনলাইনে মোটা টাকা হাতানোর অভিযোগে এক চক্র ধরা পড়ো। দেড় মাস ধরে দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে জ্বালানি গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটার দেওয়া ও তদারকির কাজের নাম করে একটি বাড়ীতে ভাড়া নিয়ে ঘাঁটি তৈরী করেছিল। মাসখানেক থাকতেই তাদের কাজে বাড়ীর গৃহকর্ত্রীর সন্দেহ হয়। ধৃতরা বাড়ীর ভেতর দরজা বন্ধ করে মোবাইলে বিভিন্ন মানুষকে নানাভাবে হুমকি দিত বলে অভিযোগ। বেগতিক বুঝে বাড়ী মালিক গোটা বিষয়টি পুলিশে জানায়। তারপরই বাড়ী মালিকের তৎপরতায় দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে পুলিশের জালে ধরা পড়ে এক অনলাইন প্রতারণা চক্র। উদ্ধার হয়েছে ২৭টি সিমকার্ড। ১৬টি মোবাইল ফোন। ধৃতদের নাম মহঃ হোসেন আনসারী, নাজু আনসারী, গোলাম হোসেন, শেখ শাহওবাজ আনসারী, আবদুল খালেক। ধৃতরা বিহারের দুমকা ও ঝাড়খন্ডের দেওঘরের বাসিন্দা। ২০২২ সালে আন্তঃরাজ্য সোনা প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ২ মহিলা সহ ৪জনকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুর পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে ছিল ঝাড়খন্ডের জামতাড়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতী নাঈমুল হক। বাকি তিন জন জামুড়িয়ার বিনোদ পাত্র, অঞ্জনা সিং এবং কাজল সিং। তারপর এদিনের ঘটনার খবর চাউর হতে বিস্তর শোরগোল পড়েছে শিল্পশহরজুড়ে। যদিও কয়েকদিন আগে সাইবার প্রতারণা থেকে শহরবাসীকে নিয়মিত সজাগ ও সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট পুলিশ। এমনকি নাম পরিচয় যাচাই করে বাড়ী ভাড়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশ।

মারধরে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের স্মারকলিপি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কুসংস্কার ছড়ানো সহ এলাকার বাসিন্দাদের মারধরের অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে ইটাহার থানায় লিখিত আকারে স্মারকলিপি প্রদান আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের। রবিবার আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লক কমিটির তরফে বেশকিছু সমর্থক ইটাহার থানার আইসি মানবেন্দ্র নাথ সাহাকে লিখিত আকারে স্মারকলিপি প্রদান করেন। জানাযায়, গত ৩ ফেব্রুয়ারি ইটাহার থানার প্রতিরাজপুর অঞ্চলের শ্রীধরপুর এলাকায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শেষে অশ্লীল নাচের ভিডিও ভাইরাল হয় হরিরামপুর থানা এলাকার বাসিন্দা কবিরাজ টুটু নামে এক ব্যক্তির। এরপর কবিরাজ টুটু কিছু দুষ্কৃতিকে এনে ওই অশ্লীল ভিডিও সোসাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার অভিযোগে গত ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীধরপুর এলাকায় পুণরায় এসে রাম টুডু, কল্পনা মার্ডি, গাইনা টুডুকে মারধর করে। এরপর পরিবারের তরফে হরিরামপুর থানা সহ ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয় অভিযুক্ত কবিরাজ টুটু সহ তার ৬ সঙ্গীর নামে। কিন্তু বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও পুলিশ-প্রশাসন অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি। ফলে অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানানোর পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব ও নিরপরাধ আদিবাসী সাধারণ মানুষদের হেনস্থা করার অভিযোগ তুলে এদিনের এই স্মারকলিপি প্রদান করে জানায় সংগঠনের তরফে। ইটাহার থানার আইসি মানবেন্দ্র নাথ সাহা তদন্ত করে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছে বলে জানা যায়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান কমিটির জেলা সভাপতি দুর্গা মুর্মু, ব্লক সভাপতি গোপাল টুডু, সেঙ্গেল অভিযানের জেলা পরগনা লুপসা হাঁসদা সহ অন্যান্যরা।

পুণ্যার্থীদের মার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ মা তারার পুজো দিতে গিয়ে সেবাইতদের একাংশের হাতে প্রহৃত হলেন কয়েকজন মহিলা। তাদের অভিযোগ সেবাইতদের দাবি মতো মোটা অঙ্কের টাকা না দেওয়ায় মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের বেশ কয়েকজন মহিলা পুণ্যার্থী। সেই সময় মন্দিরে ঢুকতে গেলে তাদের জন প্রতি ২০০০ টাকা করে দাবি করা হয় বলে অভিযোগ। মহিলারা সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সেবাইতদের একাংশ এবং তাদের লোকজন বাঁশ ও লাঠি নিয়ে মহিলাদের উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্যা মঞ্জু মোহান্তি। দুদিন ধরে তারাপীঠে বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সম্মেলন চলছে। এদিন সকালে তাদেরই কয়েকজন তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে যান। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহিলা মোর্চার রাজ্যে সভানেত্রী তনুজা চক্রবর্তী। তারা সেখানে প্রতিবাদ জানান। আক্রান্ত মঞ্জু মোহান্তিকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঞ্জু মোহান্তি বলেন, আমরা কয়েকজন মহিলা মা তারার দর্শন করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু মায়ের দর্শন পেতে যেতে পাঁচশো থেকে দুই হাজার টাকা দিতে হয় জানতাম না। আমরা সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় আমাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। প্রতিবাদ করলে মারধর শুরু হয়। আমরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হব।

হল না দেহদান

দুরন্ত বার্তা, বাকুঁড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার সত্ত্বেও অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মী অমিয় গোপাল মোহান্তর দেহদান করতে পারলেন না তার পুত্র অভিজিৎ ও পুত্রবধু পারমিতা মোহান্ত। এই ঘটনায় যারপরনাই হতাশ তারা। রবিবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এনাটমি বিভাগ বন্ধ থাকায় দেহ সংগ্রহ হয় নি। অমিয় গোপাল মোহান্তর (৭২) বাড়ি কোতুলপুর থানার রাইবাঘিনী গ্রামে। তবে তার চোখ ২টি দান করা সম্ভব হয়েছে। চোখ সংগ্রহ করে দুর্গাপুর ব্লাইন্ড রিলিফ সোসাইটি। দেহদান করতে না পারলেও চোখ দান করা সম্ভব হয়েছে এই সান্ত্বনা নিয়ে মরদেহ রাইবাঘিনী গ্রামে নিয়ে গিয়ে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন অভিজিৎ বাবু। কয়েকদিন আগে অমিয় গোপাল মোহান্ত তার জামাই সিপিএমের জেলা নেতৃত্ব বড়জোড়ার সুজয় চৌধুরীর বাড়িতে এসেছিলেন। সুজয় চৌধুরী বলেন, তিনি দীর্ঘদিন কিডনির অসুখে ভুগলেও ভালোই ছিলেন। রবিবার ভোর ৩ টা ৪০ মিনিট নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি একবছর আগে মরণোত্তর দেহদান করে যান। তার শেষ ইচ্ছে পূরণ হলনা। তিনি বলেন হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে জানানো হয় সোমবার পর্যন্ত মরদেহ আমাদেরই দ্বায়িত্ব নিয়ে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। তারপর দেহদান প্রক্রিয়া শুরু হবে। সেটা সম্ভব হল না বলেই দেহটি সৎকার করতে বাধ্য হলাম।

মহলন্দী মাদ্রাসার উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠান

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল কান্দির একটি মাদ্রাসা। পথ নিরাপত্তা অভিযান থেকে প্রত্যন্ত এলাকায় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল কান্দি থানার অন্তর্গত মহলন্দী মাদ্রাসা সিরাজুল মুনীর। 'সাবধানে চালান, জীবন বাঁচান', 'নিজে বাঁচুন, অপরকে বাঁচান' প্রভাত ফেরিতে মাইকিং করে পথ চলতি মানুষ এবং এলাকার মানুষকে সচেতন করতে মহলন্দী সিরাজুল মুনীর মাদ্রাসার উদ্যোগে এবং কান্দি পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় রবিবার সকালে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হল মহলন্দী বাজারসহ সংলগ্ন এলাকায়। মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, স্থানীয় সমাজসেবী, শিক্ষক এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে একটি পদযাত্রার মাধ্যমে মাইকিং করে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত কান্দির মহলন্দী মাদ্রাসা সিরাজুল মুনির উন্নতিকল্পে ৩০তম বার্ষিক জালসা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার এবং রবিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে একাধিক সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় মাদ্রাসা কমিটির পক্ষ থেকে। বহরমপুর এবং কান্দির মধ্যে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা মহলন্দী সেখানে মাদ্রাসার উদ্যোগে স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা উদ্যোগ কান্দিতে প্রথম বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও মাদ্রাসার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, অঙ্কন প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে একাধিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সম্পাদক সৈয়দ বদরুদ্দোজা, সভাপতি সবুর আলী, বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং শিক্ষক মইনুল হোসেন কবীর এবং কান্দি পুলিশ-প্রশাসনের কর্মরত অফিসার বৃন্দ। এ বিষয়ে সম্পাদক সৈয়দ বদরুদ্দোজা বলেন, বিভিন্ন মহলে মাদ্রাসা সম্পর্কে মানুষের কাছে ভুল ধারণা আছে যে মাদ্রাসায় কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু তা নয়। মাদ্রাসা হচ্ছে শিক্ষা সংস্কৃতির বড়ো অঙ্গ। তাই জালাসার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মাদ্রাসার এই সামাজিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পুলিশ-প্রশাসন থেকে এলাকার মানুষ।

Office Of The Pradhan
GHATBERA- KEROWA GRAM PANCHAYAT
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice inviting e-Tender No. 10/2022-23 G.K.G.P (Sl No. 1-12) Dated 9/02/2023 of the Office of the Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, PO:- Ghatbera, Dist:- Purulia inviting e-Tender for 4(Four)Nos. Scheme Under 15th F.C in Portal **www.wbtenders.gov.in Reference Tender ID:- 2023_ZPHD_470619_1.** Date of Publishing of NIT Documents (Online) **09/02/2023.** Starting Date of Downloading of Documents (Online) **From 09/02/2023 at 10.00 AM up to 21/02/2023 at 04.00 AM.** Starting date of Submission of Bid (Online) **09/02/2023 at 11.00 PM upto 21/02/2023 at 04.00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online) **24/02/2023 at 11.00 PM .**
Sd/- Pradhan
Ghatbera -Kerowa Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No. 02/2022-23 (2nd call)
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites Tender(online & offline) from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents **from 11/02/2023 from 6.00 PM up to 17/02/2023 at 6.00 PM.** Last date of submission of Bid(online) **11/02/2023 from 6.00 PM to 17/02/2023 at 6.00 PM.** Date of opening of Tender on **20/02/2023 from 11.00 AM .** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No. 04/2022-23 (2nd call)
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites Tender(online & offline) from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents **from 11/02/2023 from 6.00 PM upto 17/02/2023 at 6.00 PM.** Last date of submission of Bid(online) **11/02/2023 from 6.00 PM to 17/02/2023 at 6.00 PM.** Date of opening of Tender on **20/02/2023 From 11.00 AM.** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
NOTICE INVITING E-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.- WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-24/2022-23 (3rd call)** of the Office of the Para Panchayat samity P.O-Para, District-Purulia, 01(One) nos. works/Scheme under 15th CFC Tied Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in** Referemce Tender ID: **2023_DM_472248_1.** Date of uploading of N.I.T & other Documents (online)Publishing Date **10/02/2023.** Documents download/sell start date (Online) **10/02/2023.** Documents download/sell end date (Online) **17/02/2023 Up to 4.00 PM.** Bid Submission start date (Online) **10/02/2023.** Documents download/sell end date (Online) **17/02/2023 Up to 4.00 PM.** Bid opening date for Technical Proposals(Online) **20/02/2023 at 10.00 AM.** For more details please Contact to para Panchayat Samity office on working day's at office hours.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
NOTICE INVITING E-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e) 25/2022-23** of the Office of the Para Panchayat samity P.O-Para, District-Purulia, 02 (Two) nos. works /Scheme under BCW Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in Reference Tender ID: 2023_DM_472345_1 and ID: 2023_DM_472345_2.** Date of uploading of N.I.T & other Documents (online)Publishing Date **10/02/2023.** Documents download/sell start date (Online) **10/02/2023.** Documents download/sell end date (Online) **17/02/2023 Up to 4.00 PM.** Bid Submission start date (Online) **10/02/2023.** Bid Submission Closing (Online) **17/02/2023 Up to 4.00 PM.** Bid opening date for Technical Proposals(Online) **20/02/2023 at 10.00 AM.** For more details please Contact to para Panchayat Samity office on working day's at office hours.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Salap-2 Gram Panchayat
(under Domjur Block)
Uttar Nibra, Howrah
Sealed tender notice is hereby invited by the Prodhan, Salap-2 Gram Panchayat for the following **(1) NIT No 260/SGP-II/Tender/PBGSFC/2022-23 Dated: 08/02/2023 Sl No.- 1 to 9** No. Date of Sale of Tender form **08/02/2023 to 17/02/2023 (From 11 AM to 3 PM).** Last date of dropping of Sealed Tender paper on **20/02/2023 up to 01.30 pm.** Date of Opening Tender on **20/02/2023 at 02.00 pm.** Details information will be available at the office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Salap-2 Gram Panchayat

ধর্মশালা থেকে সরে যেতে পারে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ

মুম্বই, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ শেষ পর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি হল। ধর্মশালা থেকে সরে যাচ্ছে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট। সংবাদমাধ্যমকে এই খবর নিশ্চিত করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিসিসিআই আধিকারিক। ফলে হিমাচল প্রদেশে নয়, সম্ভবত পঞ্জাবের মোহালি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বর্ডার গাভাসকর ট্রফির তৃতীয় টেস্ট আয়োজন করা হতে পারে। যদিও এমন পরিবর্তন নিয়ে বিসিসিআই-এর তরফ থেকে এখনও সরকারি ঘোষণা করা হয়নি। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে শেষবার আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছিল ধর্মশালায়। সেবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১ মার্চ থেকে পাহাড় ঘেরা ধর্মশালায় টেস্ট আয়োজন হওয়ার কথা ছিল। তবে মাঠ পরিচর্যার কাজ এখনও শেষ হয়নি। জল নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য আউটফিল্ডকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। জলনিকাশি ব্যবস্থাও উন্নততর করা হচ্ছে। সেই সব কাজ এখনও চলছে পুরোদমে। মনে করা হয়েছিল, তৃতীয় টেস্টের আগেই বাকি কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু হিমাচলপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা পরে আশঙ্কা প্রকাশ করে জানায়, টেস্ট শুরু হওয়ার আগে স্টেডিয়ামের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না। সেই কারণেই ধর্মশালার পরিবর্তে মোহালিতে মুখোমুখি হতে পারে রোহিত শর্মা ও প্যাট কামিন্সের দল। শোনা যাচ্ছে মাঠ পরিদর্শনের পর বিসিসিআই আধিকারিকও জানিয়ে দিলেন, কাজ যতদূর এগিয়েছে, তাতে এখানে পয়লা মার্চ টেস্ট ম্যাচ আয়োজন সম্ভব নয়। স্কয়্যার পজিশনের কাজ অনেকটাই বাকি। অর্থাৎ ছবির মতো সাজানো এই মাঠে খেলা হচ্ছে না দু'দলের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই কর্তা আরও বলেন, সব ম্যাচের আগেই পিচ ও আউটফিল্ডের পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। কিন্তু ধর্মশালায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলছে। তাই রঞ্জি ট্রফির ম্যাচও হয়েছে অন্য স্টেডিয়ামে। তাই ধর্মশালার পিচ পরীক্ষা হয়নি। তাই এখানে ম্যাচ আয়োজনের ঝুঁকি নিচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

রাহুলের পরীক্ষা

নাগপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ নাগপুর টেস্ট ইনিংস ও ১৩২ রানে জিতেছে ভারত। জয় এসেছে আড়াই দিনেই। তবে তারই মধ্যে অস্বস্তিতে রাখছে কয়েকজন ব্যাটারের ফর্ম। সবচেয়ে বেশি চাপ লোকেশ রাহুলের উপর। শুভমান গিলের মতো ছন্দে থাকা ক্রিকেটারকে খেলিয়ে রাহুলকে বসানোর কথা বলেছেন অনেকেই। যদিও ভারত সে পথে হাঁটেনি। কিন্তু আর কতদিন? রাহুলের ফর্ম চিন্তায় রাখছে লোকেশ রাহুল নাগপুর টেস্টে থিতু হওয়ার পরও বাজে শট খেলে আউট হয়েছেন। ৭১ বলে ২০ রান করে ক্যাচ তুলে দেন বোলার টড মার্ফির হাতেই। এই পরিস্থিতিতে দলের সহ অধিনায়ক লোকেশ রাহুল দিল্লি টেস্টে জায়গা ধরে রাখতে পারবেন কিনা, সেটা নিয়েই চলছে চর্চা। রবি শাস্ত্রীর মতো কোনও কোনও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ তো সাফ বলে দিচ্ছেন, সহ অধিনায়ক হলেই প্রথম একাদশে জায়গা পাকা, এমন কোনও নিয়ম নেই। ফর্মই বিচার্য হওয়া উচিত।

মনোজের নেতৃত্বে রঞ্জির ফাইনালে বাংলা

ইন্দোর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ফাইনালের টিকিট ম্যাচের তৃতীয় দিনেই নিশ্চিত করে নিয়েছিল। শেষ দিন দাপুটে বোলিং করে মধ্যপ্রদেশকে দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট করে দিল বাংলা। আর রানে জয়ের সুবাদেই সরকারিভাবে চলতি রঞ্জি ট্রফির মেগা ফাইনালে চলে গেল মনোজ তিওয়ারির বঙ্গব্রিগেড। আগে ব্যাট হাতে ডাকাবুকো মেজাজে ৬০ রান করেছিলেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক। এবার শেষ দিন বল হাতেই বিপক্ষের ব্যাটারদের বুঝে নিলেন এই বাঁহাতি স্পিনার। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদ ও আকাশ দীপ। ফলে ৩০৬ রানে সরাসরি জয় পেল বাংলা। দিনের শুরুতে মাত্র ৪ বল খেলেই ঈশান পোড়েল আউট হয়ে যান। মধ্যপ্রদেশের সামনে ৫৪৮ রানের লক্ষ্য রাখে বাংলা। যা এক দিনে চেজ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয় ইনিংসে রজত পতিদার, ভেঙ্কটেশ আইয়ার দ্রুত গতিতে রান তুললেও, লাভ হয়নি। কারণ নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দল। এবার প্রদীপ্ত নিলেন ৫১ রানে ৫ উইকেট। মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় ইনিংস ২৪১ রানেই শেষ হয়ে যায়। চা পানের বিরতির আগেই গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে বদলার ম্যাচ জিতে নিল লক্ষ্মীরতন শুক্লার বঙ্গব্রিগেড। অনুষ্টুপ মজুমদার প্রথম ইনিংসে ২০৬ বলে ১২০ রান করেছিলেন। মেরেছিলেন ১৩টি চার ও ১টি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ছিল ৫৮.২৫। সেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর স্ট্রাইক রেট কমে দাঁড়িয়েছিল ৩৬.৫৩। ২১৯ বলে ৮০ রানে থামলেন হতভাগ্য অনুষ্টুপ। এবার মারলেন মাত্র সাতটি চার। যদিও ম্যাচের সেরা হলেন আকশ দীপ। প্রথম ইনিংসে ৪২ রানে ৫ উইকেট নেওয়ার পর এবার নিলেন ১৮ রানে ১। শুধু সেমি ফাইনাল নয়। হরিয়ানার বিরুদ্ধে শেষ অ্যাওয়ে ম্যাচে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হওয়ার পর ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ও এবার মধ্যপ্রদেশের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৭০ রানে শেষ করে দেওয়ার সুবাদে চলতি মরশুমে মোট তিনবার 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হলেন এই ডানহাতি পেসার। এর আগে প্রথম ইনিংসে অনুষ্টুপ ও সুদীপের জোড়া শতরানের সৌজন্যে বাংলা ৪৩৮ রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৭০ রানে গুটিয়ে যায় মধ্যপ্রদেশের প্রথম ইনিংস। সৌজন্যে সেই আকাশ দীপ। এবারও বঙ্গ পেস বোলিংয়ের ব্যাটন সামলালেন এই ডানহাতি পেসার। নিয়েছিলেন ৪২ রানে ৫ উইকেট। সেই সুবাদে ২৬৮ রানের মহামূল্যবান লিড পেয়েছিল। সেই লিড এবার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৪৭ রানের। কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে অনুষ্টুপ ও প্রদীপ্তর লড়াইয়ের সুবাদে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭৯ রান তুলেছিল বাংলা। ফলে বিপক্ষকে চাপে রেখে আগেই মেগা ফাইনাল খেলার দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল মনোজ তিওয়ারির দল। আর সেটাই হল। বঙ্গ বোলারদের দাপট ও মনোজের বিচক্ষণ অধিনায়কত্বে সুবাদে ফের একবার রঞ্জির ফাইনালের টিকিট পেল বাংলা। বঙ্গ বোলারদের দাপটের পর ফের ব্যাট হাতে অনুষ্টুপ ও প্রদীপ্তর লড়াকু ইনিংস। সেটা দেখে মনে হচ্ছিল, এটা একেবারে অন্য বাংলা। যারা ঘরে ঢুকে মারতে জানে। নিজের দলের পতন ড্রেসিংরুমে বসে দেখতে বাধ্য হন গতবারের রঞ্জি ট্রফি জয়ী কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। ক্ষোভে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল। এই ম্যাচ শেষ হওয়ার আগে থেকেই ফাইনালের বিপক্ষের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার ছক কষতে শুরু করে দিয়েছেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা-মনোজ তিওয়ারি। তবে বাংলা ফাইনালে ওঠার পরও বাংলা শিবির নিরুত্তাপ। এতেই বোঝা যাচ্ছে লক্ষ্মী-মনোজের জুটিতে কীভাবে বদলে গিয়েছে বাংলা দলের ছবিটাই। ১৯৮৯-৯০ মরশুমের পর বাংলা আর রঞ্জি ট্রফি জিততে পারেনি। এবার ট্রফি আর এক কদম দূরে। ২০২০ সালে এই সৌরাষ্ট্রের কাছেই ফাইনালে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়ায় বাংলার রঞ্জি জয়ের আশা চুরমার হয়ে গিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশ ম্যাচের পর বাংলার হেড কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেন, এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। আমরা এখনও এমন কিছু অর্জন করিনি যাতে সেলিব্রেশনে মাততে হবে। একটা কথাই বলতে পারি, ছেলেরা সকলেই ভালো খেলছেন। মনোজ তিওয়ারি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলার অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি আগেই ঘোষণা করেছেন, বাংলাকে রঞ্জি জিতিয়েই ক্রিকেটকে পাকাপাকিভাবে গুডবাই জানাবেন। রঞ্জি ট্রফি ফাইনালে ওঠার পর বাংলার অধিনায়ক বলেন, আমাদের ড্রেসিংরুমে পরিবেশ খুবই ভালো। সকলেই একে অপরের পাশে থেকে নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছেন। অবশ্যই দল ফাইনালে উঠতে পেরে খুশি। কিন্তু সকলেই ফোকাসড রয়েছেন। রঞ্জি ট্রফি জেতাই আমাদের সবচেয়ে মোটিভেশন। সিএবির পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরার চেষ্টা আমরা সকলেই করব। সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ীও সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়েছেন, লক্ষ্যে পৌঁছনো না অবধি থামছি না। আমরা ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিলি। দলের সকলের প্রতি ভালোবাসা। ইতিমধ্যেই সৌরাশিসের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইডেনে বাংলার হয়ে গলা ফাটাতে সুরকার জয় সরকার হাজির থাকবেন বলে জানিয়েছেন। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, কাপ ঘরে আনার সময় এসেছে। বাংলা খুবই ভালো খেলছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে চ্যাম্পিয়ন হতে অসুবিধা হবে না। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়াও বলেন, বাংলার ঘরে রঞ্জি ট্রফি আসবেই, আর একটা ধাপ পেরিয়ে যাওয়া বাকি। বাংলার এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের পিছনে হেড কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার ক্রিকেটারদের অনুপ্রাণিত করার দক্ষতা যে বড় ফ্যাক্টর সেটাও মনে করিয়ে দেন অভিষেক। ২০২০ সালে রঞ্জি ফাইনালে সৌরাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে তুলেছিল ৪২৫, বাংলা করে ৩৮১। এরপর সৌরাষ্ট্র ৪ উইকেটে ১০৫ তোলার পর ম্যাচ ড্র হয়। কিন্তু প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন হয় সৌরাষ্ট্র। শেষ ৫টি সাক্ষাতে দুটি জিতেছে সৌরাষ্ট্র, তিনটি ড্র। ২০০৯ সালে ইডেনে গ্রুপ বি-র ম্যাচে সৌরাষ্ট্র ৯ উইকেটে ৬৫০ তুলে ডিক্লেয়ার করেছিল, বাংলা ৪৫৬ রান করায় ফলো অনে বাধ্য হয়, ১ উইকেট হারিয়ে ১৩৫ তোলে দ্বিতীয় ইনিংসে। ২০১০ সালে গ্রুপ এ-র ম্যাচে সৌরাষ্ট্র ৪২৩ করার পর বাংলা প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ৭ উইকেটে ৫৬৯ রান করে। ২০১২ সালে রাজকোটেই সৌরাষ্ট্র ২৭০ রানে হারায় বাংলাকে। প্রথম ইনিংসে তোলে ২০৯, বাংলা করে ১১২, ৮ উইকেটে ৩৩৩ রানে সৌরাষ্ট্র দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে, বাংলা অল আউট হয় ১৬০ রানে। ২০১৩ সালে ইডেনে বাংলার ৩০৩ রানের জবাবে সৌরাষ্ট্র গুটিয়ে যায় ২২৫ রানে। এরপর বাংলা তোলে ১৯৪, জয়ের জন্য ২৭৩ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে সৌরাষ্ট্র ৪ উইকেটে ১৮৯ তোলার পর খেলা ড্র ঘোষিত হয়।

বাংলার সামনে সৌরাষ্ট্র

বেঙ্গালুরু, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বেঙ্গালুরুতে রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পঞ্চম দিন সাক্ষী থাকল জমজমাট ক্রিকেট দ্বৈরথের। অবশেষে সমস্ত চিন্তা দূর করে ৪ উইকেটে কর্নাটকের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিল সৌরাষ্ট্র। ফাইনালে ইডেন গার্ডেন্সে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে মুখোমুখি বাংলা-সৌরাষ্ট্র। ভারতীয় টেস্ট দল থেকে রঞ্জি ফাইনাল খেলার জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো জয়দেব উনাদকাটকে। প্রথম ইনিংসে কর্নাটকের ৪০৭ রানের জবাবে সৌরাষ্ট্র তুলেছিল ৫২৭। গতকাল দ্বিতীয় ইনিংসে কর্নাটকের স্কোর ছিল ২৬.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৩। মনে করা হচ্ছিল, ম্যাচটি ড্রয়ের দিকেই এগোচ্ছে। প্রথম ইনিংসে লিডের সুবাদে সৌরাষ্ট্রই ফাইনালে যাবে। এদিন ৫৮.২ ওভারে ২৩৪ রানেই শেষ হয়ে যায় কর্নাটকের দ্বিতীয় ইনিংস। নিকিন জোস ১৬১ বলে ১০৯ রান করেন। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ৯টি বাউন্ডারি। চেতন সাকারিয়া ও ধর্মেন্দ্রসিং জাদেজা চারটি করে উইকেট দখল করেন। সৌরাষ্ট্রর সামনে জেতার টার্গেট ছিল ১১৫ রানের। কৃষ্ণাপ্পা গৌতমের দাপটে একটা সময় সৌরাষ্ট্রর স্কোর দাঁড়ায় ১৭.২ ওভারে ৫ উইকেটে ৪২। ফলে অপ্রত্যাশিতভাবেই জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল কর্নাটক। এই ম্যাচের দিকে নজর ছিল বাংলারও। কেন না গতবারের চ্যাম্পিয়ন মধ্যপ্রদেশকে এদিন বাংলা হারানোর পর সৌরাষ্ট্র রঞ্জি ফাইনালে উঠলে ফাইনাল ইডেনে হবে। কিন্তু কর্নাটক জিতে গেলে বাংলাকে রঞ্জি ফাইনাল খেলতে যেতে হতো বেঙ্গালুরুতে। গ্রুপ পর্বে বাংলার পয়েন্ট সৌরাষ্ট্রর চেয়ে বেশি থাকায় ফাইনাল হোম ম্যাচে খেলার সুযোগ পেল বাংলা। কিন্তু কর্নাটকের পয়েন্ট গ্রুপ পর্বে বাংলার চেয়ে বেশি ছিল। ফলে তারা ফাইনালে গেলে সেটি বেঙ্গালুরুতে হতো। অবশ্য অর্পিত ভাসাভাডার অধিনায়কোচিত ইনিংস সৌরাষ্ট্রকে এনে দেয় স্বস্তির জয়। ৪২ রানে ৫ উইকেট পড়ার পর চেতন সাকারিয়াকে নিয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন অপ্রিত। সাকারিয়া আউট হন দলের ১০৫ রানের মাথায়। সৌরাষ্ট্রকে ৩৪.২ ওভারে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়ে সাতটি চারের সাহায্যে ৫১ বলে ৪৭ রান করে অপরাজিত থাকেন অর্পিত। প্রথম ইনিংসে তিনি দ্বিশতরান করেছিলেন। কৃষ্ণাপ্পা গৌতম ও বাসুকী কৌশিক তিনটি করে উইকেট দখল করেন।

দলে একাধিক বদল আনছে অজিরা

নাগপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ নাগপুর টেস্ট শেষ হয়ে গিয়েছে আড়াই দিনেই। তবে আপাতত রবি আর সোম নাগপুরেই থেকে অনুশীলনের পরিকল্পনা করেছে অস্ট্রেলিয়া। নির্ধারিত দিনেই দিল্লি যাবেন প্যাট কামিন্সরা। প্রথম টেস্টে ফিটনেস সমস্যা খেলতে পারেননি মিচেল স্টার্ক। তিনি দিল্লি এসে গিয়েছেন। দলে একজন বাঁহাতি স্পিনারকেও ডাকল অজিরা। স্পিন চ্যালেঞ্জ সামলানোর প্রস্তুতি অস্ট্রেলিয়া শিবির ধরেই নিচ্ছে পরের টেস্টগুলিও টার্নিং ট্র্যাকেই খেলতে হবে। প্রথম টেস্টে ভরাডুবির জেরে প্রথম একাদশে পরিবর্তন যে আসছে সেটাও বলাই যায়। অভিষেক টেস্টে ডট মার্ফি সাত উইকেট নিয়েছেন। ভারতের তারকা ব্যাটারদের তিনি সাজঘরে ফিরিয়েছেন। সেই তুলনায় অভিজ্ঞ নাথান লিয়ঁকে নিষ্প্রভই দেখিয়েছে। নতুন কোনও স্পিনার খেলিয়ে তাই ভারতকে চাপে ফেলাই লক্ষ্য অজিদের। এমনকী পিচ দেখে প্রয়োজনে তিন স্পিনার নিয়ে নামার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। নাগপুর টেস্টে মার্ফি ও লিয়ঁকে খেলিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। মিচেল সোয়েপসনকে খেলানো হয়নি। সোয়েপসন দেশে ফিরেছেন প্রথম সন্তানের জন্মলাভের সময় স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য। তৃতীয় টেস্টের আগে তাঁর ফিরে আসার কথা। সোয়েপসনের পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে যোগ দেবেন বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু কুহনেম্যান। তিনি স্পিনারে নামলে এই টেস্টে তাঁর অভিষেক যে হতেই পারে সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন ম্যাকডোনাল্ড। অস্ট্রেলিয়া শিবির অ্যাশটন অ্যাগারের উপর তেমন আস্থা রাখতে পারছে না। রবীন্দ্র জাদেজাকে সফল হতে দেখে কুহনেম্যানকে খেলিয়ে চমক দিতে পারে অজিরা। টড মার্ফি নাগপুর টেস্টে ১২৪ রানে ৭ উইকেট দখল করেছিলেন। টেস্ট অভিষেকের আগে তিনি মাত্র ৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলেন। ফলে অভিজ্ঞতাই যে সব সময় জরুরি, সেটা মনে করছে না বিশ্বের ১ নম্বর টেস্ট দল। কুহনেম্যান খেলেছেন ১৩টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ, ৩৪.৮০ গড়ে তাঁর ৩৫টি উইকেট রয়েছে। সোয়েপপসন থাকলে তিনি কুইন্সল্যান্ডের প্রথম একাদশে নিয়মিত জায়গাও পান না। তবে গত বছর শ্রীলঙ্কা সফরে সুযোগ পেয়ে চারটি ওডিআইয়ে ৬টি উইকেট দখল করেন। ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ খেলার পরই অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ফোন পান। কাছেই ছিল পাসপোর্ট। তিনি ভারতে আসছেন। কুহনেম্যান বলেন, ফ্যান হিসেবে প্রথম টেস্টের পুরো খেলা দেখেছি। এই সিরিজ দেখতে ভালোই লাগে। টড মার্ফি ভালো বোলিং করেছেন। জাদেজার বোলিংও দেখেছি। ভারতে দলের সঙ্গে যোগ দিতে মুখিয়ে রয়েছি। শ্রীলঙ্কায় অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ব্যাটারদের বোলিংয়ের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ক্যামেরন গ্রিনের ফিটনেসের উপর নির্ভর করবে কুহনেম্যানের অভিষেক। গ্রিনের ফাইনাল এক্স-রে হওয়ার কথা। তিনি আড়াই ঘণ্টা ধরে ব্যাট করেছেন অনুশীলনে, বোলিংও করছেন পুরোদমেই। মিচেল স্টার্ক দিল্লি পৌঁছে একদিন বিশ্রাম নিয়েই কাল থেকে নেমে পড়বেন অনুশীলনে। ম্যাট রেনশ-র হাঁটুর চোটের দিকেও নজর রাখছে অস্ট্রেলিয়া শিবির। ট্রাভিস হেডকে বাদ দেওয়া নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। রেনশ রান পাননি নাগপুরে। ফলে দিল্লি টেস্টে হেড দলে আসতে পারেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পরিকল্পনায় জল

নাগপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত সফরে প্রথম টেস্টেই শোচনীয় হার হজম করতে হয়েছে। বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে অস্ট্রেলিয়া চেয়েছিল নাগপুরের পিচে টেস্ট শেষ হয়ে যাওয়ার পর অনুশীলন করে নিজেদের বাকি টেস্টের জন্য তৈরি রাখতে। তবে অস্ট্রেলিয়া পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিল বিদর্ভ ক্রিকেট সংস্থার পিচ কিউরেটর। ম্যাচ শেষ হতেই কিউরেটর অজিদের প্ল্যান বুঝতে পেরে সঙ্গেসঙ্গেই জল ঢেলে পিচ রোল করে দেন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে বলা হয়েছে, ভারত তিন দিনের মধ্যেই ম্যাচ খতম করে দেওয়ার পর অজিরা বেরিয়ে যেতেই ভিসিএ মাঠকর্মীদের একজনকে দেখা যায় জল ঢেলে দিতে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল অনুরোধ করেছিল পরের দিন নাগপুরের পিচেই অনুশীলন করতে অনুমতি দেওয়ার জন্য। তবে ম্যাচ শেষের পরেই পিচে জল ঢেলে দেওয়া কিছুটা অস্বাভাবিক। অস্ট্রেলিয়ান কোচ এন্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড সেন রেডিও স্টেশনে জানিয়েছেন, ম্যাচ শেষের পরের দিন অনুশীলন করার প্ল্যানিং ছিল তাঁদের। কিন্তু তা আর করার সুযোগ পাওয়া গেল না। তবে বিষয়টি নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করছেন না।

সাত পদক জিতে উজ্জ্বল মাধবনপুত্র

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের বাবার মুখ উজ্জ্বল করলেন বেদান্ত। গর্বে চওড়া হল বাবার বুক। তিনি যে সত্যিই 'সোনার ছেলে', তা ফের প্রমাণ করে দিলেন খেলো ইন্ডিয়ার মঞ্চে। ছেলের কৃতিত্বে আবেগে ভাসলেন বাবা আর মাধবন। আন্তর্জাতিক স্তরে দেশকে পদক এনে গর্বিত করেছেন সাঁতারু বেদান্ত। এবার খেলো ইন্ডিয়ার মঞ্চেও একের পর এক পদক ঝুলিতে ভরে মুগ্ধ করলেন দেশবাসীকে। সদ্য সমাপ্ত খেলো ইন্ডিয়া গেমসে মোট সাতটি পদক জিতেছেন অভিনেতার পুত্র। যার মধ্যে পাঁচটি সোনা। নিজের সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে ছেলে তথা গোটা মহারাষ্ট্র দলকে অভিনন্দন জানিয়ে আবেগঘন একটি পোস্ট করেছেন মাধবন। অভিনেতা লিখেছেন, দু'টো ট্রফি জয়ের জন্য মহারাষ্ট্র টিমকে ধন্যবাদ। প্রথমটি সাঁতারের ছেলেদের দলকে এবং দ্বিতীয়টি খেলো ইন্ডিয়ায় সার্বিকভাবে দুরন্ত খেলার জন্য মহারাষ্ট্রকে। সকলের পারফরম্যান্স দেখে আমরা আপ্লুত। সেই পোস্টের নিচেই বেদান্তকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা। তাঁর ধারাবাহিকতার প্রশংসাও করেছেন অনেকে। এর আগে একটি সাক্ষাৎকারে বেদান্ত জানিয়েছিলেন, কেন বাবার মতো অভিনয় জগতে যোগ দেননি। কেন সাঁতারকেই কেরিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাবার ছত্রছায়ায় বাঁচতে চাইনি। নিজের মতো করে সুনাম অর্জন করাই ছিল লক্ষ্য। আমাকে সকলে শুধু আর মাধবনের ছেলে হিসেবেই জানুক, এমনটা চাই না। বলে খেলার দুনিয়ায় সাফল্য পেতে তাঁর মা-বাবার অবদানের কথাও জানান তিনি। ছেলের যাতে অলিম্পিকের প্রস্তুতিতে কোনও ঘাটতি না থাকে, তার জন্য গোটা পরিবার নিয়ে দুবাইতে বসবাস শুরু করেন 'থ্রি ইডিয়টস' খ্যাত অভিনেতা। বলাই বাহুল্য, ছেলেও নিরাশ করেননি বাবাকে। একের পর এক পদক এনে পরিবারকে গর্বে ভরিয়ে দিচ্ছেন বেদান্ত।

ফের রিয়াল মাদ্রিদের ঘরে ক্লাব বিশ্বকাপের ট্রফি

রাবাত, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালকে ফাইনালে ৫-৩ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ক্লাব বিশ্বকাপে এটা রিয়ালের রেকর্ড পঞ্চম খেতাব। মরক্কোতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও ফেডে ভালভার্দে দুটি করে গোল করেছেন। এছাড়া স্কোরশিটে আরও নাম লিখিয়েছেন করিম বেনজেমা। চোট কাটিয়ে দলে ফিরে বেনজেমা গোল করার কৃতিত্ব দেখালেন। কার্লো আনচেলত্তির দল কাল অল আউট ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে ছিলো। গত মরশুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বিজয়ী হিসেবে ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল গ্যালাকটিকোরা। রাবাতের প্রিন্স মোলে আব্দেল্লাহ স্টেডিয়ামে এই জয়ের মাধ্যমে মরশুমে দ্বিতীয় ট্রফি ঘরে তুললো আনচেলত্তির দল। এর আগে আগস্টে ইউরোপীয়ান সুপার কাপ জয় করেছিল রিয়াল। এই খেতাবের মাধ্যমে লা লিগায়ও নিজেদের এগিয়ে নেবার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেল লস ব্লাঙ্কোসরা। এই মুহূর্তে তারা চির প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সিলোনার থেকে আট পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। জানুয়ারিতে স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে বার্সার কাছে পরাজিত হয়েছিল রিয়াল। এর আগে মাদ্রিদ ১৯৬০, ১৯৯৮ ও ২০০২ সালে তিনটি ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ জয় করেছিলেন রিয়াল। ইউরোপীয়ান ও দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ পরবর্তীতে ২০০৫ সালে ক্লাব বিশ্বকাপ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ম্যাচ শেষে আনচেলত্তি বলেছেন, আমরা খুবই খুশী। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এনিয়ে অষ্টমবার জয় করলো মাদ্রিদ। এটাই আমাদের পরিচয়। একটি ভাল ম্যাচ উপহার দিতে পেরে আমরা দারুন খুশী। আমি মনে করি আক্রমনভাগে ভিনি, বেনজেমা ও ভালভার্দে দারুন খেলেছে। উরুর চোটের কারনে সেমিফাইনালে আল আহলির বিরুদ্ধে খেলতে না পারা বেনজেমাকে মূল একাদশে ফিরিয়ে এনেছিলেন আনচেলত্তি। যে কারনে বদলী বেঞ্চে থাকতে হয়েছে রডরিগোকে। ৩৫ বছর বয়সী ফরাসি এই স্ট্রাইকার ভিনিসিয়াসের প্রথম গোলের যোগানদাতা ছিলেন। ১৩ মিনিটে বেনজেমার শর্ট পাসে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ভিনিসিয়াস রিয়ালকে এগিয়ে দেন। বর্ণবাদের শিকার হয়ে স্পেনে হতাশাজনক সময় কাটানো ভিনি মরক্কোকে নিজেকে দারুনভাবে ফিরে পেয়েছেন, একইসাথে এখানে খেলাটাও উপভোগ করেছেন। মাদ্রিদের দুটি ম্যাচেই তিনি গোল পেয়েছেন, হয়েছেন টুর্ণামেন্টের সেরা খেলোয়াড়। আনচেলত্তি বলেন, আমরা ভিনিকে নিয়ে আনন্দিত। কারন সে ক্রমেই উন্নতি করছে। ক্রমেই সে আমাদের দলে অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ে পরিনত হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই সে গোল করছে এবং সেই গোলগুলোই প্রতিপক্ষের থেকে আমাদের পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে। আমরাও মাঠে নিজেদের প্রতিদিনই ফিরে পাচ্ছি। বেনজেমা, এডার মিলিটাও, থিবো কোর্তোয়াদের চোটে আমরা বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলাম। এই ট্রফি মরশুমের বাকি সময়ের জন্য আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। ১৮ মিনিটে ডিফেন্ডার আলি আলবালাহির পায়ের নীচ দিয়ে বল জালে জড়িয়ে ব্যবধান দ্বিগুন করেন ভালভার্দে। পোর্তোর প্রাক্তন স্ট্রাইকার মুসা মারেগা ২০২১ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বিজয়ীদের হয়ে ২৬ মিনিটে এক গোল পরিশোধ করেন। ইউক্রেনিয়ান গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন কোর্তোয়ার অনুপস্থিতিতে রিয়ালের মূল দলে জায়গা করে নিয়েছেন। এই গোলের পর কিছু সময়ের জন্য সৌদি আরবের দলটি রিয়ালের উপর চড়াও হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে মাদ্রিদ আবারও ছন্দে ফিরে আসে। ৫৪ মিনিটে ভিনিসিয়াসের অসাধারণ ক্রসে বেনজেমা রিয়ালের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন। উরুগুইয়ান মিডফিল্ডার ভালভার্দে ডিফেন্ডার ডানি কারভাহালের সহায়তায় নিজের দ্বিতীয় গোল করলে চার মিনিট পর রিয়াল ৪-১ গোলে এগিয়ে যায়। অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের স্ট্রাইকার লুসিয়ানো ভিয়েত্তোর গোলে আল হিলাল ব্যবধান কমানোর সুযোগ পায়। কিন্তু দুর্দান্ত স্ট্রাইকে ভিনিসিয়াস ৬৯ মিনিটে আবারও রিয়ালের হয়ে গোলের ব্যবধান বাড়ান। ম্যাচ শেষের ১০ মিনিট আগে মারেগার একটি শট অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। তার আগে অবশ্য ভিয়েত্তো দ্বিতীয় গোল করে আল হিলাল শিবিরে কিছুটা উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এশিয়ান কনফেডারেশনের দলটি কখনই ক্লাব বিশ্বকাপ জয় করেনি। ২০১২ সালে ব্রাজিলের কোরিন্থিয়ান্স খেতাব জয়ের পর ইউরোপীয়ান কোন দলের কাছে সবকটি সাফল্য এসেছে। এর আগে মিশরের আল আহলিকে ৪-২ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টের তৃতীয় স্থান লাভ করেছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লামেঙ্গো।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615